Contents

১৩শ বর্ষ/৬ষ্ঠ সংখ্যা

চৈত্র ১৩৭০ বাং

তর্জুমানুল-হাদীছ

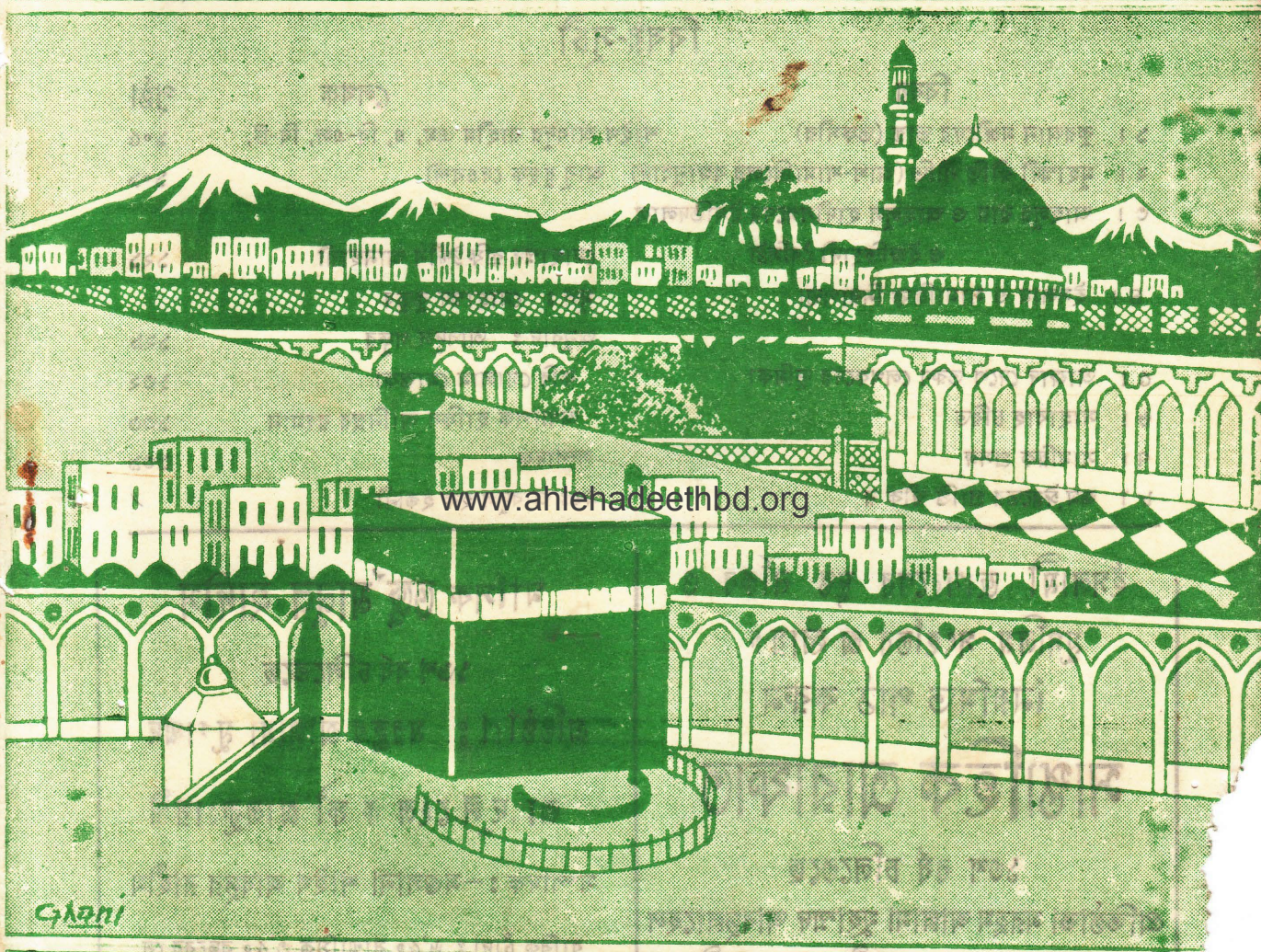

www.ahlehadeethbd.org

সম্পাদক

শায়খ আবদুর রহীম এম, এ, বি, এল, বিটি

৬ষ্ঠ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬.৫০

Contents

তর্জুমানুল-হাদীছ

ষোড়শ বর্ষ—তৃতীয় সংখ্যা

চৈত্র,—বৈশাখ ১৩৭৬-৭৭ বাংলা মুহররম-সফর ১৩৯০ হিঃ মার্চ-এপ্রিল ১৯৭০ খৃষ্টাব্দ,

বিষয়-সূচী

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	কুরআন মজীদের ভাষ্য (তফসীর)	শাইখ আবদুর রাহীম এম, এ, বি-এল, বি-টি,	১০৫
২।	মুহাম্মদী রীতি নীতি (আশ-শামায়িলের বঙ্গানুবাদ)	আবু য়ুছুফ দেওবন্দী	১০৯
৩।	আহলুর রায় ও আহলুল হাদীসগণের ইসতিদলাল ও ইজতিহাদী বৈসিষ্ট্য	মোহাম্মদ রফিউদ্দীন আনছারী	১২১
৪।	ইসলাম ও সামাজিক নিরাপত্তা	মূল ঃ মোহাম্মদ কুতুব অনুবাদ ঃ আবদুল গফুর	১২৯
৫।	আজাদ দেশে তরুণ লেখকদের ভূমিকা	কবি গোলাম মোস্তফা	১৩২
৬।	সাহাবাহ চরিত	অধ্যাপক হাফিয আনিসুর রহমান	১৩৬
৭।	সাময়িক প্রসঙ্গ	সম্পাদক	১৩৯
৮।	জম্‌ঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার	সেক্রেটারী আবদুল হক হক্কানী	/

www.ahlehadeethbd.org

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকিব ও মুসলিম সংহতির অগ্রনায়ক

নিয়মিত পাঠ করুন

সাপ্তাহিক আরাফাত

১৩শ বর্ষ চলিতেছে

প্রতিষ্ঠাতা মরহুম আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শী

সম্পাদক ঃ মোহাম্মদ আবদুর রহমান

বার্ষিক চাঁদা ঃ ৮'০০ ষান্মাষিক ঃ ৪'৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার ঃ সাপ্তাহিক আরাফাত, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস

১৬শ বর্ষ চলিতেছে

প্রতিষ্ঠাতা ঃ মরহুম আল্লামা মুহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শী

সম্পাদক ঃ—মওলানা শাইখ আবদুর রাহীম

বার্ষিক চাঁদা ঃ ৬'৫০ ষান্মাসিক ৩'৫০ বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়,

চাঁদা পাঠাইবার ঠিকানা ঃ

ম্যানেজার মাসিক তর্জুমানুল হাদীস

৮৬, কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

তর্জুমানুল হাদীস

(মাসিক)

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

প্রকাশ মহল ঃ ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

ষোড়শ বর্ষ	চৈত্র-বৈশাখ ১৩৭৬-৭৭ বংগাব্দ ; মুহররম-সফর ১৩৯০ হিঃ মার্চ-এপ্রিল, ১৯৭০ খৃষ্টাব্দ ;	তৃতীয় । চতুর্থ সংখ্যা

www.ahlehadeethbd.org

শাইখ আবদুর রাহীম এম-এ, বি-এল বি-টি, ফারিগ-দেওবন্দ

سورة الحاقة — সূরাহ আল্-হাক্কাহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অসীম দয়াবান অত্যন্ত দানকারী আল্লাহের নামে।

١٨ - يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۔

১৮। সেই সময় তোমাদিগকে উপস্থিত করা হইবে। তোমাদের সম্পর্কে তোমাদের হইতে কোন গুপ্ত ব্যাপার গোপন থাকিবে না।

১৮। تعرضون لا تخفى منكم خافية ইহার এক তাৎপর্য এই যে, তোমাদিগকে আসামী হিসাবে পেশ করা হইবে আল্লাহের সামনে। সেই সময়ে তোমাদের কোনও গোপনীয় বিষয় গোপন থাকিবে না। তোমাদের প্রকাশ্যভাবে সম্পাদিত ও গোপনে সম্পাদিত যাবতীয় কর্মাকর্ম তোমাদিগকেও অবহিত করা হইবে

এবং অপর সকলেও জানিতে পারিবে। ইহার দ্বিতীয় তাৎপর্য এই যে তোমাদের সামনে পেশ করা হইবে পৃথিবীতে তোমাদের সম্পাদিত কর্মাকর্ম। তোমরা দুনয়াতে ভালমন্দ যাহা কিছু কর তাহা তোমরা প্রকাশ্য ভাবেই কর আর গোপনেই কর তাহার কোন কিছুই আল্লাহের নিকট গোপন থাকে না। তিনি সব কিছুই জানেন। তবুও বিচারের প্রয়োজনে সেই সব কর্মাকর্মের কথা প্রকাশ করিয়া তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করা হইবে। ফলে তোমরা দুনয়াতে গোপনে যাহা কিছু করিতে তাহা দুনয়াতে অপর লোক জানিতে না পারিলেও কিয়ামাত দিবসে সকলেই সকলের প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারিবে। তখন জান্নাতীদের প্রকৃত অবস্থা জান্নাতীগণ সন্দেহাতীতরূপে জানিতে পারিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে থাকিবে এবং সাজা পাওয়ার যোগ্য লোকেরা নিজেদের প্রকৃত হাল জানিতে পারিয়া শোকে দুঃখে মুহ্যমান হইয়া পড়িবে।

সিঙ্গাতে কত বার ফুঁ দেওয়া হইবে

www.ahlehadeethbd.org

এই সূরার ৬৩ নং আয়াতে 'সিঙ্গাটিতে ফুঁদিয়া একবার আওয়াযের' কথা উল্লেখ করিয়া তাহার ফলে যাহা যাহা ঘটিবে তাহার বিবরণ পরবর্তী আয়াতগুলিতে দিতে গিয়া দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়। (এক) পৃথিবী, পৃথিবীস্থ পাহাড়-পর্বত ও উর্ধ জগত সমূহের ধ্বংস সাধন এবং (দুই) মানুষের পুনর্জীবন লাভ করিয়া আল্লাহের সামনে হাযির হওয়া। কিন্তু অপর কয়টি আয়াতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বিবরণ পাওয়া যায় বলিয়া এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইতেছে।

'কিয়ামাতের প্রাক্কালে সিঙ্গাটিতে ফুঁ দেওয়া হইবে'—এই কথা কুরআন মাজীদের নয় আয়াতে দশবার বলা হইয়াছে। আয়াতগুলি এই— ৬ : ৭৪, ১৮ : ৯৯, ২০ : ১০২, ২৩ : ১০১, ২৭ : ৮৭, ৩৬ : ৫১, ৩৯ : ৬৮ (দুইবার), ৫০ : ২০, ৬৯ : ১৩ (এই সূরাহ) ও ৭৮ : ১৮।

উল্লিখিত আয়াতগুলিকে বিষয়বস্তু হিসাবে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে। যথা,

(ক) একটি আয়াতে বলা হয়, সিঙ্গায় ফুঁ দেওয়ার ফলে যাবতীয় সৃষ্টি ধ্বংস হইবে। (২৭ : ৮৭)

(খ) চারিটি আয়াতে বলা হয়, সিঙ্গায় ফুঁ দেওয়ার ফলে মানুষ পুনর্জীবিত হইয়া বিচার স্থলে উপস্থিত হইবে। (১৮ : ৯৯, ২০ : ১০২, ৩৬ : ৫১ ও ৭৮ : ১৮)

(গ) দুইটি আয়াতে ধ্বংস বা পুনর্জীবিত হওয়া' কোন কিছুই বলা হয় নাই। (৬ : ৭৪ ও ২৩ : ১০১)

(ঘ) দুইটি আয়াতে 'সৃষ্টির ধ্বংস হওয়া' ও 'মানুষের পুনর্জীবিত হওয়া' উভয় কথাই বলা হইয়াছে। (৩৯ : ৬৮ ও এই সূরাহ ৬৯ : ১৩)

শেষোক্ত শ্রেণীতে উল্লিখিত আয়াত দুইটিতে সিঙ্গাতে ফুঁ দেওয়ার ফলে 'ধ্বংস' ও 'পুনর্জীবন' উভয় বিষয়েরই উল্লেখ থাকিলেও একটি ব্যাপারে ইহাদের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। পার্থক্যটি এই যে, এই সূরার আয়াতটিতে একবার ফুঁ দেওয়ার উল্লেখ করিবার পরে কিয়ামাতের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয় এবং সেই প্রসংগে সৃষ্টি ধ্বংস, মানুষের পুনর্জীবন লাভ, তাহার বিচার, তাহার জান্নাতে অথবা জাহান্নামে প্রবেশ ইত্যাদি প্রায় সব কিছুই বলা হয়। পক্ষান্তরে ৩৯ : ৬৮ আয়াতটিতে কেবলমাত্র সিঙ্গায় ফুঁ দেওয়ার বিবরণটি দেওয়া হয়। কাজেই ঐ আয়াতটিকে 'সিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া' ব্যাপারে এই সূরার আয়াতটির ব্যাখ্যা গণ্য করা সঙ্গত হইবে। ৩৯ : ৬৮ আয়াতটির তারজামা এই—

"আর সিঙ্গাতে ফুঁ দেওয়া হইবে। ফলে উর্ধ জগত-সমূহে ও পৃথিবীতে যে কেহ থাকিবে সেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে—আল্লাহ যাহাকে (রক্ষা করিতে) চাহিবেন সে বাদে। তারপর, সিঙ্গাতে দ্বিতীয়বার ফুঁ দেওয়া হইবে। ফলে, লোক দণ্ডায়মান হইয়া (বিচারের জন্য) অপেক্ষা করিতে থাকিবে।"

কাজেই জানা গেলো যে, সিঙ্গাতে দুইবার ফুঁ দেওয়া হইবে। প্রথমবার ফুঁ দেওয়ার ফলে সমুদয় সৃষ্টি ধ্বংস হইবে এবং দ্বিতীয়বার ফুঁ দেওয়ার ফলে সকল মানুষ পুনর্জীবিত হইয়া উঠিবে। তারপর চলিবে বিচার পর্ব।

১৯ - فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ
فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ •

১৯। অনন্তর ব্যাপার এই যে, যাহাকে তাহার কার্য বিবরণী তাহার ডান হাতে দেওয়া হইবে সে বলিবে, "তোমরা ধর, পড় আমার কর্মাকর্মের বিবরণ।

২০ - إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ •

২০। "নিশ্চয় আমি মনে রাখিয়াছিলাম যে, আমাকে আমার কর্মাকর্মের হিসাবের সম্মুখীন হইতে হইবে।"

২১ - فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ •

২১। অনন্তর সে অবস্থান করিবে সন্তোষময় জীবন যাপনের মধ্যে—

২২ - فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ •

২২। মহান জান্নাতের মধ্যে—

১৯। فَ অনন্তর ব্যাপার এই। পূর্বের আয়াতটিতে তোমাদিগকে উপস্থাপিত করা হইবে' বলিয়া যে বিষয়ের উদ্বোধন করা হয় সেই বিষয়টির বিস্তারিত বিবরণ এই فَ যোগে আরম্ভ করা হইয়াছে।

هَاؤُمُ (হা'উমু) : তোমরা লও, তোমরা ধর ইহা ক্রিয়া অর্থবোধক বিশেষ্য পদ বা 'ইসমুল্ ফি'ল' اسم الفعل। ইহার পুংলিঙ্গ একবচনে হা'আ ও স্ত্রীলিংগ একবচনে হা'ই (هاء), দ্বিবচন উভয় লিংগে হা'উমা (هَاؤُمَا) বহুবচন পুংলিগে হা'উমু বা হা'উমু (هَاؤُم বা هَاؤُمو), বহুবচন স্ত্রীলিংগে হা'উন্না (هاؤن) হয়।

كِتَابِيَهْ কিতাবিয়াহ — মূল কিতাবী (كِتَابِي) শব্দের শেষে একটি 'হা' (ه) সাকিন অক্ষর বৃদ্ধি করা হইয়াছে। এই হা অক্ষরটিকে 'হা সাক্তা' বা 'বিরাম সূচক হা' বলা হয়। মূল মুসহাফ 'উসমানীতে এই ভাবে হা সমেত লেখা রহিয়াছে। কাজেই এখানে অবশ্যই ওাকৃফ বা বিরাম করিতে হইবে। পরের শব্দের সহিত মিলাইয়া পড়া যেখানে উদ্দেশ্য থাকে সেখানে এই হা যুক্ত হয় না। ইহা কেবল মাত্র ওাকৃফ এর ক্ষেত্রে যোগ করা যাইতে পারে।

এই সূরার পরবর্তী কোন কোন আয়াতের শেষে যে 'হিসাবিয়াহ', 'মালিয়াহ' ও 'সুলতানিয়াহ' শব্দ রহিয়াছে তাহার শেষের হা অক্ষরটি এই কিতাবিয়াহ শব্দের শেষের হা এর অনুরূপ।

কিয়ামাতের দিনে মানুষের পৃথিবীতে সম্পাদিত কর্মাকর্মের এই কার্যবিবরণী হইবে অভিযোগ পত্র বা চার্জ শীটের মত। তারপর লওয়া হইবে সাক্ষ্য প্রমাণ এবং উহার উপর ভিত্তি করিয়া মীমাংসা দেওয়া হইবে পুরস্কারের অথবা দণ্ডের। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে সৎ, ধার্মিক জীবন যাপন করিয়া যাইবে তাহার কার্যবিবরণী কিয়ামাত দিবসে তাহার ডান হাতে আসিয়া পড়িবে। সে ডান হাতে উহা পাওয়ামাত্র নিশ্চিত বুঝিবে যে, সে ভাগ্যবান ও বিচারে জান্নাতে যাইবার নির্দেশ পাইবে। তাই সে আনন্দে অপরকে বিশেষতঃ আত্মীয় স্বজনকে ডাকিয়া নিজের এই সৌভাগ্যের কথা জানাইবে এবং তাহার আমলনামা পড়িয়া দেখিতে বলিবে।

২০। ظَنَنتُ : মনে রাখিয়াছিলাম। ইহা যান্ন' (ظن) শব্দ হইতে গঠিত। যান্ন শব্দের অর্থ এমন ধারণা যাহার মধ্যে সংশয়ের দিকের চেয়ে বিশ্বাসের দিকটি প্রবল থাকে। সংশয় আশ্রিত ধারণাকে বলা হয় ওাহ্ম (وهم) আর বিশ্বাস আশ্রিত ধারণাকে বলা হয় 'যান্ন'। এখানে যান্ন' বলিয়া বিশ্বাস বুঝানো হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

২৩। যাহার ফলগুলি সমীপবর্তী।

২৩ - قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ •

২৪। (তাহাকে বলা হইবে) "অতীত দিনগুলিতে তোমরা যাহা অগ্রিম দাদন করিয়াছিলে তাহার প্রতিদানে তোমরা পরিতুষ্ট হইয়া খাও ও পান কর।"

২৪ - كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ •

২৫। আর যাহার আ'মালনামা তাহার বাম হাতে দেওয়া হইবে তাহার ব্যাপার এই যে, সে তখন বলিবে, "হায়রে আমার আফসোস। আমাকে যদি আমার আ'মালনামা দেওয়াই না হইত।

২৫ - وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، فَيَقُولُ يَالَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ •

২৩। قُطُوفٌ কুতূফ: ফলসমূহ ইহার একবচন 'কাত্ফ' অর্থ ফল পাড়া অথবা যাহা পাড়া হয়।

'ফলসমূহ সমীপবর্তী' হওয়ার তাৎপর্য এই যে, জান্নাতীর যখন যে অবস্থাতেই কোন ফল খাইবার ইচ্ছা হইবে সেই মুহূর্তেই ঐ ফল তাহার নিকট আসিয়া পৌঁছিবে।

২৪। اسلفتم: তোমরা অগ্রিম দাদন দিয়াছিলে। ইহা 'সালাফ' শব্দ হইতে গঠিত। সালাফ শব্দের অর্থ হইতেছে, 'লাভ ও কল্যাণের আশায় অগ্রিম মূল্য দেওয়া'। মুমিন মুসলিমেরা আখিরাতে কল্যাণ লাভের আশায় পার্থিব জীবনে যে সব সৎ কাজ করিয়া থাকে তাহার দিকে এই শব্দ দ্বারা ইংগিত করা হইয়াছে। কেহ কেহ এই আয়াতে ইহার তাৎপর্য আরো সীমাবদ্ধ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, এখানে যেহেতু পরিতুষ্ট হইয়া পানাহারের উল্লেখ আছে কাজেই এই দানের তাৎপর্য হইতেছে 'সিয়াম পালন'। অর্থাৎ জান্নাতীদিগকে বলা হইবে তোমরা পার্থিব জীবনে সিয়াম কালে নিজেদেরে পানাহার হইতে বিরত রাখার প্রতিদানে এখন পরিতোষের সহিত পানাহার কর।'

২৫। من اوتى كتبه بشماله: যাহার আ'মালনামা তাহার বাম হাতে দেওয়া হইবে।

এই সূরার ১৯—২৭ আয়াতগুলিতে যাহা বলা হইয়াছে তাহারই অনুরূপ বিবরণ সংক্ষেপে সূরাহ ৮৪ আল্ ইন্শিকাক: ৭—১২ আয়াতগুলিতে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই আয়াতে যেখানে 'তাহার বাম হাতে' বলা হইয়াছে সেখানে ঐ সূরার দশম আয়াতে বলা হইয়াছে 'তাহার পিঠের পিছনে'। ঐ আয়াতটি হইতেছে,

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ

"আর যাহার আ'মালনামা তাহার পিঠের পিছনে দেওয়া হইবে তাহার ব্যাপার এই"।

আয়াত দুইটির সমন্বয় তাফসীরকারগণ দুই ভাবে করিয়া থাকেন। (এক) নেককারদের আ'মালনামা তাহাদের সম্মুখ দিকে আসিয়া তাহাদের ডান হাতে গিয়া পৌঁছিবে। কিন্তু বদকারদের আমালনামা আসিয়া পৌঁছিবে তাঁহাদের পশ্চাদ্দিকে। অনন্তর তাহাদের ডান হাত তাহাদের ঘাড়ের সহিত জুড়িয়া বাঁধা থাকিবে বলিয়া

(১২৮ পৃষ্ঠায় দেখুন)

www.ahlehadeethbd.org

মুহাম্মাদী রীতি-নীতি

(আশ্-শামায়িলের বঙ্গানুবাদ)

॥ আবু য়ূসুফ দেওবন্দী ॥

باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم

[ত্রয়োবিংশ অধ্যায়]

(কাহারও উপরে) রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের ভর দেওয়া সম্পর্কিত হাদীস সমূহ *

(١٣٦) ١ حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن انا عمرو بن عاصم انا حماد بن سلمة عن حميد عن انس ان النبي صلي الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج يتوكأ على اسامة وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم ٭

www.ahlehadeethbd.org

(১৩৬—১) আমাদিগকে হাদীস শোনান আবদুল্লাহ ইব্‌নু আবদুর রাহমান, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান আম্‌র ইব্‌নু 'আসিম' তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান হাম্মাদ ইব্‌নু সালামাহ, তিনি রিওায়াত করেন হুমাইদ হইতে, তিনি আনাস হইতে রিওায়াত করেন যে, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কোন এক সময় পীড়িত ছিলেন। অনন্তর তিনি উসামার উপর ভর দিয়া (বাড়ী হইতে) বাহির হন। ঐ সময় তাঁহার গায়ে একটি কিত্‌রী কাপড় ছিল। তিনি উহা গায়ে জড়াইয়া রাখিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি লোকদের ইমাম হইয়া নামায পড়িলেন।

---

* পূর্ব অধ্যায়ের শিরোলিপি এবং এই অধ্যায়ের শিরোলিপি একই মূল হইতে উদ্ভূত হইলেও উভয়ের অর্থ এক নয়। পূর্বের অধ্যায়টির শিরোলিপি হইতেছে তুকাআত এবং উহার অর্থ হইতেছে '(লাঠি, বালিস, চেয়ার, দেয়াল ইত্যাদি) ঠেস দেওয়ার বস্তু। আর এই অধ্যায়ের শিরোলিপি হইতেছে ইত্তিকা' এবং ইহার অর্থ হইতেছে 'ঠেস দেওয়া'। প্রথমটি হইতেছে ইস্‌ম মুশ্‌তাক্ক এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে মাস্‌দার।

(১৩৬—১) এই হাদীসটি অষ্টম অধ্যায়ের ষষ্ঠ হাদীসটির (৬০—৬) এর অনুরূপ। 'কিত্‌রী কাপড়ের ব্যাখ্যা ৯০ পৃষ্ঠায় ঐ হাদীসের নোটে দ্রষ্টব্য।

(١٣٧—٢) حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن انا محمد بن المبارك ثنا عطاء ابن مسلم الخفاف الحلبي انا جعفر بن برقان عن عطاء بن ابي رباح عن الفضل بن عباس قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعلى راسه عصابة صفراء فسلمت فقال يا فضل - قلت لبيك يا رسول الله - قال اشدد بهذه العصابة راسي - قال ففعلت - ثم قعد فوضع كفه على منكبي ثم قام ودخل في المسجد - وفي الحديث قصة

www.ahlehadeethbd.org

(১৩৭—২) আমাদিগকে হাদীস শোনান আবদুল্লাহ ইব্নু আবদুর রহমান, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান মুহাম্মাদ ইব্নুল মুবারাক, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান 'আত্তা ইব্নু মুসলিম আল্-খাফ্ফাফ আল্-হালাবী, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান জা'ফার ইব্নু বুর্কান, তিনি রিওয়ায়াত করেন 'আত্তা ইব্নু আবী রাবাহ হইতে, তিনি আল্ ফাযল্ ইব্নু 'আব্বাস হইতে, তিনি বলেন, যে পীড়ায় রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অফাত হয় তাঁহার সেই পীড়াকালে আমি একদা তাঁহার নিকট যাই। সেই সময় তাঁহার মাথায় একটি হলুদ রংয়ের পটি বাঁধা ছিল। অনন্তর আমি তাঁহাকে সালাম বলি। তখন তিনি বলেন, 'হে ফাযল্'। আমি বলি, 'আল্লাহের রাসূল, আপনার খিদমতে হাযির'। তিনি বলেন, 'এই পটিটি দিয়া আমার মাথা শক্ত করিয়া বাঁধ'। ফাযল্ বলেন, অনন্তর আমি তাহা করিলাম। তারপর তিনি (শোওয়া হইতে উঠিয়া) বসিলেন। তারপর তাঁহার হাতের তলা আমার ঘাড়ে রাখিলেন। তারপর দাঁড়াইলেন এবং মাসজিদে প্রবেশ করিলেন। এই হাদীসের সহিত একটি ঘটনা জড়িত রহিয়াছে।

(১৩৭—২) এই হাদীসটি সিহাহ সিত্তাহ গ্রন্থগুলির কোনটিতেই খুঁজিয়া পাইলাম না। তবে উহা হাফিয আল্-হাই-সামী (মৃত্যু ৮০৭ হিঃ) সংকলিত 'মাজমা'উয্-যাওয়ায়িদ গ্রন্থে তাবরানীর বরাতে ৯। ২৫-২৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে। ঐ বিবরণটি বেশ দীর্ঘ এবং এখানে উহার তারজামা একটু পরেই দেওয়া হইতেছে।

এই হাদীসে বর্ণিত বিষয়টির অনুরূপ ঘটনা যে সব হাদীসে পাওয়া যায় সেইগুলির প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমার মনে হয় যে, যে হাদীসটি এই গ্রন্থের সপ্তদশ অধ্যায় (১১৯-৫) নম্বরে আবদুল্লাহ ইব্নু আব্বাসের যবানী বর্ণিত হইয়াছে সেই মর্মের এই হাদীসটি তাঁহার ভাই ফাযলের যবানী এখানে বর্ণিত হইয়াছে। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাসের হাদীসটি ও উহার ব্যাখ্যা ১৫১—২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

عصابة صفراء : হলুদ পটি। এই গ্রন্থের ১৫২ পৃষ্ঠায় (১১৯—৫) হাদীসে উল্লিখিত ইব্নু আব্বাসের

উক্তিতে বলা হইয়াছে যে, ঐ পটিটি তৈল-মলিন (দাসমা') ছিল। সাহীহ বুখারীর ভাষ্যে ২।১৮৫ পৃষ্ঠায় ইমাম কাস্‌তাল্লানী 'দাসিমাহ' শব্দের অর্থ এই ভাবে বর্ণনা করেন,—

কাল, অথবা তেল প্রভৃতির মত স্নেহ জাতীয় বস্তুর বর্ণের মত অথবা সুগন্ধি দ্রব্য লাগাইবার কারণে বিবর্ণ।

কাজেই দেখা যায় যে তৈল-মলিন রংয়ের মধ্যে ও হলুদ রংয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই।

وفي الحديث قصة : এই হাদীসের সহিত একটি ঘটনা জড়িত আছে। কোন কোন প্রতিলিপিতে 'ঘটনা' স্থলে 'দীর্ঘ ঘটনা' পাওয়া যায়।

ঘটনাটি এই

আল্ ফায্‌লুব্‌নুল্ আব্বাস বলেন, আমার নিকট রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের একজন সংবাদ বাহক আসিলে আমি বাড়ী হইতে বাহির হইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট গেলাম এবং তাঁহাকে জ্বরাক্রান্ত অবস্থায় পাইলাম. তিনি মাথায় পটি বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি বলেন, "হে ফায্‌ল, আমার হাত ধরো" অনন্তর আমি তাঁহার হাত ধরিলে তিনি মিম্বার পর্যন্ত গিয়া পৌঁছিলেন এবং উহার উপর বসিলেন। তারপর তিনি বলিলেন "লোকদেরে উচ্চ স্বরে ডাকিতে থাক।" ফায্‌ল বলেন, আমি চীৎকার করিয়া লোকদিগকে ডাকিলে লোক আসিয়া সমবেত হইল। তখন তিনি আল্লাহের প্রশংসা করিলেন এবং তাঁহার গুণ বর্ণনা করিলেন। তারপর বলিলেন,

"ওহে জনগণ, তোমাদের তরফ হইতে বহু অধিকার আমার নিকট পৌঁছিয়াছে। অতএব আমি যদি কাহারও পিঠে বেত্রাঘাত করিয়া থাকি, তবে এই আমার পিঠ রহিল, সে উহার প্রতিশোধ লউক। হুশ্‌য়ার, আমি যাহাকে গালি দিয়া তাহার মান-সম্ভ্রমে আঘাত করিয়াছি, তবে এই আমার সম্ভ্রম রহিল। সে উহার প্রতিশোধ লউক। যাহার নিকট হইতে আমি কোন মাল গ্রহণ করিয়াছি, তবে এই আমার মাল রহিয়াছে, সে তাহার বদলা গ্রহণ করুক। দেখো, কেহ যেন কিছুতেই এমন কথা না বলে, 'আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পক্ষ হইতে বিদ্বেষের ভয় করি (তাই প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার সাহস আমার হইতেছে না।) সাবধান! এমন কথা কেহ বলিও না। কেননা ইহ নিশ্চিত যে, বিদ্বেষ ভাব আমার প্রকৃতিতেই নাই এবং ইহা আমার পক্ষে সাজেও না। সাবধান, তোমাদের মধ্যে আমার নিকট প্রিয়তম সেই ব্যক্তি, যে ব্যক্তির কোন কিছু আমার নিকট পাওনা থাকিলে সে উহা আমার নিকট হইতে আদায় করিয়া লয় অথবা উহা হইতে আমাকে মুক্ত করিয়া দেয়, যাহাতে আমি প্রশান্ত চিত্তে আল্লাহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি। সাবধান! এই একবার মাত্র ঘোষণাকে আমি আমার পক্ষে যথেষ্ট মনে করি না। কাজেই আমি বারংবার তোমাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া এই ঘোষণা করিব।"

ফায্‌ল রাঃ বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম মিম্বার হইতে নামিয়া নামায পড়িলেন। তারপর মিম্বারে ফিরিয়া গিয়া বিদ্বেষ সম্পর্কিত ও অন্যান্য যে সব কথা পূর্বে বলিয়াছিলেন তাহার পুনরাবৃত্তি করিলেন। তারপর বলিলেন,

"ওহে জনগণ, কাহারও নিকটে আমাদের কোন জিনিষ থাকিলে সে যেন তাহা ফিরাইয়া দেয় এবং সে যেন মনে না করে যে, ইহাতে দুনয়াতে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে, (কাজেই প্রকাশ করিব না)। হুশ্‌য়ার! আখিরাতের লাঞ্ছনা সামনে দুনয়ার লাঞ্ছনা অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর।"

এই সময়ে এক জন লোক দাঁড়াইয়া রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, "আল্লাহের রাসূল, আপনার নিকট হইতে আমার তিন দিরহাম পাওনা আছে।" তাহাতে নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিলেন "আমাদের স্বভাব এই যে, আমরা কাহাকেও মিথ্যাবাদী বলিব না এবং কাহাকেও কসম করিতে বলিব না। তবে শুধু প্রমাণের জন্য এতটুকু জানিতে চাই যে, কিভাবে আমার নিকট হইতে তোমার তিন দিরহাম পাওনা হইল তাহা বলো।"

www.ahlehadeethbd.org

সে বলিল, "আপনার স্মরণ থাকিতে পারে যে, এক দিন কোন এক মিসকীন আপনার নিকট আসিলে আপনি আমাকে আদেশ করিলেন যে, আমি যেন উহাকে তিন দিরহাম দান করি।" তখন রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ফায্‌লকে বলিলেন, "উহাকে উহা দাও"।

তারপর আর এক জন লোক দাঁড়াইল এবং তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, "আমার নিকট সরকারী তহবিলের তিন দিরহাম রহিয়াছে। আল্লাহের পথে গানিমাতের মাল হইতে উহা আমি আত্মসাৎ করিয়াছিলাম।" তিনি বলিলেন, "তুমি উহা আত্মসাৎ করিয়াছিলে কেন?" সে বলিল, "আমার ঐ পরিমাণ মালের অভাব হইয়াছিল বলিয়া।" তিনি বলিলেন, "ফায্‌ল্ উহা গ্রহণ কর।"

তারপর রাসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিলেন, "তোমাদের কেহ যদি তাহার নিজ সম্বন্ধে কোন কিছুর আশংকা করে তবে সে দাঁড়াইয়া তাহা বলুক, আমি তাহার জন্য দু'আ করিব।"

এই সময়ে এক জন লোক দাঁড়াইয়া বলিল, "আল্লাহের রাসূল অল্লাহের কসম, আমি ঘোর মিথ্যাবাদী, আমি নিঃসন্দেহে একজন মুনাফিকও বটে এবং আমার ঘুম খুব বেশী।" তিনি বলিলেন, "হে আল্লাহ, ইহাকে সত্যবাদিতা ও ঈমান গুণ দান কর এবং সে যখনই চাহে তখনই তাহা হইতে ঘুম দূর করিয়া দাও"।

তারপর আর এক জন লোক দাঁড়াইয়া বলিল, 'হে আল্লাহের রাসূল, নিশ্চয় আমি অত্যন্ত মিথ্যাবাদী, নিশ্চয় আমি মুনাফিক, এবং এমন কোন বদ কাজ নাই যাহা আমি করি নাই।" তখন 'উমার রাঃ তাহাকে বলিলেন, "ওহে লোকটি, তুমি নিজেকে লাঞ্ছিত করিলে!' তাহাতে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিলেন, 'হে খাত্তাব-তনয়, থামো আখিরাতের লাঞ্ছনার তুলনায় দুনিয়ার লাঞ্ছনা অনেক [illegible] সহনীয়।" তারপর তিনি বলিলেন, "হে আল্লাহ, তুমি ইহাকে সত্যবাদিতা ও ঈমান দান কর এবং সকল ব্যাপারে তাহাকে মঙ্গলের দিকে ফিরাও।"

www.ahlehadeethbd.org

ইহার পরে 'উমার রাঃ লোকদিগকে কিছু বলেন। তাহাতে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম (সন্তুষ্ট হইয়া) বলেন, "উমার আমার সঙ্গে, আমি তাহার সঙ্গে এবং আমার পরে 'উমার যেখানেই থাকিবে, তাহার সহিত ন্যায় এবং সত্যও রহিবে।" তাবরানী ইহা অল্-কাবীর ও আল্ আওসাতে রিওয়ায়াত করিয়াছেন। আবূ য়া'লা ইহার অনুরূপ রিওয়ায়াত করেন এবং তাহাতে তৃতীয় এক ভীরু কাপুরুষের সাহসের জন্য দু'আ চাহিবার কথা উল্লেখ করেন। মাজ্‌মা'উয্ যওয়ায়িদের সংকলক তাব্‌রানীর রিওয়ায়াতটির সানাদ সম্পর্কে বলেন, 'উহার রাবীদের মধ্যে এমন লোক আছেন যাঁহাদের অবস্থা আমি অবগত নহি।' তিনি আবূ য়া'লার রিওয়ায়াতটির সানাদ সম্পর্কে বলেন যে, উহাতে 'আতা' ইব্‌নু মুসলিম নামে এক জন রাবী আছেন যাঁহাকে কেহ কেহ যা'ঈফ বা দুর্বল রাবী বলিয়াছেন। বলা বাহুল্য শামায়িলের এই হাদীসটির সানাদে ঐ 'আতা' ইব্‌নু মুসলিম রহিয়াছেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ أَكْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[চতুর্বিংশ অধ্যায়]

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের আহার করিবার বিবরণ সম্বলিত হাদীসসমূহ

(١٣٨—١) حدثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن بن مهدی عن سفیان
عن سعد بن ابراهیم عن ابن لکعب بن مالک عن ابیه ان النبی صلی
الله علیه وسلم کان یلعق اصابعه ثلاثا ۔

قال ابو عیسی وروی غیر محمد بن بشار هذا الحدیث قال کان یلعق
اصابعه الثلث ۔

(১৩৮—১) আমাদিগকে হাদীস শোনান মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান আবদুর রাহমান ইবনু মাহদীই, তিনি রিওয়ায়াত করেন সুফইয়ান হইতে, তিনি সা'দ ইবনু ইবরাহীম হইতে তিনি কা'ব ইবনু মালিকের এক পুত্র হইতে, তিনি তাঁহার পিতা কা'ব হইতে রিওয়ায়াত করেন যে, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আহার শেষে নিজ আঙ্গুলগুলি তিনবার চাটিতেন।

www.ahlehadeethbd.org

আবূ ঈসা (তিরমিযী) বলেন, (তাঁহার এই শাইখ) মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার ছাড়া অপর রাবীগণ এই হাদীস বর্ণনা করিতে গিয়া 'আঙ্গুলগুলি তিনবার চাটিতেন' স্থলে বলেন 'তাঁহার তিনটি আঙ্গুল চাটিতেন'।

(১৩৮—১) এই অধ্যায়ে ইমাম তিরমিযী আহার শেষে আঙ্গুল চাটা-চোষা সম্পর্কে সাহাবী কা'ব'এর হাদীস তিন সানাদে এবং সাহাবী আনাস এর হাদীস এক সানাদে বর্ণনা করেন।

কা'ব বর্ণিত এই হাদীসে প্রথম সানাদযোগে তিনবার করিয়া আঙ্গুল চাটার কথা এবং দ্বিতীয় সানাদযোগে তিনটি আঙ্গুল চাটার কথা বলা হইয়াছে। এখানে প্রথম সানাদযোগে যাহা বলা হইয়াছে সেই মর্মে কোন হাদীস সিহাহ সিত্তাহ হাদীস গ্রন্থগুলিতে পাইলাম না। কিন্তু দ্বিতীয় সানাদযোগে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সাহীহ মুসলিম : ২।১৭৫ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

ابن لکعب : কা'বের এক পুত্র। এই পুত্রের নাম আবদুল্লাহ অথবা আবদুর রাহমান বলিয়া সাহীহ মুসলিমে ২ ২৭৫ পৃষ্ঠায় একটি সানাদে পাওয়া যায়। উক্ত পৃষ্ঠাতেই ভাষ্যকার ইমাম নাওয়াভী এই নাম সম্পর্কে সন্দেহের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, কা'বের এই উভয় পুত্রই মুহাদ্দিসদের মতে নির্ভরযোগ্য রাবী। কাজেই এই সন্দেহের কারণে এই হাদীসে কোন দোষ বা ত্রুটি ধরা চলে না।

হাদীসটির উভয় সানাদের পরিপ্রেক্ষিতে তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে, যে খাদ্য খাইতে গিয়া উহার কিছু অংশ আঙ্গুলে লাগিয়া থাকে সেইরূপ কোন খাদ্য খাইবার পর রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহার ডান হাতের তিনটি আঙ্গুলের প্রত্যেকটি তিনবার করিয়া চাটিতেন। এই সম্পর্কে আরও বিবরণ (১৪২—৫) হাদীসটির টীকায় দেওয়া হইতেছে।

Contents

(١٣٩—٢) حدثنا الحسن بن علي الخلال ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس قال كان النبي صلي الله عليه وسلم اذا اكل طعاما لعق اصابعه الثلث ٠

(١٤٠—٣) حدثنا الحسين بن علي بن يزيد الصدائي البغدادي ثنا يعقوب بن اسحق الحضرمي انا شعبة عن سفيان الثوري عن علي بن الاقمر عن ابي جحيفة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اما انا فلا اكل متكيا ٠

www.ahlehadeethbd.org

(১৩৯—২) আমাদিগকে হাদীস শোনান আল্-হাসান ইব্নু আলী আল্-খাল্লাল, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান 'আফ্ফান' তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান হাম্মাদ ইব্নু সালামাহ, তিনি রিওয়ায়াত করেন সাবিত হইতে, তিনি আনাস হইতে, তিনি বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যখন কোন খাদ্য খাইতেন তখন তিনি তাঁহার তিনটি অঙ্গুল চাটিতেন।

(১৪০—৩) আমাদিগকে হাদীস শোনান আল্-হুসাইন ইব্নু আলী ইব্নু য়াযীদ আস্ সুদায়ী (সুদা' বংশীয়) আল্-বাগদাদী (বাগ্দাদের অধিবাসী), তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান য়া'কূব ইব্নু ইস্হাক আল্-হাযরামী, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস জানান শু'বাহ, 'তিনি রিওয়ায়াত করেন সুফ্য়ান আস্সাওরী হইতে, তিনি আলী ইব্নুল্ আক্মার হইতে, তিনি অবূ জুহাইফাহ হইতে, তিনি বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন : "কিন্তু আমার কথা এই যে, আমি ঠেস দেওয়া অবস্থায় আহার করি না।"

(১৩৯—২) আনাস রাঃ বর্ণিত এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তাঁহার জামি' গ্রন্থেও (তুহফাহ : ৩।৮২) লিপিবিষ্ট করিয়াছেন। তাহা ছাড়া ইহা মুসলিম : ২।১৭৬ ও আবূদাউদ : ২।১৮১ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে। এই হাদীসটির মর্ম পূর্ববর্তী হাদীসটির দ্বিতীয় সানাদে বর্ণিত বিবরণেরই মত।

(১৪০—৩) এই হাদীসটি (১৩৩—৩) হাদীসটির অনুরূপ। বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য ১৭৪ পৃষ্ঠায় টীকা দ্রষ্টব্য।

Contents

(١٤١—٤) حدثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن بن مهدى ثنا سفيان عن على بن الاقمر نحوه •

(١٤٢—٥) حدثنا هارون بن اسحق الهمدانى ثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابن لكعب بن مالك عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل باصابعه الثلث ويلعقهن •

(১৪১—৪) আমাদিগকে হাদীস শোনান মুহাম্মাদ ইবনু বাশ্‌শার, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান আবদুর্‌রাহমান ইবনু মাহ্‌দীঈ, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান সুফ্‌য়ান, তিনি রিওয়ায়াত করেন আলী ইবনুল আকমার হইতে পূর্ববর্তী হাদীসটির মর্মের অনুরূপ হাদীস।

www.ahlehadeethbd.org

(১৪২—৫) আমাদিগকে হাদীস শোনান হারূণ ইবনু ইসহাক অল্‌-হামাদানী, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান 'অবদাহ ইবনু সুলাইমান, তিনি রিওয়ায়াত করেন হিশাম ইবনু 'উর্‌ওয়াহ হইতে, তিনি কা'ব ইবনু মালিকের এক পুত্র হইতে, তিনি তাঁহার পিতা হইতে, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাঁহার তিন অঙ্গুল দিয়া খাইতেন এবং ঐ অঙ্গুলগুলি চাটিতেন।

(১৪১—৪) এই হাদীসটিকে ইহার পূর্ববর্তী হাদীসটির অনুরূপ বলা হইয়াছে। মর্মের দিক দিয়া একরূপ হইলেও সানাদের দিক দিয়া ইহারা একরূপ নয়। প্রথমটির সানাদ হইতেছে মুত্তাসিল বা অবিচ্ছিন্ন, কিন্তু ইহার সানাদ হইতেছে মুর্‌সাল অর্থাৎ ইহাতে সাহাবীর নামের উল্লেখ নাই।

(১৪২—৫) এই হাদীসটি সাহীহ মুসলিম : ২।১৭৫ ও আবুদাউদ : ২।১৮২ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

এই অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় হাদীসের মর্ম এবং এই হাদীসের মর্ম প্রায় এক। তবে এখানে একটি বেশী কথা বলা হইয়াছে। তাহা এই যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তিন আঙ্গুল দিয়া খাইতেন।

এই অধ্যায়ের প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম হাদীস হইতে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তিন আঙ্গুল দিয়া খাদ্য গ্রহণ করিতেন এবং আহার শেষে ঐ আঙ্গুলগুলিতে যে খাদ্য লাগিয়া থাকিত তাহা তিনি প্রত্যেকটি আঙ্গুল তিন তিনবার করিয়া চাটিয়া পরিষ্কার করিয়া খাইতেন। কিন্তু তিনি আঙ্গুল তিনটির প্রত্যেকটি একবার করিয়া পর্যায়ক্রমে পরে, দ্বিতীয় দফায় আঙ্গুলগুলি আর একবার করিয়া পর্যায়ক্রমে চাটিয়া, তৃতীয় দফায় আঙ্গুলগুলি পর্যায়ক্রমে তৃতীয় বার চাটিতেন অথবা প্রত্যেকটি আঙ্গুল এক সঙ্গে তিন বার করিয়া চাটিতেন—সে সম্পর্কে কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে কোন কোন মুহাদ্দিসের মতে প্রত্যেকটি আঙ্গুল এক সঙ্গে তিন বার করিয়া চাটা উত্তম হইবে বলিয়া জানা যায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যেমন নিজে আঙ্গুল চাটিয়া পরিষ্কার করিয়া খাইতেন, সেইরূপ তিনি তাঁহার উম্মাতকেও আঙ্গুল চাটিয়া খাইতে এমন কি বাসন পর্যন্ত চাটিয়া খাইতে আদেশ করেন। নিম্নে সেই হাদীসগুলির কয়েকটি উদ্ধৃত করা হইল।

(এক) ইব্নু আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আন্হু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "তোমাদের কেহ যখন কোন খাদ্য খাইবে তখন তাহার উচিত সে যেন তাহার হাত না চাটিয়া অথবা অপর কাহাকেও না চাটাইয়া হাত না মুছে।"—সাহীহ বুখারী : ৮২০, সাহীহ মুসলিম : ২ | ১৭৫, আবূ দাউদ : ২ | ১৮২, ইব্নু মাজাহ : ১৪৩ পৃষ্ঠা।

ইমাম বুখারী এই হাদীসের শিরোলিপিতে লিখেন, "আঙ্গুলগুলি মুছিবার পূর্বে উহা চাটা ও চোষা"। সাহীহ বুখারীর ভাষ্য ফাতহুল বারীতে এই চোষার কৈফিয়ত এই ভাবে দেওয়া হয় যে, সাহাবী জাবির রা: এর হাদীসের কোন কোন সানাদে 'চোষারও' উল্লেখ রহিয়াছে।

(দুই) সাহাবী জাবির রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আঙ্গুলগুলি ও বাসন চাটিয়া খাইতে আদেশ করেন এবং বলেন, "নিশ্চয় তোমরা জান না খাদ্যের কোন অংশে বারাকাত রহিয়াছে।"—সাহীহ মুসলিম : ২।১৭৫, সুনান ইবনু মাজাহ : ২৪৩।

সাহাবী জাবিরের অপর একটি হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "তোমাদের কাহারও কোন লুক্মা যদি (মাটিতে বা দস্তরখানে) পড়িয়া যায় হইলে সে উহা উঠাইয়া লইবে ও উহাতে কোন ধূলা-বালি ইত্যাদি লাগিলে তাহা ঝাড়িয়া ফেলিয়া ঐ লুক্মাটি খাইবে এবং উহা শায়তানের জন্য ছাড়িয়া দিবে না। আরও সে যে পর্যন্ত আঙ্গুলগুলি চাটিয়া না খায় সে পর্যন্ত তাহার হাত রুমালে মুছিবে না; কেননা ইহা নিশ্চিত যে, তাহার ঐ খাদ্যের কোন অংশে বারাকাত রহিয়াছে তাহা সে জানে না।"—সাহীহ মুসলিম : ২।২১৫-৬ (পাঁচ সাত সানাদে)

(তিন) সাহাবী আবূ হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন "তোমাদের কেহ যখন আহার করিবে তখন তাহাকে আহার শেষে তাহার আঙ্গুলগুলি চাটিতে হইবে। কারণ ইহা, নিশ্চিত যে, সে জানে না খাদ্যের কোন অংশে বারাকাত রহিয়াছে।"—তিরমিযী (তুহফাহ : ৩।৮১)।

(চারি) সাহাবী সুবাইশাহ রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি কোন বাটি পিয়ালায় বা বাসনে কোন খাদ্য খাইয়া উহা চাটিয়া খায় তাহার গুনাহ মাফের জন্য ঐ বাসন প্রার্থনা করে।"—তিরমিযী (তুহফাহ : ৩।৮২), ইবনু মাজাহ : ২৪৩ এবং মিশ্কাতের বরাতে আহমদ ও দারিমী।

(পাঁচ) শাইখ ইব্রাহীম রাইজুরী তাঁহার (হিজরী ১২৫১ সালে লিখিত) শামায়িলের ভাষ্যে বলেন, শাইখ 'ইরাকী (মৃ: ৮০৬ হি:) বলেন যে, ইমাম শা'ঈদ ইবনু মান্সূর (মৃ: ২৩৫ হি:) তাঁহার 'মুসান্নাফ' গ্রন্থে একটি মুরসাল হাদীস এই মর্মে বর্ণনা করেন যে, নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম পাঁচ আঙ্গুল দিয়া আহার করিতেন।

এই অধ্যায়ের পঞ্চম হাদীস ও এই হাদীসের মধ্যে সমন্বয় এই ভাবে করা হয় যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম গোশ্ত, রুটি ইত্যাদি খাদ্য সাধারণতঃ তিন আঙ্গুল দিয়াই খাইতেন। কিন্তু অবস্থাবিশেষে প্রয়োজন হইলে চার বা পাঁচ আঙ্গুল দিয়াও খাইতেন।

(ছয়) ইমাম তাবরানী তাঁহার আল্ আওসাত গ্রন্থে সাহাবী কা'ব ইব্নু উজ্রাহ এর যবানী একটি হাদীস বর্ণনা করেন। ঐ হাদীসে কা'ব ইব্নু 'উজ্রাহ বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে তিন আঙ্গুল দিয়া খাইতে দেখিয়াছি—বৃদ্ধাঙ্গুলী দিয়া, উহার পার্শ্বস্থ অঙ্গুলী দিয়া ও মধ্যমা অঙ্গুলী দিয়া। তারপর ঐ আঙ্গুলগুলি মুছিবার পূর্বে আমি তাঁহাকে ঐগুলি চাটিতে দেখিলাম—প্রথমে মধ্যমা অঙ্গুলী, তারপর উহার পাশের অঙ্গুলী ও তারপর বৃদ্ধাঙ্গুলী।

সাহীহ বুখারীর ভাষ্যকার হাফিয ইবনু হাজার বলেন, তাঁহার শাইখ হাফিয ইরাকী জামি' তিরমিযীর ভাষ্যে আঙ্গুলগুলি চাটিবার ক্রম সম্পর্কে এই মন্তব্য করেন যে, মধ্যমা অঙ্গুলীটি দীর্ঘতম হওয়ার কারণে উহাতে বেশী খাদ্য লাগিয়া থাকিবার সম্ভাবনা থাকে। অধিকন্তু উহা হাতের তলার সোজা সামনে থাকায় হাতের তলা চাটিবার পরে মধ্যমা অঙ্গুলিটি চাটাই স্বাভাবিক। তাই তিনি প্রথমে মধ্যমা অঙ্গুলিটি চাটিতেন। তারপর তর্জনী এবং তারপর বৃদ্ধাঙ্গুলি চাটিতেন।—তুহফাহ : ৩।৮১।

উল্লিখিত হাদীসগুলি হইতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, (ক) সাধারণতঃ মধ্যমা, তর্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলি—এই তিন অঙ্গুলি দিয়া খাদ্য খাওয়া সুন্নাত। তবে প্রয়োজন হইলে অবস্থা বিশেষে চার বা পাঁচ আঙ্গুল দিয়াও খাদ্য গ্রহণ করা চলিবে।

(খ) আহার শেষে হাতের তলা ও খাইবার সময় যে আঙ্গুলগুলি ব্যবহার করা হয় সেই আঙ্গুলগুলিতে খাদ্যের কোন কিছু লাগিয়া থাকিলে সেই আঙ্গুলগুলি চাটিয়া পরিষ্কার করিয়া খাইতে হইবে। প্রথমে হাতের তলা তিনবার চাটিতে হইবে, তারপর মধ্যমা অঙ্গুলি তিনবার, তারপর তর্জনী তিন বার, তারপর বৃদ্ধাঙ্গুলি তিনবার চাটিতে হইবে। তারপর বাসনের খাদ্য যদি শেষ হইয়া থাকে তাহা হইলে বাসনটি তিন বার চাটিয়া সাফ করিতে হইবে।

(গ) হাতের তলা, আঙ্গুল ও বাসন চাটিবার উদ্দেশ্য হইতেছে, ঐ খাদ্যে আল্লাহের তরফ হইতে যে বারাকাত নাযিল হইয়াছে তাহা পূর্ণরূপে ভোগ করা।

ইমাম নাওয়াভী এই বারাকাতের তাৎপর্য বর্ণনা করিতে গিয়া বলেন, যখন কোন খাদ্য খাইবার উদ্দেশ্যে মানুষের সামনে রাখা হয় তখন উহাতে বারাকাত জড়িত থাকে। কিন্তু ঐ বারাকাত খাদ্যের কোন্ অংশে আছে তাহা কেহই জানে না। এমনও হইতে পারে যে, সে যাহা খাইয়া ফেলিয়াছে তাহাতে বারাকাত ছিল। আবার এমনও হইতে পারে যে, ভোজনকারীর আঙ্গুলে যাহা লাগিয়া আছে তাহাতে অথবা বাসনের তলায় যাহা লাগিয়া রহিয়াছে তাহাতে অথবা যে লুকমাটি পড়িয়া গিয়াছে তাহাতে ঐ বারাকাত রহিয়াছে। কাজেই ঐ বারাকাত লাভ করিবার জন্য ভোজনকারীকে এই সবের সম্পর্কে বিশেষ যত্নবান হইতে হইবে। আর খাদ্যে বারাকাতের তাৎপর্য হইতেছে ক্ষুধা দূর হইয়া পরিতৃপ্ত হওয়া, খাদ্যের কুফল হইতে নিরাপদ ও মুক্ত থাকা, আল্লাহের বিধি-নিষেধ পালনে শক্তি লাভ করা, ইত্যাদি।—সাহীহ মুসলিম : ২।১৭৫।

www.ahlehadeethbd.org

আঙ্গুল চাটা, বাসন চাটা সম্পর্কে আলোচনা—

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের প্রত্যেকটি কাজের মূলে ইসলাম ধর্মীয় ভাবধারা অবশ্যই বর্তমান রহিয়াছে এবং এই নীতির পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিমের প্রত্যেকটি কাজের রূপ ধারা ও পদ্ধতি নির্ণীত হইয়াছে। তাই আহারের সহিতও বহু ইসলামী বিধান জড়িত করা হইয়াছে। যথা, আহার্য বস্তু সম্পর্কে বিধান দেওয়া হইয়াছে যে, সে যাহা খুশী তাহাই খাইতে পারিবে না। যে খাদ্য তাহার জন্য হালাল ঘোষণা করা হইয়াছে কেবলমাত্র তাহাই সে ভক্ষণ করিতে পারিবে। আহার্য গ্রহণের রীতি সম্পর্কে বিধান দেওয়া হইয়াছে যে, প্রত্যেক মুসলিমকে 'বিসমিল্লাহ' বলিয়া ভোজন আরম্ভ করিতে হইবে, ইত্যাদি।

অনুরূপভাবে ইসলামের দৃষ্টিতে আহার করার একটি বিশেষ উদ্দেশ্যও স্বীকৃত হইয়াছে। প্রত্যেক মুসলিমকে সেই উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া আহার গ্রহণ করিতে হইবে এবং ঐ উদ্দেশ্য হাসিল করিবার জন্য যে রীতি পদ্ধতি রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম নির্ধারিত করিয়াছেন তাহা তাহাকে অবশ্যই পালন করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, ইসলামে আহার গ্রহণ করার উদ্দেশ্য পেট ভরা নয়। বরং আল্লাহের আদেশ নির্দেশ পালন উপযোগী শক্তি ও ক্ষমতা অর্জন করাই হইতেছে ইসলামের দৃষ্টিতে ভোজনের উদ্দেশ্য। কাজেই কোন মুসলিমই উদরপূর্তি করিয়া খাইতে পারে না। আহারের উল্লিখিত ইসলামী উদ্দেশ্য হাসিল করিবার অন্যতম রীতি হিসাবে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম নির্দেশ দেন, আহার শেষে আঙ্গুল ও বাসন চাটিয়া খাইবার জন্য। তারপর শুধু নির্দেশ দিয়াই তিনি

Contents

(১৪৩—৭) حدثنا احمد بن منيع ثنا الفضل بن دكين ثنا مصعب بن

(১৪৩—৬) আমাদিগকে হাদীস শোনান আহমাদ ইব্‌নু মানী' তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান আল্‌ ফায্‌ল ইব্‌নু দুকাইন, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান মুস্‌'আব ইব্‌নু

ক্ষান্ত হন নাই। নিজেও তাহা পালন করিয়া দেখাইয়াছেন। কাজেই প্রত্যেক মুসলিমকে আহার শেষে তাহার আঙ্গুল ও বাসন অবশ্যই চাটিয়া খাইতে হইবে।

দুনিয়ার সকল সম্ভ্রান্তের শ্রেষ্ঠ সম্ভ্রান্ত, সকল শারীফের শিরোমণি, সমগ্র বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানব হযরত মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম যাহাই করিয়া গিয়াছেন তাহাই হইতেছে শ্রেষ্ঠ শারাফাত, তাহাই হইতেছে আদত কৌলিন্য। এমন জন যিনি, তিনি যখন আহার শেষে আঙ্গুল ও বাসন চুষিয়া চাটিয়া খাইয়াছেন তখন তাহাই হইবে খাঁটি শারাফাত, তাহাই হইবে আদত কৌলিন্য ও শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য। আর যে কেহ ইহার ব্যতিক্রম করিবে সেই ইসলামের দৃষ্টিতে নিশ্চিত ভাবে ইতর ও নীচ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

ইসলামী ঐতিহ্য ও বর্তমান সমাজ

একটি অবিসম্বাদিত স্বীকৃত সত্য এই যে, প্রত্যেক অমুসলিম জাতিই দুনিয়ার সামনে ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার কুমতলবে ইসলামের প্রত্যেক ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে অবিরত বিষোদগীরন করিয়া চলিয়াছে এবং সেই সঙ্গে তথাকথিত কতিপয় মুসলিম—কেহ কেহ নিশ্চিতভাবে অনতিকাল পূর্বে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ কারীদের বংশোদ্ভূত হওয়ার কারণে ইসলামে পরিপক্ক না হওয়ায় এবং কেহ কেহ হিন্দুয়ানী পরিবেশে বর্ধিত হওয়ায় ইসলামী ঐতিহ্য বরদাশত করিতে না পারিয়া বহু ইসলামী বিধান ও ঐতিহ্যকে তাচ্ছিল্য করিয়া চলিয়াছে। সেই সবের মধ্যে একটি হইতেছে 'হিন্দুয়ানী উচ্ছিষ্ট বা এঁঠো রীতি'। (এই পর্যন্ত লিখিয়া আমি এই সম্পর্কে হিন্দু শাস্ত্রের প্রকৃত বিধান জানিবার উদ্দেশ্যে এবং বিস্তারিত আলোচনার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যক্ষ, হিন্দু ধর্ম বিশেষজ্ঞ মহাপণ্ডিত ডক্টর জে, সি, দেবের সহিত সাক্ষাত করি। আলোচনার সার মর্ম এই)। প্রাচীন হিন্দুদের মধ্যে চতুর্বর্ণ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র প্রচলিত ছিল, কিন্তু ছোঁয়া-ছুঁয়ি বা স্পর্শদোষ বলিয়া কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। কারণ সেকালে ব্রাহ্মণ শুদ্র কন্যাকে বিবাহ করিয়া ঘর সংসার করিতে পারিত তাহাতে কোনই দোষ বা অপরাধ হইত না। মধ্য যুগে ভারতে মুসলিমদের আচার ব্যবহার, বিশেষতঃ তাহাদের সরল সাম্যের সম্মুখে তিষ্ঠিতে না পারিয়া ভারতীয় ব্রাহ্মণেরা নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে ছোঁয়াছুঁয়ি দোষের অবতারণা করেন। আর মুসলিমদের আহার গ্রহণ ব্যাপারে সমাজের সকল স্তরের লোকের—ধনী-দরিদ্র, প্রভু ভৃত্য, পণ্ডিত-মূর্খ সকলের একই পাত্র হইতে খাদ্য গ্রহণ ব্যবস্থা হিন্দু জনসাধারণের মনে বিশেষ রেখাপাত করে। ইহারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ব্রাহ্মণগণ হিন্দু সমাজে 'এঁঠো রীতির' প্রবর্তন করে। পরবর্তীকালে তাহারা ইহার প্রমাণে 'আশ্রয়' দোষের অবতারণা করিয়া উহার স্বকপোলকল্পিত ভাবার্থ ও তা'বীল করিয়া এই 'এঁঠো রীতির সমর্থন করে। বস্তুতঃ 'আশ্রয়' দোষের সহিত উচ্ছিষ্টের কোনই সম্পর্ক নাই। 'আশ্রয়' দোষের মুদ্দা অর্থ হইতেছে 'পরিবেশের প্রভাব'। যাহা হউক, যে ভাবেই হিন্দু সমাজে 'এঁঠো দোষ' প্রচলিত হইয়া থাকুক না কেন, ইহা যে মুসলিম আহার রীতির প্রতিক্রিয়া স্বরূপ হিন্দু সমাজে প্রচলিত হইয়াছিল তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব প্রত্যেক মুসলিমের পক্ষে এই 'এঁঠো দোষের' বিপক্ষে দৃঢ় নীতি অবলম্বন করা কর্তব্য।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, আহার শেষে আঙ্গুল চাটিয়া চুষিয়া খাওয়ার রীতিকে ঘৃণা করা হইলে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিজের একটি রীতিকে ঘৃণা করা হয় বিধায় ইহার ফলে ঈমানে ত্রুটি সুনিশ্চিত।

(১৪৩-৬) এই হাদীসটি সহীহ মুসলিম: ২।১৮০ এবং আবু দাউদ: ২।১৭৩ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

سليم قال سمعت انس بن مالك يقول اتي رسول الله صلى الله عليه
وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع ۰

সুলাইম, তিনি বলেন আমি আনাস ইব্‌নু মালিককে বলিতে শুনিয়াছি যে, একদা রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট খুরমা আনা হয়। অনন্তর, আমি তাঁহাকে ক্ষুধার কারণে দুই পায়ের নলা খাড়া রাখিয়া পাছার ভারে বসা অবস্থায় উহা খাইতে দেখিলাম।

مقع : দুই নলা খাড়া রাখিয়া উভয় পাছার ভরে উপবেশনকারী। ইহার অপর অর্থ হইতেছে পিছনে হেলান দিয়া উপবেশনকারী।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ের ১৩৩-৩ ও ১৩৪-৪ হাদীস দুইটিতে এবং এই অধ্যায়ের ১৪০-৩ হাদীসটিতে বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কোন কিছুতে হেলান বা ঠেস দিয়া বসিয়া আহার করিতেন না। উভয় পাছা মাটিতে স্থাপিত রাখিয়া বসাও ঠেস দেওয়ার শামিল। কাজেই ঐ হাদীসগুলির একটি তাৎপর্য এই যে, তিনি পাছার ভরে আসন-পিঁড়ী বসিয়াও আহার করিতেন না এই হাদীসে ঐ হাদীসগুলির বিপরীত কথা বলা হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ ব্যতিক্রমের কারণও উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহা এই যে, অতিরিক্ত ক্ষুধার কারণে দুর্বলতাবশতঃ রাসূলুল্লাহ আলাইহি অসাল্লাম তাঁহার চিরাচরিত বসার রীতি পালন করিতে পারেন নাই। তিনি বরাবর যে ভাবে বসিয়া আহার করিতেন তাহা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে আব্দুল্লাহ ইব্‌নু বুস্‌র রাযিয়াল্লাহু আন্‌হুর হাদীসে। তিনি বলেন: একদা নাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে ছাগলের কিছু পাক করা গোশ্‌ত হাদীয়াহ দেওয়া হইলে তিনি দুই পদতলের উপর ভর করিয়া হাঁটু দুইটি খাড়া রাখিয়া বসিয়া অথবা দুই হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া উহা খাইতে থাকেন। তখন সেখানে উপস্থিত একজন গ্রাম্য লোক আশ্চর্য স্বরে বলিয়া উঠে, "ইহা আবার কেমন বসা!" তাহার এই উক্তির উদ্দেশ্য এই ছিল যে, সাধারণ মামুলী লোকে ঐ ভাবে বসিয়া খাইতে পারে। কিন্তু আল্লাহের রাসূল, সকল সম্ভ্রান্তের শ্রেষ্ঠ সম্ভ্রান্ত মানুষের পক্ষে এই ভাবে বসিয়া খাওয়া শোভনীয় নয়। তাহাতে রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ আমাকে তাঁহার একজন সম্মানিত গোলাম বানাইয়াছেন। আমাকে প্রতাপশালী দুর্দান্ত লোক বানান নাই। (কাজেই গোলামের পক্ষে যে ভাবে বসিয়া আহার করা উচিত আমি সেই ভাবে বসিয়া আহার করি)।—ইব্‌নু মাজাহ: ২৪২ এবং তুহফাহ এর উল্লেখক্রমে তাব্‌রানী।

আহার গ্রহণকালে বসিবার মুস্‌তাহাব্ব তারীকা—উল্লেখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আলিমদের অভিমত এই যে দুই পদতলের উপর ভর দিয়া, উভয় পায়ের নলা ও হাঁটু খাড়া রাখিয়া উবু হইয়া বসিয়া অথবা দুই হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া আহার করা মুস্‌তাহাব্ব। বিনা ওযরে ইহার ব্যতিক্রম করা দোষণীয়। তবে বিশেষ কারণে ও বিশেষ অবস্থায় যে কোন ভাবে বসিয়া আহার করা জায়িয হইবে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ خُبْزِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[পঞ্চবিংশ অধ্যায়]

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের রুটির বিবরণ সম্বলিত হাদীসসমূহ

www.ahlehadeethbd.org

(١٤٤–١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ يَزِيدَ يُحَدِّثُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٥

(১৪৪—১) আমাদিগকে হাদীস শোনান মুহাম্মাদ ইব্নুল মুসান্না ও মুহাম্মাদ ইব্নু বাশ্শার, তাঁহারা বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান মুহাম্মাদ ইব্নু জা'ফার, তিনি বলেন আমাদিগকে হাদীস শোনান শু'বাহ, তিনি রিওয়ায়াত করেন আবূ ইসহাক হইতে, তিনি বলেন আমি আবদুর রাহমান ইব্নু য়াযীদকে হাদীস বর্ণনা করিতে শুনিয়াছি, তিনি রিওয়ায়াত করেন আল্-আসওয়াদ ইব্নু য়াযীদ হইতে, তিনি 'আ'য়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আন্হা হইতে, তিনি বলেন : মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে দুনয়া হইতে উঠাইয়া লওয়া পর্যন্ত তাঁহার পরিবারের লোকেরা যবের রুটি উপর্যুপরি দুই দিন পেট ভরিয়া খায় নাই।

(১৪৪—১) এই হাদীস সাহীহ মুসলিম : ২।৪০৯ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে। www.ahlehadeethbd.org

آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের পরিবার। ইহা বলিয়া তাঁহার স্ত্রী, সন্তান ও পৌষ্যদিগকে বুঝানো হইয়াছে।

এই হাদীস এবং এই অধ্যায়ের সপ্তম হাদীস মূলতঃ একই। সানাদে দেখা যায় যে, শু'বাহ এর এক শিষ্য এই হাদীস বর্ণনা করেন এবং অপর শিষ্য সপ্তম হাদীসটি বর্ণনা করেন। এই দুই হাদীসের মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায় তাহা এই যে এখানে 'মুহাম্মদ' শব্দের পূর্বে 'আালু' শব্দটি রহিয়াছে, কিন্তু সপ্তম হাদীসটিতে ঐ 'আালু' শব্দটি নাই। হাদীস দুইটি মূলতঃ এক হওয়ার কারণে অধিকাংশ মুহাদ্দিস 'আালু' শব্দটিকে সম্ভ্রম জ্ঞাপনার্থে অতিরিক্ত শব্দ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন এবং সেই জন্য তাঁহারা উভয় হাদীসের একই অর্থ করেন। তাঁহারা উভয় হাদীসের তারজামা করেন এই—

'মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে দুনয়া হইতে উঠাইয়া লওয়া পর্যন্ত তিনি উপর্যুপরি দুই দিনও যবের রুটি পেট ভরিয়া খান নাই।

مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ : যবের রুটি উপর্যুপরি দুই দিন।

এই মর্মের হাদীসটি 'শামায়িল' ছাড়া জামি' 'তিরমিযী' গ্রন্থ (তুহফাহ : ৩।২৭২) ও সাহীহ মুসলিম : ২।৪০৯ পৃষ্ঠাতেও বর্ণিত হইয়াছে।

'আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আনহার অপর এক হাদীসে উপর্যুপরি তিন দিন গমের রুটি না খাওয়ারও উল্লেখ পাওয়া যায়। হাদীসটি এইরূপ

'আয়িশাহ রাযিয়াল্লাহু আন্হা বলেন : মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মাদীনা আগমনের সময় হইতে তাঁহাকে দুনয়া হইতে উঠাইয়া লওয়া পর্যন্ত তিনি বা তাঁহার পরিবারের লোকেরা গমের খাদ্য উপর্যুপরি তিন দিনও পেট ভরিয়া খান নাই।—সাহীহ বুখারী : ৮১৫,৯১৬; সাহীহ মুসলিম : ২।৪০৯; ইব্নু মাজাহ ২৪৮।

আবূ হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু হইতেও এই মর্মে একটি হাদীস রহিয়াছে।—সাহীহ বুখারী : ৮০৯; সাহীহ মুসলিম : ২।৪১০; জামি' তিরমিযী (তুহ্ফাহ : ৩।২৭২); ইব্নু মাজাহ : ২৪৮।

॥ মোহাম্মদ রফিউদ্দীন আনসারী ॥

আহলুর্ রায় ও আহলুল্ হাদীসগনের ইস্তিদ্লাল ও ইজ্তিহাদী বৈশিষ্ট্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সকলের জন্য নামাযে সূরাহ ফাতিহা পড়ার অপরিহার্যতার বিপক্ষে আহ্লুর রায় বিদ্বানগণের যুক্তি

نقول في قوله تعالى 'فاقرءوا ما تيسر من القرآن' عام في جميع ما تيسر من القرآن ومن ضرورته عدم توقف الجواز على قراءة الفاتحة وجاء في الخبر "انه لا صلوة الا بفاتحة الكتاب' فعملنا بهما على وجه لا يتغير به حكم الكتاب بان تحمل الخبر على نفي الكمال حتى يكون مطلق القراءة فرضا بحكم الكتاب وقراءة الفاتحة واجبة بحكم الخبر .

আমরা (হানাফীগণ) বলিব যে, فاقرءوا ما تيسر (কুরআন হইতে যাহা সহজ হয়, নামাযে উহা পাঠ কর) আয়াতটী 'আম বা ব্যাপক অর্থবোধক হওয়ার কারণে ইহা প্রতিপন্ন হয় যে, নামাযের সিদ্ধতা সূরাহ ফাতিহা পাঠের উপর নির্ভর করে না। আর হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, "সূরাহ ফাতিহা ব্যতিরেকে কাহারও নামায হইবে না"। অতএব আমরা (হানাফীগণ উক্ত আয়াত ও হাদীসের উপর এরূপভাবে আমল করিব, যাহাতে কুরআনের নির্দেশ পরিবর্তিত না হয়। আর উহা এইরূপে হইবে যে, আমরা হাদীসকে 'পূর্ণতার অস্বীকৃতি' অর্থে গ্রহণ করিব। উহার ফলে কুরআনের যে কোন অংশ পাঠ করা কুরআনী নির্দেশের দ্বারা ফরয সাব্যস্ত হইবে ; আর হাদীসের মর্ম অনুযায়ী সূরাহ ফাতিহা পাঠ ওাজিব প্রতিপন্ন হইবে।—মিস্বাহুল হাওাশী শারহু উসূলুশ্ শাশী—১২ পৃঃ।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কুরআনের আদেশ অনুসারে কুরআন পাঠ ফরয এবং হাদীসের নির্দেশ অনুসারে সূরাহ ফাতিহা পড়া ওাজিব হইলে, উহার নির্দেশ ইমাম ও মুক্তাদী সকলের উপর সমানভাবে প্রযোজ্য হইতে হইবে। এমত অবস্থায় মুক্তাদীরা কুরআনের নির্দেশ মতে উহার যে কোন অংশ পাঠ এবং হাদীসের নির্দেশ মতে সূরাহ ফাতিহা পাঠ না করিলে তাহাদের জন্য ফরয ও ওাজিব কোন নির্দেশের উপরই আমল করা সম্ভব হইতেছে না। অতএব ফরয (মুতলাক কিরাআত) পরিত্যাগ করায় তাহাদিগকে নামায দোহরাইতে হইবে আর ওাজিব (সূরাহ ফাতিহা) পরিত্যাগ করায় নামায অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়।

অপর এক পুস্তকে লিখিত হইয়াছে—

فاذا تقابلا عملنا بهما على وجه لا يتغير به حكم الكتاب بان نحمل الخبر على نفي الكمال و نجعل معناه لا صلوة كاملة الا بفاتحة الكتاب فيجوز الصلوة بمطلق القراءة لكن يتمكن فيها نقصان بترك الواجب وفيه تقرير فريضة القراءة كما هو موجب الكتاب وايجاب الفاتحة عملا بالخبر .

www.ahlehadeethbd.org

Contents

এক্ষণে যখন উক্ত আয়াত ও হাদীসের অর্থ পরস্পর বিরোধী হইল, তখন আমরা (হানাফী-গণ) এমনভাবে উহার উপরে আমল করি যাহাতে কুরআনের নির্দেশ অপরিবর্তিত থাকে। উহা এই প্রকারে হইবে যে, হাদীস-টিতে নামাযের 'সিদ্ধতার অস্বীকৃতিকে' আমরা 'পূর্ণতার অস্বীকৃতি' অর্থে গ্রহণ করি। ফলে উহার অর্থ এই হইবে যে, সূরাহ ফাতিহা ব্যতীত নামায পূর্ণ হয় না। অতএব, মুতলাক কিরাআতের দ্বারাই নামায পূর্ণ না হইলেও অন্ততঃ সিদ্ধ হইবেই; যদিও ঐ অবস্থায় ওয়াজিব পরিত্যাগ করার কারণে উহা নাকিস বা অসম্পূর্ণ থাকিবে। কেননা, কুরআনের বিধান অনুসারে কুরআনের যে কোন অংশ পাঠ ফরয সাব্যস্ত হইল, আর হাদীস অনুসারে সূরাহ ফাতিহা পাঠ ওয়াজিব প্রতিপন্ন হইয়াছে। আল্লামা 'আইনী হানাফী বুখারীর ভাষ্যে লিখিতেছেন,

www.ahlehadeethbd.org

واستدل اصحابنا بقوله تعالى (فاقرءوا ماتيسر من القران) امر الله تعالى بقراءة ماتيسر من القران مطلقا وتقييده بالفاتحة زيادة على مطلق النص ذا لا يجوز لانه نسخ فيكون أدنى ما ينطلق عليه القران فرضا لكونه ماموراً به ‌•

"আমাদের সহযোগী (হানাফীগণ) আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ فاقرءوا ما تيسر আয়াতকে দালীলরূপে গ্রহণ করিয়া বলেন, আল্লাহ তা'আলা আদেশ করেন কুরআন হইতে যাহাই সহজ হয় তাহাই পাঠ করিবার জন্য। কাজেই উক্ত ব্যাপক ও সাধারণ অংশ পাঠকে সূরাহ ফাতিহার মধ্যে মুকাইয়াদ বা সীমাবদ্ধ করা কুরআনের আয়াতে বৃদ্ধির পর্যায়ে পড়ে। আর এই বৃদ্ধি বস্তুতঃ 'নাস্‌খ' এবং হাদীস দ্বারা কুর্‌আন নাস্‌খ হইতে পারে না বলিয়া উহা জায়িয হইবে না। অতএব যাহারই উপর কুরআনের ইত্‌লাক বা প্রয়োগ হয় উহাই ফরয হইবে।—'উম্‌দাতুল-কারী ঃ ৩।৬৫।

এই আলোচনা দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইল যে, হানাফী বিদ্বানগণ সূরাহ ফাতিহা ফারয না হওয়ার স্বপক্ষে যে সমস্ত দলীল গ্রহণ করিয়াছেন তাহার মূল বুনিয়াদ হইতেছে "কুরআন হইতে যাহাই সহজ হয় তাহাই পড়" এর ব্যাপক অর্থ গ্রহণ। যে সব প্রমাণ উক্ত ব্যাপকতার পরিপন্থী, তাঁহারা উহার গুরুত্ব স্বীকার করেন না।

উক্ত গ্রন্থে তিনি ইহার পরে বলেন,

واستدل بهذ الحديث عبد الله بن المبارك والاوزاعي ومالك والشافعي واحمد واسحق وابو ثور وداؤد علي وجوب قراءة الفاتحة خلف الامام في جميع الصلوة •

"আর এই হাদীসকে দালীল গ্রহণ করিয়া আবদুল্লাহ ইব্‌নুল মুবারাক, আল্‌ আওযা'ঈ, মালিক, শাফি'ঈ, আহমাদ, ইসহাক, আবূ সাওর ও দাউদ সকল নামাযে ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব বলেন।—'উম্‌দাতুলকারী ৩।৬৪ পৃঃ।

আল্লামা 'আইনী ঐ সঙ্গে ইমাম শাফি'ঈ প্রমুখ মুহাদ্দিস্‌ন কিরামের দালীল গ্রহণ পদ্ধতিও আলোচনা করিয়া লিখিতেছেন ঃ

ثم وجه استدلال الشافعي رح ومن معه بهذ الحديث وهو انه نفي جنس الصلوة عن الجواز الا بقراءة فاتحة الكتاب •

ইমাম শাফি'ঈ এবং তাঁহার সহযোগীগণ

Contents

এই হাদীসটিকে দালীল গ্রহণ করিয়া বলেন যে, এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ সঃ "সূরাহ ফাতিহা ছাড়া নামাযই হইবে না" বলিয়াছেন।—ঐ ৩।৬৫ পৃঃ।

মুহাদ্দিসকুলভূষণ ইমাম বুখারী এই হাদীসটিযোগে ইমাম মুক্তাদী সকলের উপরে কুরআন পাঠ ওাজিব সাব্যস্ত করিতে গিয়া শিরোনামায় লিখেন—

باب وجوب القراءة للامام والمأموم فى الصلوة كلها فى الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت .

"যে নামাযে উচ্চ স্বরে কুরআন পাঠ করা হয় এবং যে নামাযে নিম্ন স্বরে কুরআন পাঠ করা হয় অর্থাৎ সকল নামাযে, দেশে ও প্রবাসে সকল স্থানে ইমাম এবং মুক্তাদীর উপরে সূরাহ ফাতিহা পড়া ওাজিব হইবার অধ্যায়—সাহীহ বুখারী ফাতহসহ ঃ ১।৪১২ ; [পাক ভারতীয় বুখারী ঃ ১০৪—সম্পাদক]

ইমাম বাইহাকী অধ্যায় শুরু করেন এই বলিয়া—

باب الدليل على ان لا صلوة الا بفاتحة الكتاب يجمع الامام والمأموم والمنفرد .

"সূরাহ ফাতিহা ছাড়া নামায হয় না" এই হাদীসটি ইমাম, মুক্তাদী ও একা নামাযী সকলের উপর প্রয়োজ্য হইবার দালীলের অধ্যায়।

ফলকথা মুহাদ্দিসুন কিরামের সকলেই উক্ত কুর্আনী নির্দেশটিকে অর্থাৎ কুর্আনের যে কোন অংশ পাঠকে এই হাদীস যোগে সূরাহ ফাতিহা পাঠে সীমাবদ্ধ ও নিবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া উহা সকল নামায ও সকল নামাযীর জন্য অপহার্য্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইমাম ইব্নু হায্ম 'মুহাল্লা' গ্রন্থে লিখিয়াছেন ঃ

قراءة ام القرآن فرض في كل ركعة من كل صلوة اماما كان او مأموما والفرض والتطوع سواء والرجال والنساء سواء .

"সূরাহ ফাতিহা প্রত্যেক নামাযের প্রত্যেক রাক্আতে পড়া ফারয—সে ইমামই হউক অথবা মুক্তাদীই হউক। এই মাস্আলাতে ফার্য্ নামায, নাফল নামায, পুরুষ ও স্ত্রী সকলই সমান। ঐ ঃ ৩।৬৪।

সাহীহ মুসলিমের প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার ইমাম নাওাওী জুমহুর বিদ্বানগণের সিদ্ধান্ত "সূরাহ ফাতিহা ব্যতীত নামায হইবে না" সম্পর্কে দালীল উল্লেখ করার পর প্রতিপক্ষের জওাবে বলেন—

www.ahlehadeethbd.org

فان قالوا المراد لا صلوة كاملة فهذا خلاف ظاهر اللفظ ومما يؤيده حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا تجزي صلوة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب رواه ابو بكر بن خزيمة في صحيحه باسناد صحيح وكذا رواه ابو حاتم بن حبان .

যদি কেহ বলে যে, ইহার তাৎপর্য এই যে, সূরাহ ফাতিহা ছাড়া "নামায কামিল বা পুর্ণ হয় না," তবে আমরা বলিব যে, তাহাদের এই কথা হাদীসটির প্রকাশ্য শব্দের খিলাফ ও পরিপন্থী। আবু হুরাইরা রাঃ বর্ণিত যে হাদীসটিতে তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন "যে নামাযে সূরাহ ফাতিহা পড়া হয় না, সে নামায যথেষ্ট হয় না" সেই হাদীসটি ইহা সমর্থন করে। আবুবাকর ইব্নু খুযাইমা

তাঁহার সাহীহ হাদীস গ্রন্থে সাহীহ সানাদ যোগে এবং আবু হাতিম ইবনুহিব্বানও উহা বর্ণনা করিয়াছেন। মুসলিম নাওাওী : ১। ১৭০ পৃঃ।

পাক ভারত আলিমদের গুরু শাহ ওালী উল্লা মুহাদ্দিস বলেন,

وما ذكره النبي صلي الله عليه وسلم

بلفظ الركنية كقوله صلي الله عليه وسلم لاصلوة الا بفاتحة الكتاب ۔

রাসূলুল্লাহ সঃ যে শব্দ গুলিকে রুক্ন হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন যেমন সূরাহ ফাতিহা ব্যতীত নামায হইবে না—এই কথা বলিবার পরে শাহ সাহেব রাসূলুল্লাহ সঃ এর নামাযের একটি পূর্ণ বিবরণ দিয়াছেন। হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ (তারজামা সহ) : ২ | ২৩ পৃঃ [ঐ মিসরী : ২ | ৪—সম্পাদক]

এখন আমরা সুধী পাঠকদের খিদমতে আরয করি যে, হানাফীগণ 'কুরআন হইতে যাহা সহজ হয় পাঠকর,' আয়াতটি ব্যাপক বিধায় ইমাম ও মুক্তাদী সকল নামাযীর উপর কুরআন পাঠ ফারয বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। আর ব্যাপক অপর একটি কুরআনী নির্দেশ "যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা মনোযোগ দিয়া উহা শ্রবণ কর এবং চুপ থাক" আয়াত দ্বারা তাহারা নামাযে মুকতাদীদের জন্য কুরআন পাঠ নিষিদ্ধ বলিয়া থাকেন উহা সূরাহ ফাতিহাই হউক অথবা অন্য যে কোন সূরাই হউক। বলা বাহুল্য তাঁহারা সূরাহ ফাতিহা পড়ার নির্দেশটিকে 'খাস' (নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার যোগ্য) স্বীকার না করিয়া নিজেদের মাযহাবের উসূল অনুযায়ী فاقرؤا ماتيسر আয়াতের ব্যাপকতাকেই দালীল হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন, আর لاصلوة হাদীসের কারণে সূরাহ ফাতিহা পাঠ ওাজিব সাব্যস্ত করিয়াছেন। এই ভাবে হানাফী মাযহাব অনুযায়ী মুক্তাদীকে মুতলাক কুর্আন পাঠ হইতে নিষেধ করা হইল এবং এই ভাবে তাঁহারা মুক্তাদীদের উপরে আয়াত ও হাদীসের ব্যাপক নির্দেশ বানচাল করিয়া দিলেন। অনন্তর এই সমস্যা সমাধানে তাঁহারা উক্ত আয়াত দুইটিকে পরস্পর বিরোধী বিবেচনা করিয়া উহাদের গুরুত্ব ও নির্দেশকে বাতিল প্রতিপন্ন করিয়া দিলেন। এই সম্পর্কে সুবিখ্যাত উসূল গ্রন্থ নূরুল্ আন্ওারে বলা হইয়াছে,

قوله تعالى فاقروا ماتيسر من القران

مع قوله تعالي واذا قري القران فاستمعوا له

وانصتوا فان الاول بعمومه يوجب القراءة علي

المقتدى والثاني بخصوصه ينفيه وقد ورد

في الصلواة جميعا فتساقطا فيصار الي حديث

بعده ۔

(দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে,) "কুর্আন হইতে যাহা সহজ হয় উহাই নামাযে) পাঠ কর" আয়াতটি এবং "যখন কুরআন পড়া হয়, তখন তোমরা মন দিয়া শুন এবং চুপ থাক" এই আয়াতটি পরস্পর বিরোধী। কেননা প্রথম আয়াতটি আম (ব্যাপক অর্থবোধক) বিধায় মুক্তাদীদের উপরে কুরআন পাঠ ফারয সাব্যস্ত হইবে। আর দ্বিতীয় আয়াতটী খাস বিধায় উহা নিষিদ্ধ প্রমাণিত হইতেছে। কাজেই উভয় আয়াত নামায সম্পর্কিত হওয়া ব্যাপারে পরস্পর বিরোধী হওয়ায় আয়াত দুইটির নির্দেশ পরিত্যক্ত হইল। অতঃপর

www.ahlehadeethbd.org

উহার নিষ্পত্তির জন্য হাদীসের দিকে মনোনিবেশ করিতে হইবে।—১৯৪ পৃঃ।

অনুরূপভাবে কাশ্‌ফুল আস্‌রার শারহু উস্‌লুল বায্‌দাওী এবং তালওীহ শারহু তাওযীহ প্রভৃতি গ্রন্থে উক্ত আয়াত দুইটিকে পরস্পর বিরোধী বিবেচনা করিয়া তাঁহারা যা'ঈফ হাদীসের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে কসূর করেন নাই। বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, যেখানে আল্লাহ বলিয়াছেন, "যদি কুরআন আল্লাহ ছাড়া অন্য কাহারও পক্ষ হইতে আগত হইত, তাহা হইলে লোকে অর্থাৎ ইসলাম-বিরোধীগণ ইহার মধ্যে বহু গরমিল পাইত"—(৪ নিসা : ৮২). সেখানে এই হানাফী আলিমগণই কুরআনের মধ্যে গরমিল দেখাইবার ধৃষ্টতা দেখাইতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। বস্তুতঃ আমাদের মতে কুর্‌আনের আয়াতগুলির পরস্পরের মধ্যে গরমিল তো নাইই, এমন কি কুরআনের আয়াত ও রাসূলুল্লাহ সঃ-এর হাদীসের মধ্যেও কোন গরমিল নাই। হাঁ, কেহ যদি এইরূপ কোন গরমিল দেখে তাহা হইলে উহা তাহার ভুল বুঝার কারণে অথবা নাসিখ-মান্‌সূখ সম্বন্ধে অজ্ঞতার কারণেই হইয়া থাকে। যাহা হউক হানাফী আলিমগণ অন্যায় ও অসঙ্গত ভাবে আয়াত দুইটির মধ্যে বিরোধের অবতারণা করিয়া তারপর একটি হাদীসযোগে উহার মীমাংসা করিবার প্রয়াস পান। হানাফী ফিকহবিদ আল্লামাহ ইব্‌নুল্ হুমাম ফাত্‌হুল্-কাদীরে এই প্রসংগে যে হাদীসটি উধৃত করেন তাহা এই—

من كان له امام فقراءة الامام له قراءة

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন ইমামের মুক্‌তাদী হইয়া নামায পড়ে তাহার পক্ষে ইমামের কুর্‌আন পাঠই তাহার কুরআন পাঠ বলিয়া গণ্য হইবে।

এইভাবে উক্ত আল্লামাহ এই হাদীসটি দ্বারা فاقرؤا ما تيسر নির্দেশের ব্যাপকতাকে সীমাবদ্ধ করিবার প্রয়াস পান।

হানাফী আলিমদের এই যুক্তির অসারতা সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই যে, উক্ত বাণীটি রাসূলুল্লাহ সঃ-র হাদীস বলিয়া আদৌ প্রমাণিত হয় নাই। (ইমাম বুখারীর যুয্‌'উল্ কিরাআত দ্রষ্টব্য)। দ্বিতীয়তঃ উহাকে যদি সাহীহ হাদীস বলিয়া মানিয়া লওয়া হয় তবুও উহা আহাদ (احاد) হাদীসসমূহের পর্যায়ে পড়িতে পারে। উহা কদাচ মুতাওয়াতির বা মাশ্‌হুর হাদীস নহে। অথচ হানাফী উস্‌লে বলা হয় যে, কোন আয়াতের ব্যাপক নির্দেশের তাখসীস বা সীমায়িতকরণ একমাত্র মুতাওয়াতির অথবা মাশ্‌হুর হাদীসযোগেই নিষ্পন্ন হইতে পারে। কাজেই এই ব্যাপারে তাঁহাদের উল্লিখিত যুক্তি অচল।

এই প্রসংগে আর একটি আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, হানাফী আলিমগণ 'সূরাহ ফাতিহা ছাড়া নামায হয় না' হাদীসযোগে তাখ্‌সীস করার বিরুদ্ধে শত-মুখ হওয়ার পরে কোন্ যুক্তিতে একটি সন্দেহজনক হাদীসযোগে তাখসীস করিতে গেলেন?

হানাফী দেওবন্দী মাশ্‌হুর আলিম মাওলানা রাশীদ আহমাদ গাংগুহী فاقرؤا ما تيسر আয়াত প্রসংগে একটি অভিনব যুক্তির অবতারণা করিয়া বলেন,

www.ahlehadeethbd.org

ان قراءة الفاتحة كانت فريضة على المقتدى ثم نسخت .

"মুক্তাদীর পক্ষে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করা ফার্য ছিল; পরে উহা 'মান্সূখ' বা রহিত হইয়া যায়।—(তাঁহার তিরমিযীর তাকবীর ঃ ১৩ পৃঃ)।

প্রসংগতঃ আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, নির্দেশটি মান্সূখ যওয়ার কোন মার্ফূ' হাদীস অথবা কোন গ্রহণযোগ্য আসার অর্থাৎ সাহাবীর বাণী তাঁহারা দেখাইতে পারিবেন কি? বস্তুতঃ মান্সূখ হওয়ার জন্য নাসিখ ও মানসূখ উভয়ের সন তারীখ জানার প্রয়োজন হয়। এই ক্ষেত্রে فاقرؤا ما تيسر কে যদি মানসূখ বা রহিত এবং ...... وإذا قرئ القرآن কে নাসিখ বা রহিতকারী দাবী করা হয় তবে ইহা অবশ্যই প্রমাণ করিতে হইবে যে, প্রথমোক্ত আয়াতটি পূর্বে এবং শেষোক্ত আয়াতটি পরে নাযিল হইয়াছিল। আর তাঁহারা ইহা কখনই প্রমাণ করিতে পারিবেন না। বরং ইহা সুনিশ্চিত যে, ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পাঠের হাদীসগুলি وإذا قرئ القرآن فاستمعوا আয়াতের পরে নির্দেশিত হইয়াছে। কেননা উক্ত আয়াতসম্বলিত সূরাহ আ'রাফ মাক্কায় নাযিল হয়, আর সূরাহ ফাতিহা পাঠের হাদীসগুলি মাদীনায় উক্ত হয়। এই হাদীসগুলির অন্যতম রাবী হযরত 'উবাদাহ ইব্নুস সামিত রাঃ মাদীনার অধিবাসী। এমন কি হযরত আবু হুরাইরাহ রাঃ যিনি উক্ত মর্মের হাদীসগুলি বর্ণনা করিয়াছেন খায়বারের বৎসরে ৭ম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেন।

এ সম্পর্কে অতঃপর আমরা বিশিষ্ট দেওবন্দী আলিমের উক্তি নকল করিয়া দিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন,

وإذا قرئ القرآن আয়াত দ্বারা উচ্চ স্বরে ও নিম্ন স্বরে পঠিত নামাযে মুক্তাদীর উপরে কুরআন পাঠের নির্দেশ মান্সূখ হইয়া গিয়াছে বলিয়া যাহারা দাবী করেন, তাহাদের এমন দালীল উপস্থিত করা দরকার যাহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঐ আয়াতটী নাযিল হওয়ার পূর্বে পাঁচ ওয়াক্তের নামায ফরয হইয়াছিল, উচ্চ স্বরে ও নিম্ন স্বরে কুরআন পাঠের নামায বিঘোষিত হইয়াছিল এবং ইহাও প্রমাণ করিতে হইবে যে, তখন মুকতাদীরা জিহরী নামাযে উচ্চস্বরে এবং সির্রী নামাযে চুপে চুপে কুরআন পাঠ করিত। কেননা যাহা মানসূখ হইবে, তাহা প্রথম হইতে প্রচলিত থাকা আবশ্যক, আর যাহা নাসিখ তাহার অস্তিত্ব পরে হওয়া যরুরী। এইরূপ প্রমাণ মরফূ' হাদীস বা গ্রহণযোগ্য আসার দ্বারা তাঁহারা দিতে পারিবেন কি? ক্ষণেকের জন্য আয়াতটিকে নাসিখ বলিয়া ধরিয়া লইলেও সির্রী নামাযে মুক্তাদীর কুরআন পাঠের ব্যাপারটি ভাবিবার বিষয়ই থাকিয়া যায়। এ সম্বন্ধে খোঁজাখুঁজি করিয়া যতটুকু জানা যায়, তাহাতে বলা চলে যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফারয হওয়ার পূর্বে উহা নাযিল হয়। উহার পরে নাযিল হয় নাই। তবে কেমন করিয়া বলা চলে যে; এই আয়াতটি মুক্তাদীর সির্রী নামাযে কুরআন পাঠেরও নাসিখ? কেমন করিয়া সম্ভব হয় যে, পূর্বে অবতীর্ণ আয়াত পরে ফারয হওয়া কোন বিধানের নাসিখ হইবে? অর্থাৎ পূর্বের আদেশ পরের আদেশকে রহিত করিতে পারেনা। আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতে গেলে পূর্বে যে আয়াত নাযিল হইয়াছে, তাহাদ্বারা ঐ আয়াতের হুকুম মানসূখ হইতে পারে না, যাহা পরে নাযিল হইয়াছে। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে বহু বিশিষ্ট হানাফী বিদ্বান, যঁহারা ধর্মীয় জ্ঞানের মহাসমুদ্র ছিলেন, তাঁহারা এই বিষয়ের পশ্চাতে উঠিয়া পড়িয়া যই কথা

www.ahlehadeethbd.org

প্রমাণ করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইলেন এবং বলিলেন যে উক্ত আয়াতের 'শুন' অংশ দ্বারা জিহ্‌রী নামায আর 'চুপ থাক' অংশ দ্বারা সির্‌রী নামাযে সূরাহ ফাতিহা পাঠ নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা তাঁহাদের দাবীর সমর্থনে অভিধানের আশ্রয় নিয়াছেন এবং জ্ঞানের সাহায্যে কথা বলিয়াছেন। কিন্তু উহার অধিকাংশই দোষমুক্ত হইতে না পারায় অপর পক্ষ হইতে উহার প্রতিবাদে অসংখ্য দালীল স্তূপীকৃত করা সম্ভব হইয়াছে। আলফুর্কান ৮৯—৯০ পৃঃ, তাহযীবুল কালাম ঃ ২।২৫ পৃঃ।

মোল্লা জীওান প্রমুখ হানাফী আলিমগণ কুরআনের আলোচ্য আয়াত দুইটির মধ্যে বিরোধ ঘোষণা করিবার পরে من كان له امام শব্দযোগে যে হাদীসটিকে দালীলরূপে পেশ করিয়াছেন সেই হাদীসটি সম্পর্কে মুহাদ্দিসুন কিরাম ও হাদীসশাস্ত্রে পারদর্শী বিদ্বানগণের অভিমত এখানে সংকলন করিয়া দিতেছি। বিশিষ্ট মুহাক্কিক আল্লামা যাইলা'ঈ তাঁহার তাখরীজুল হিদায়া গ্রন্থে ঐ من كان له امام হাদীসটির এবং ঐ মর্মের অপর হাদীসগুলির কোন কোনটির বর্ণনাসূত্রকে যা'ঈফ বলিয়াছেন এবং কোন কোন কোনটিকে মাওকুফ বলিয়াছেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, من كان له امام হাদীস সম্পর্কে হাফিয আবু মুসা রাযীকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি জওাবে বলেন যে, ঐ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সঃ হইতে কিছুই বর্ণিত হয় নাই। তবুও আমাদের (হানাফী) মাশায়ে হযরত আলী এবং ইব্‌নু মাসউদ প্রভৃতি সাহাবার বর্ণিত উক্তির প্রতি নির্ভর করিয়া থাকেন। হাফিয আবু আবদুল্লাহ বলেন, "ইহা শুনিয়া আমি খুব আনন্দিত হইলাম। কেননা আহলুর রায় বিদ্বানগণের মধ্যে আসমানের নীচে আমি যাহাদিগকে দেখিয়াছি, তন্মধ্যে আবু মূসা সকলের চেয়ে বেশী শ্রুতিধর। নাস্‌বুররায়াহ ১২৩০ পৃষ্ঠা। মুহাদ্দিসুন কিরামের সকলেই একবাক্যে সমর্থন করিয়াছেন যে, উহা রাসূলুল্লাহ সঃ হইতে নির্দোষ সূত্রে বর্ণিত হয় নাই। আর এই কারণেই অনুসরনীয় ইমাম ও বিখ্যাত আলিমদের মধ্য হইতে ইমাম আবু হানীফাহ (তাঁহার আখেরী আমলে) ইমাম মুহাম্মদ, শাইখ আবদুল কাদির জিলানী, শাহ আবদুর রাহীম, শাহ ওালীয়ুল্লাহ, মির্জা মায্‌হার জান জানান, শাহ আবদুল আযীয, মাওলানা আবদুল হাই লাখনাওী এবং বহু মাশায়িখ এবং সূফীগণ মুক্‌তাদী অবস্থায় সূরাহ ফাতিহাহ পাঠ করিতেন। গাইসুল গামাম-১৫৬, আত্‌ তা'লীকুল্‌ মুমাজ্জাদ—৯৬ (হাশিয়া নং ৯), 'উমদাতুর রি'আয়াহ-১ ৩ ইমামুল কালাম—৩০, আল্‌-জাওাহিরুন্‌ নাইয়িরাহ ঃ ১।৪৫, তাহকীকুল্‌ কালাম ঃ ৫৬ ইত্যাদি। প্রতিপক্ষ হানাফী বিদ্বানগণ সূরাহ ফাতিহা পাঠের নিষিদ্ধতার পক্ষে যে সমস্ত প্রমাণ পেশ করিয়া থাকেন, উহার সমস্ত কথা আর মুহাদ্দিসুন কিরামের সকল অভিমত সংকলন করা প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে সম্ভব হইল না। বিধায় তাঁহাদের (হানাফীদের) প্রমাণগুলির অসারতা সম্পর্কে আল্লামা আবদুল হাই লাখনাওীর মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন, যে—

www.ahlehadeethbd.org

انه لم يرد في حديث مرفوع صحيح
النهي عن قراءة الفاتحة خلف الامام وكل
ماذكروه مرفوعا فيه اما لااصل له واما لايصح .

(শাইখ ইবনু হুমামের সুদীর্ঘ আলোচনায় যাহা বলা হইয়াছে তাহার দালীল পেশ করিবার পরে তিনি বলেন) ইমামের পিছনে সুরা ফাতিহা পাঠের নিষিদ্ধতা সম্পর্কে কোন 'মারফূ' হাদীস বর্ণিত হয় নাই। আহলুর রায় বিদ্বানগণ নিষিদ্ধতা সম্পর্কিত যে সকল (তথা কথিত) 'মারফূ' হাদীস বর্ণনা করিয়া থাকেন—উহা হয় ভিত্তিহীন অথবা সাহীহ নহে।"—আত-তা'লীকলল্‌ মুমাজ্জাদ 'আলাল্‌ মুআত্তা ইমাম মুহাম্মদ ঃ ১০১ (হাশিয়া নং ১)।

(১০৮ পৃষ্ঠার পর)

٢٦ - وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ •

২৬। "এবং আমার হিসাব দেওয়ার ব্যাপার আমি যদি না জানিতাম!

٢٧ - يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ •

২৭। "হায় আফসোস! ইহাই যদি পূর্ণ ফায়সালাকারী হইত! (তবে কী ভাল হইত!)

٢٨ - مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ •

২৮। "আমার ধনসম্পদ আমার কোন উপকারে আসিল না।

٢٩ - هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ •

২৯। "আমার অধিপত্য আমার নিজেরই ব্যাপারে বিনষ্ট হইয়া গেল।"

তাহাদের বাম হাত তাহাদের পিছন দিকে ঘুরাইয়া লইয়া গিয়া তাহাতে ঐ আমালনামা দেওয়া হইবে। অথবা (দুই) কোন কোন বদকারের আমালনামা তাহাদের বাম হাতে দেওয়া হইবে এবং কোন কোন বদকারের আমালনামা তাহাদের পিঠের পিছনে দেওয়া হইবে।

এই আয়াত হইতে শুরু করিয়া ২৯ নং আয়াত পর্যন্ত আয়াতগুলিতে ঐ হতভাগ্যদের কিয়ামত দিবসের খেদোক্তির অংশবিশেষ উল্লেখ করা হইয়াছে।

لَيْتَهَا : ইহা যদি হইত! এখানে 'ইহা' বলিয়া কোন্ বস্তুকে বুঝানো হইয়াছে সে সম্বন্ধে দুইটি মত পাওয়া যায়। (এক) পার্থিব জীবন শেষের মৃত্যুটি অথবা (দুই) এই আমালনামা প্রাপ্তি।

الْقَاضِيَةَ পূর্ণ ফায়সালাকারী। আয়াতটিতে বদকারদের যে উক্তির উল্লেখ রহিয়াছে তাহার তাৎপর্য এই—

তাহারা বলিবে: আহা! পার্থিব জীবন শেষে আমাদের যে মৃত্যু ঘটিয়াছিল তাহাতেই যদি সব ব্যাপারের সাঙ্গ হইয়া যাইত এবং উহার পরে যদি পুনর্জীবিত হইতে না হইত! অথবা এই আমালনামা পাইয়া যে মানসিক যাতনা, দুর্গতি ও লাঞ্ছনা ভোগ করিলাম তাহাই যদি আমাদের চরম শাস্তিরূপে গণ্য করিয়া আমাদিগকে অব্যাহতি দেওয়া হইত! (কিন্তু আফসোস তাহা হইবার নহে)।

২৮। مَا أَغْنَى عَنِّي : আমার উপকারে আসিলনা। 'মা' শব্দটিকে 'না' বাচক অব্যয় ধরিয়া ঐ অর্থ করা হইয়াছে। কিন্তু ঐ 'মা' শব্দটিকে জিজ্ঞাসাবোধক বিশেষ্য পদ (ইসমু ইসতিফহাম) ধরিয়াও তারজামা করা যাইতে পারে। তখন তারজামা হইবে এই, "আমার কোন্ উপকারে আসিল?" অর্থাৎ কোনই উপকারে আসিল না।

২৯। سُلْطَانِيَهْ আমার আধিপত্য-প্রভাব। 'সুলতান' শব্দটি কুরআন মাজীদে তিন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অর্থগুলি এই, (ক) প্রভাব-প্রতিপত্তি, (খ) দালীল-প্রমাণ ও (গ) বুদ্ধিপ্রসূত যুক্তি। এই শব্দটি কুরআনের ৩৬ স্থানে আসিয়া কোথাও এই তিন অর্থের কোন এক অর্থে, কোথাও দুই অর্থে এবং কোথাও তিন অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। এই আয়াতে উহার তিনটি অর্থই গ্রহণ করা যাইতে পারে অর্থাৎ পৃথিবীতে থাকা কালে তাহার যে প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল তাহা কিয়ামাতের দিনে বিনষ্ট হইয়া গেল। তাহার পার্থিব অপকর্মের সমর্থনে ঐ দিনে সে কোন দালীল প্রমাণও পেশ করিতে পারিবে না। কারণ ঐ সময়ে তাহার হাত, পা ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি তাহারই বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে। আর ঐ দিনে সে কোন সঙ্গত যুক্তি প্রয়োগ করিতেও পারিবে না। কেননা তখন তাহার সকল যুক্তিই অসার ও ভিত্তিহীন প্রতিপন্ন হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

মূল ঃ মোহাম্মদ কুতুব
অনুবাদঃ আবদুল গফুর

ইসলাম ও সামাজিক নিরাপত্তা

কম্যুনিষ্ট এবং উপনিবেশবাদের নিকট যারা তাদের আত্মা ও চিন্তার দাসখৎ লিখে দিয়েছেন সেসব ব্যক্তি অভিযোগ করে থাকেন যে, ইসলাম ধনীদের ভিক্ষার উপর সাধারণ মানুষের জীবনকে নির্ভরশীল করে দেয়। এই অসত্য অভিযোগের মূলে এই ভুল ধারণা কাজ করে যে, জাকাত একটি ভিক্ষাবিশেষ এবং ধনী লোকেরা ইহা দান ক'রে দরিদ্রদেরকে ধন্য করে!

এ ধরণের অভিযোগের জবাবে আমাদের প্রথমেই জাকাত ও ভিক্ষার পার্থক্য বুঝিয়ে দেয়া প্রয়োজন। দানকার্য স্বেচ্ছামূলক—আইন বা শাসনকর্তার হুকুমের মাধ্যমে তা চাপিয়ে দেয়া যায় না। অপর পক্ষে **জাকাত আইন কর্তৃক বিধিবদ্ধ একটি বিধান;** যারা জাকাত প্রদানে অস্বীকার করবে সরকারকে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে, এবং তাদের এই অস্বীকৃতি দীর্ঘায়িত হলে তাদেরকে হত্যা করা চলবে; কারণ তারা তখন মুরতাদ হয়ে যায়। এটা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, দানের ব্যাপারে এ ধরণের কিছুই ঘটতে পারে না। কারণ, দান বা ভিক্ষাকে সম্পূর্ণতঃই আমাদের বিবেকের উপর ছেড়ে দেয়া হয়।

অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, **জাকাতই ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম নিয়মিত কর।** এর পূর্বে শাসকদের খেয়াল-খুশী মাফিক কর ধার্য হত। শাসকের ব্যক্তিগত উচ্চাকাংখা চরিতার্থ করবার উদ্দেশ্যে টাকার প্রয়োজন পড়লে এসব কর আদায় করা হত। করের চূড়ান্ত বোঝা চাপত গিয়ে দরিদ্রদের উপর ধনীদের উপর নয়; এবং কোন কোন ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সাধারণ মানুষদের নিকট থেকেই এই কর সংগ্রহ করা হত। ইসলাম কর-সংগ্রহ সংগঠিত করে দেয় এবং সাধারণ অবস্থাতে লংঘন করা হবে না এমন একটি সর্বোচ্চ শতকরা হার নির্দিষ্ট করে দেয়। শুধু ধনী ও মধ্যবিত্তদের উপরই এই কর চাপানো হয় এবং এ থেকে দরিদ্রদের রেহাই দেয়া হয়।

মনে রাখা দরকার যে, ইসলামের বিধান-মতে জাকাত-লব্ধ অর্থ দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করবে রাষ্ট্র ধনীরা নয়। এই অর্থেই জাকাত রাষ্ট্র কর্তৃক সংগৃহীত ও বিতরিত একটি কর। ইসলামের বায়তুল মালকে আধুনিক রাষ্ট্রের অর্থ দফতরের সংগে তুলনা করা চলে—যার কাজই হচ্ছে রাজস্ব আদায় করা এবং বিভিন্ন জনহিতকর কর্মসূচীর মধ্যে তা বিলি-বণ্টন করা। নিজের জীবিকা অর্জনে অক্ষমতার দরুনই হোক অথবা তাদের জীবিকার অপ্রতুলতার কারণেই হোক, যারা অভাবে পড়বে রাষ্ট্র তাদেরই সাহায্য করবে এবং তত্ত্বাবধান করবে। কিন্তু একথা কিছুতেই বলা চলে না যে, রাষ্ট্রের পক্ষে এটা কোন খয়রাতি ব্যবস্থা বা এসব সাহায্য, সাহায্য গ্রহণকারীর পক্ষে অবমাননা-কর। কেউ একথা বলতে পারে না যে, অবসরপ্রাপ্ত যেসব কর্মচারী রাষ্ট্র থেকে পেনশন পায় অথবা সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী থেকে যেসব শ্রমিক উপকার লাভ করে, তারা ধনীদের নিকট থেকে ভিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। যে সব অসহায় শিশু ও বৃদ্ধ ব্যক্তি নিজেদের জীবিকা অর্জন করতে পারে না, তাদের সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। কেউ একথা বলতে পারে না যে, যখন রাষ্ট্র তাদের প্রতি সাহায্য ও সহ-যোগিতার হস্ত প্রসারিত করে তখন তাদের আত্ম-মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়। রাষ্ট্র তাহার নিজস্ব মানবিক কর্তব্যের তাগিদেই এসব কাজ সম্পাদন করতে বাধ্য।

রাষ্ট্র কর্তৃক সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা একটি আধুনিক পদ্ধতি—বহু তিক্ত অভিজ্ঞতা এবং সামাজিক অবিচারের সুদীর্ঘ ইতিহাসের পর মানবসমাজ আজ এই পদ্ধতিকে গ্রহণ করেছে। ইসলামের অন্যতম গৌরবময় কৃতিত্ব এই যে, ইহা এমন এক সময়ে এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল যখন সমগ্র ইউরোপের সমাজ-ব্যবস্থা ছিল অন্ধকারে নিমজ্জিত। এমন কতক লোক আছেন, যাঁরা পাশ্চাত্য বা প্রাচ্য থেকে আমদানী করা পদ্ধতির নাম শুনলে ভক্তি-গদগদ হয়ে ওঠেন। অথচ ঠিক একইরূপ ব্যবস্থা ইসলাম কর্তৃক প্রবর্তিত হলে তাকে সেকেলে ও পশ্চাৎমুখী বলে অভিযোগ তুলবেন।

Contents

Contents

একথা পরিষ্কার হয়ে যাওয়া উচিত যে, ইসলামের প্রথম যুগে জীবন-ধারা যদি এমন থেকে থাকে যার ফলে দরিদ্র ব্যক্তিকে স্বহস্তে জাকাত গ্রহণ করবার প্রয়োজন পড়ত অথবা সেরূপ অনুমতি দেওয়া হত, তা হলেও বলা চলে, ইসলামে এমন কোন কথা নেই যে, জাকাত বিতরণের সেটাই একমাত্র পদ্ধতি।

... ...

জাকাতের অর্থ সমাজসেবার মাধ্যমেও প্রদান বা ব্যয় করা যেতে পারে। শুধুমাত্র তারাই নগদ টাকার জাকাত গ্রহণ করবে যারা অসুস্থতা, বার্ধক্য বা অপ্রাপ্তবয়স্কতা হেতু কর্ম-ক্ষমতাহীন—কিন্তু অন্যেরা কর্মসংস্থান অথবা কর্মসূচীর মাধ্যমে ইহা পেতে পারে।

তাছাড়া ইসলামী সমাজে এমন গরীব থাকা সম্ভব নয়, যারা জাকাতের উপর পূর্ণভাবে নির্ভরশীল।

একথা মনে রাখা ভাল যে, উমর বিন আবদুল আজিজের আমলে ইসলামী সমাজ একটি আদর্শ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। জাকাত তখন সংগ্রহ করা হত, কিন্তু জাকাত-সংগ্রাহকগণ এমন কাউকে খুঁজে পেত না যারা তা গ্রহণ করবে—এমন দরিদ্র লোকও তখন মেলে নি, যাদের মধ্যে জাকাত বিতরণ করা যেতে পারত। উমর বিন আবদুল আজিজের অধীনস্থ অন্যতম জাকাত সংগ্রাহক ইয়াহিয়া বিন সাইদ বলেন ঃ "উমর বিন আবদুল আজিজ আমাকে আফ্রিকায় জাকাত সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেন। আমি জাকাত সংগ্রহ করতাম এবং তা দরিদ্রের মধ্যে বিতরণের জন্য তাদের সন্ধান করতাম ; কিন্তু কাউকে পেতাম না। আমি এমন কাউকেও খুঁজে পাই নি যারা জাকাত গ্রহণ করতে রাজী থাকতো, কারণ উমর বিন আবদুল আজিজের খিলাফত-আমলে জন-জীবন বেশ সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে।"

এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রত্যেক সমাজেই কিছু সংখ্যক দরিদ্র ও অভাবী লোক থাকতে পারে। সুতরাং এ ধরনের সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজনীয় আইনও প্রণয়ন করতে হবে। একথা মনে রাখতে হবে যে, বিভিন্ন সময়ে সমৃদ্ধির বিভিন্ন স্তরে নতুন নতুন সমাজ ইসলামের আওতধীনে এসেছে। এ ক্ষেত্রে এটাই স্বাভাবিক যে, উমর বিন আবদুল আজিজের সময়ে সমাজ যে আদর্শের স্তরে পৌঁছে ছিল, অনুরূপ স্তরে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজনীয় আইন রচনা করতে হবে।

দান খয়রাত ঃ

মানব-কল্যাণের উদ্দেশ্যে ধনী ব্যক্তি স্বেচ্ছায় যা দান করে থাকে, তাকেই দান-খয়রাত বলা হয়। ইসলাম দান-খয়রাতকে প্রেরণা ও উৎসাহ দিয়েছে। খয়রাত তথা কল্যাণ-কার্য নানা ভাবে করা যেতে পারে। পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা ক'রে এবং সাধারণভাবে অভাবগ্রস্তদের সাহায্য ক'রে। সৎকাজ ও মিষ্টি কথার দ্বারাও একাজ সমাধা হতে পারে।

www.ahlehadeethbd.org

একথা কেউ বলবেন না যে, আমাদের আত্মীয়-স্বজনের প্রতি দরদী হওয়ার অর্থ তাদের অনুভূতি ও আত্মাভিমানে আঘাত করা। আমাদের আত্মীয়-স্বজনের প্রতি এ মনোভাব স্নেহ-প্রীতি, মায়া-মমতারই ফল। আপনি যখন আপনার ভাইকে কিছু উপহার দেন অথবা যখন আপনার আত্মীয়-স্বজনকে ভোজে আপ্যায়িত করেন আপনি নিশ্চয়ই তাদের অসম্মান করেন না অথবা তাদের মধ্যে বিদ্বেষ বা ঘৃণা সঞ্চার করেন না।

অভাবীদের কোন বস্তু দান করা সম্পর্কে এটুকু বলা যেতে পারে যে, ইসলামের প্রথম যুগে জাকাত যেসব বিধির মাধ্যমে পরিচালিত হতো এ ক্ষেত্রেও সেগুলি প্রযোজ্য। সে-সময়কার জীবন-ধারায় কোন বস্তু দানের অনুমতি দেওয়া হতো এবং অভাবী ও বিপন্ন লোকদের সাহায্যের জন্য ইসলাম এটাকে নির্দোষ পন্থা মনে করতো। ইসলামে এমন কোনই নির্দেশ নেই যে, দান-খয়রাত মাত্র একটি পথেই করতে হবে। যেসব সমিতি বা সংস্থা সমাজ সেবা পরিচালনা করে, সেখানেও দান-খয়রাত প্রদান করা

Contents

যেতে পারে।

... ...

ইসলাম বিশ্বাস করে যে, রাষ্ট্রে যতদিন পর্যন্ত দরিদ্র লোক পাওয়া যাবে, ততদিন তাদের দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য রাষ্ট্রকে সর্বশক্তি নিয়োগ করে চলতে হবে। তাছাড়া ইসলামী সমাজে কোন দরিদ্র লোক থাকার কথাও নয়। ইসলামী রাষ্ট্র যখন পূর্বে উল্লিখিত আদর্শ স্তরে পৌঁছবে, তখন একদিন যেমন তাদের জাকাতের প্রয়াজন ফুরিয়ে গিয়েছিল—তেমনি জনসাধারণের দান-খয়রাত গ্রহণের প্রয়োজনও আর হবে না। তখন জাকাত এবং অন্যান্য সব দান-খয়রাতের অর্থ সে সব সমাজ-কল্যাণ কর্মসূচীতে ব্যয়িত হবে, যেগুলো প্রতিটি সমাজেই অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আর এ হচ্ছে কোন না কোন কারণে যেসব লোক কাজ করতে অক্ষম, তাদের রক্ষণাবেক্ষণের কর্মসূচী।

লক্ষ্য রাখা দরকার, ইসলাম মুসলমানদের প্রতি কখনো দান-খয়রাতের উপর নির্ভরশীল জীবন যাপনের আহ্বান জানায় নি। যারা নিজেদের জীবিকার বন্দোবস্ত করতে অক্ষম, ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য তাদের সম্মানজনক জীবনের নিশ্চয়তা বিধান। আর এই রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব কোন দান-দক্ষিণার ব্যাপার নয়।

অপরপক্ষে কর্মক্ষম প্রতিটি ব্যক্তির জন্য উপযুক্ত কাজের ব্যবস্থা করা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব নিম্নোক্ত হাদীসে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ঃ

"রসূলুল্লাহর (দঃ) নিকট একটি লোক এসে জীবন ধারণের জন্য কিছু প্রার্থনা জানায়। রসূল (দঃ) তাকে একটি কুঠার ও এক গাছি রসি দিয়ে কাষ্ঠ সংগ্রহ ও বিক্রয় করে তার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে আদেশ দেন। তিনি তাকে পুনরায় তাঁর কাছে এসে তার পরবর্তী অবস্থা জানাতেও পরামর্শ দেন।"

এখন কোন কোন বিভ্রান্ত ব্যক্তি বলতে পারেন যে, উপরোল্লিখিত হাদীসটি একটি ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত মাত্র এবং বিংশ শতাব্দীতে এর কোনই মূল্য নাই। তারা হয়ত বলবেন, উক্ত দৃষ্টান্তে মাত্র একটি কুঠার, একগাছি রসি ও একটি লোক জড়িত ছিল! কিন্তু আধুনিক জীবন-ধারায় রয়েছে বড় বড় কারখানা, লক্ষ লক্ষ বেকার মজদুর ও সংগঠিত সরকার,—আর বিভিন্ন অভিজ্ঞ দফতরের মাধ্যমে এসবের কার্য পরিচলনা করতে হয়।

এটা যুক্তি নয়, কুযুক্তি। কারখানা গড়ে ওঠার সহস্র বৎসর পূর্বে কারখানা ও তার প্রয়োজনীয় আইন সম্পর্কে কথা বলার কোন অবকাশ রসূলের (দঃ) ছিল না। তিনি তা করলে সেদিন কেউ তাঁকে বুঝতে পারতো না।

আইন প্রণয়নের মূলনীতি বিধিবদ্ধ করে উক্ত মূলনীতিসমূহের কাঠামোর মধ্যে বিস্তারিত প্রয়োগ-পদ্ধতি নির্ধারণের দায়িত্ব প্রতিটি যুগের উপর অর্পণ করে যাওয়াই তাঁর জন্য যথেষ্ট ছিল।

উপরোল্লিখিত হাদিসে নিম্নোক্ত মূলনীতিগুলো রয়েছে ঃ

(১) লোকটির কর্মসংস্থানের জন্য রসূলের (দঃ) (অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির) দায়িত্ববোধ।

(২) রসূলে করিম (দঃ) লোকটির কাজের নিশ্চয়তা বিধান করেন (তৎকালীন পরিস্থিতি অনুসারে)।

(৩) রসূলে (দঃ) লোকটিকে পুনরায় ফিরে এসে তার পরবর্তী অবস্থা জানাতে নির্দেশ দেয়ায় এর মাধ্যমে তাঁর দায়িত্ববোধেরই পরিচয় দেন।

ইসলাম সাড়ে তের শত বৎসর পূর্বে এভাবে যে দায়িত্ববোধের বিধান দিয়েছিল আজকের দিনের সর্বাধুনিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক তত্ত্বসমূহেও তার পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্র যেখানে বেকারদের জন্য কর্মসংস্থান করতে অক্ষম, সেখানে রাষ্ট্রীয় কোষাগার (বায়তুল মাল) থেকে তাদের জীবিকার বন্দোবস্ত করতে হবে—যতদিন না তাদের অবস্থার উন্নতি হয়—এটা অন্যায় কিছু নয়। আর মুসলমান তার নিজের প্রতি, রাষ্ট্রের প্রতি এবং অন্যান্য নাগরিকের প্রতি ইনসাফ কমনা করে।

(জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা, ঢাকা এর সৌজন্যে)

[যাকাত ও দান খয়রাতের বিতরণ সম্পর্কে লেখকের অভিমত একান্তই তাঁহার নিজস্ব। আধুনিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কুরআন ও হাদীসের আলোকে উক্ত বিষয়ের আলোচনা ও পর্যালোচনা একান্ত আবশ্যক। এ সম্পর্কে বিজ্ঞ আলেম লেখকগণের তাহ্‌কীকী আলোচনা প্রাপ্ত হইলে আমরা সানন্দে পত্রস্থ করিব— সম্পাদক]

www.ahlehadeethbd.org

Contents

।। কবি গোলাম মোস্তফা ।।

আজাদ দেশে তরুণ লেখকদের ভূমিকা

আজ আমরা এক নূতন যুগের প্রবেশ-দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছি। নিঃসীম নভো-নীলিমার রহস্য-দুয়ারই শুধু খুলে যায়নি; মনের আঙ্গিনার বহু বাতায়নও খুলে গেছে। রাষ্ট্রে, ধর্মে, জ্ঞানবিজ্ঞানে,, সাহিত্যে, কাব্যে, শিল্পে, মননে—সবদিকেই আজ নব সৃষ্টির আহ্বান এসেছে। অন্তহীন আশা আকাঙ্খা ও সম্ভাষণ আজ যেন হাতছানি দিয়ে আমাদিগকে ডাকছে। নূতন জগৎ রচনা করার এ যেন এক উদাত্ত আহ্বান।

প্রত্যেক জাতিরই এক একটা লক্ষ্য, উদ্দেশ্য বা আদর্শ থাকে। সেই আদর্শ অনুসারেই তার রাষ্ট্র ও সমাজ নিয়ন্ত্রিত হয়। কাব্য, সাহিত্য এবং তাহজিব তমদ্দুন ও সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। সবাইকে এই আদর্শ মেনে নিতে হয়। এ সম্বন্ধে আর সবার চাইতে লেখকদের দায়িত্বই বেশী। লেখকরাই জাতিকে প্রগতির পথে নিয়ে যায়। জাতির মনে আশা-আকাঙ্খা জাগায়। নূতন চিন্তা ও নূতন ধ্যান-ধারণা দেয়। কাজেই তাদের চেষ্টা অপরিসীম।

সকলেই জানেন পাকিস্তান একটি আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্র। এ রাষ্ট্রের একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে। এই লক্ষ্য ও আদর্শের রূপায়ণই হল প্রত্যেক পাকিস্তানবাসীর কর্তব্য। আজ নূতন মন নিয়ে, নূতন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে আমাদের সব কিছু বিচার করতে হবে। আগের দিনের যে মূল্যবোধ আমাদের মনে জেগে ছিল, এখন তার পরিবর্তন করতে হবে। আগে যা ভাল লেগেছে, এখনও তা ভাল কিনা ভেবে দেখতে হবে! আগে যাকে খারাপ ভেবেছি এখনও তা খারাপ কিনা, তাও আমাদের ভাবতে হবে। অবস্থার পরিবর্তনে এবং লক্ষ্য ও আদর্শের তাকদে মূল্যবোধের এই পরিবর্তন আদৌ অস্বাভাবিক নয়, অসঙ্গতও নয় বরং অনেক ক্ষেত্রে অনিবার্য ও অবশ্য কর্তব্য।

সাহিত্য-সৃষ্টি সম্বন্ধে একথা আরও সত্য। পূর্ব পাকিস্তানের লেখকদের কথাই বলি। প্রাক-পাকিস্তান যুগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যে ধারায় প্রবাহিত হচ্ছিল পাকিস্তান লাভের পরেও কি সেই একই ধারায় আমাদের সাহিত্য বইবে? পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যের মূল্যমান ও আদর্শ দ্বারা চালিত হবে? না। তা হতে পারে না। আমাদের মনের রঙ মিলিয়ে আমাদের নিজস্ব খাতে একে এখন প্রবাহিত করতে হবে। স্বাধীন জাতীয় লক্ষণ ও বিশেষত্বই ত এই। সর্বক্ষেত্রে তার যদি কোন স্বকীয়তাই না থাকল তবে আর তার স্বাধীনতার মূল্য কি?

অনেকে বলবেন, সাহিত্য ও শিল্পে স্বাধীনতা চাই, নইলে নবসৃষ্টি সম্ভব নয়। এ ধারণা ভুল। প্রত্যেক বস্তুরই একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা বা গণ্ডী আছে। তার মধ্য থেকেই যে তার গুণাবলী প্রকাশ পাবে। গ্রহ তারকার নির্দিষ্ট পথ আছে। খেলার মাঠে নির্দিষ্ট বাউণ্ডারী লাইন আছে। তাতে ত নূতন সৃষ্টির ব্যাঘাত ঘটে না। লেখকদেরও সেইরূপ একটা ব্যাপক বাউণ্ডারী লাইন থাকে, তাতে ক্ষতি কি? উচ্ছৃঙ্খলতার নাম স্বাধীনতা নয়। স্বাধীনতা শৃঙ্খলার সীমা প্রাচীরে আবদ্ধ।

কায়েদে-আযম তাইত বিশেষ করে বলে গেছেন: আমরা একটি স্বতন্ত্র জাতি এবং আমাদের তাহজিব তমদ্দুন স্বাতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্রের অর্থ সংকীর্ণ সম্প্রাদায়িকতা নয়, আপন মহিমায় আত্ম-প্রতিষ্ঠিত ও আত্মপরিচিত হবারই এ নির্দেশ। মৌলিক একটা সীমারেখা স্বীকার করে নিতে আপত্তির কি আছে?

www.ahlehadeethbd.org

ক্ষুণ্ণ হবারও এতে কিছু নেই! যাদের অতীত নেই, ঐতিহ্য নেই—তারাই না হয় ক্ষুণ্ণ হবে। কিন্তু একজন মুসলিম লেখক সে জন্য ভাববে কেন? তার ত গৌরবময় ঐতিহ্য রয়েছে; কাব্যে, সাহিত্যে, কৃষ্টিতে তার ত স্বীকৃতি রয়েছে। কাজেই, তাকে যদি অন্যের অনুকরণ না করে তার নিজস্ব পথে চলতে বলা হয়, নিজের ঘরের মাল-মসলা দিয়ে তাকে যদি নতুন সৃষ্টির তাকিদ দেওয়া হয় তবে তার ভাববার কিছুই থাকে না। অন্ধ বিজাতীয় অনুরাগ অথবা দাস মনোভাবে তার মন নিতান্ত আচ্ছন্ন না হলে যুগের এই দাওয়াৎ সে কিছুতেই অস্বীকার করবেনা।

নিতান্ত দুঃখের বিষয় আমাদের লেখকদের অনেকের মধ্যেই একটা হীনমন্যতা দেখা দিয়েছে। তারা অন্ধভাবে পশ্চিম-বঙ্গের অনুকরণে সাহিত্য সৃষ্টি করতে চান। আত্ম-শক্তির অভাব, আত্মপ্রত্যয়ের অভাব, পরানুকরণ-প্রিয়তা এবং রুচিবিকৃতিই এর প্রধান কারণ। কোন সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার এ মানসিকতা থাকবার কথা নয়। জানি, সৃষ্টির পথ সহজ নয়; এ পথে চাই দুঃসাহস, সাধনা ও সংগ্রাম। কিন্তু এই কঠিন না-চলা-পথে চলাই ত বীরের ধর্ম! চলা-পথে যারা চলে তারা ভীরু। তাদের কাছ থেকে আমরা নূতন কিছুই আশা করতে পারি না।

পাকিস্তানী লেখকদেরকে আমি তাই পাকিস্তান-বাদ গ্রহণ করতে আহ্বান জানাই। এ পথে গ্লানি নেই; বরং এই পথই একমাত্র গৌরবের; এই পথেই তাদের সাহিত্য ধর্ম সার্থক হ'তে পারে। এ পারে থেকে ওপারের অনুকরণে যারা সাহিত্য রচনা করবেন, তারা ব্যর্থ হবেন এবং দুই তীরেরই তারা বিদ্রূপ কুড়াবেন। রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে সনেট লিখলে বা গান লিখলে, সেটা হাজার ভাল হলেও অনুকরণ বলেই গণ্য হবে। কিন্তু পাকিস্তানের সীমা-নার মধ্যে আসলেই তার সেই প্রতিভা দিয়ে তিনি একটি নূতন সৃষ্টি করতে পারবেন। এটা সম্ভব হবে এই জন্যে যে, পাকিস্তানের এখন সংগঠনী যুগ। এখানে বহু শূন্য স্থান (Vacuum) রয়েছে, চাহিদাও রয়েছে এবং কাজে কাজেই নব নব সৃষ্টির এখানে অবসর আছে। এখানে কাব্য, ছোট গল্প উপন্যাস, নাটক দর্শন, শিল্প, বিজ্ঞান, ইতিহাস সব ক্ষেত্রের দুয়ার খোলা রয়েছে। কাজেই এখানে কৃতিত্ব অর্জন করা অপেক্ষাকৃত সহজ। এখানে মাল মশলাও প্রচুর। মিলিত-বঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের মালমশলা হিন্দু-সাহিত্যিকেরা কাজে লাগান নি বলে আজ আর দুঃখ নেই, বরং আনন্দ হচ্ছে। পূর্ব-পাকিস্তানের লেখক গোষ্ঠী সেই সব মাল-মশলা এখন অনায়াসে কাজে লাগাতে পারবেন। কাজেই আগের যুগের অবজ্ঞা এখন আশীর্বাদ রূপে দেখা দিয়েছে। আমাদের পূর্ব-পাকিস্তানের সমাজ জীবনে কত হাসি, কত কান্না, কত সুখ, কত দুঃখ, কত রহস্য, কত রোমান্স সঞ্চিত হয়ে আছে। সে সব সম্পদ কাদের জন্য? আমাদের জন্য আফসোস! সে সব দিকে না তাকিয়ে আজ আমরা চেয়ে আছি, "নাটোরের বনলতা সেনের" দিকে! "বনলতা সেনকে" দেখতে মানা নেই- "রূপসী বাঙলা"কেও দেখতে মানা নেই, কিন্তু যে দেখা অপরে দেখলো, সেই দেখাকেই চরম দেখা বলে মানব কেন? আমাদের নিজেদের চোখ নেই? নূতন করে সব কিছু দেখব না? অফুরন্ত রূপ ও রহস্য লুকিয়ে আছে পদ্মা, মেঘনা, ও কর্ণফুলির তীরে তীরে। সেখানে কেন আমরা নব-নব রূপ ও কাহিনীর সন্ধান করব না? ইকবাল ঠিকই বলেছেন: আযাদ মানুষে আর ক্রীতদাসে তফাৎ হ'ল এই: প্রথম জন সৃষ্টি করে, দ্বিতীয় জন অনুকরণ করে।

পূর্ব পাকিস্তানের লেখককে তাই আজ পশ্চিম থেকে মুখ ফিরিয়ে পূর্বাঞ্চলের পানে চাইতে হবে। নব-সৃষ্টি সম্ভব নয় ততক্ষণ, যতক্ষণ শিল্পী অপর কারো সৃষ্টির মায়ায় সম্মোহিত হয়ে থাকে। অভাবের বেদনাবোধ যাদের অন্তরে নেই, তারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না। আমার মনে হয়, মূল্যবোধের এই বিভ্রান্তি এবং রুচি ও রসের এই বিকৃতিই

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আমাদের মৌলিক সৃষ্টির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি দরদ এবং "ভাল হোক মন্দ হোক—আমার দেশ—এই মনোভাবের আজ নিতান্ত প্রয়োজন। আশ্চর্যের বিষয়, বাংলা ভাষায় যারা প্রথম মুসলিম কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন, তাদের অন্তরে কিন্তু প্রচুর সৃষ্টির উল্লাসছিল। "কাসাসুল আম্বিয়া' 'আলেফ লায়লা' 'জঙ্গনামা,' গাজীকালু ও চাম্পাবতীর কেচ্ছা, 'গোলেবাকাওয়ালী' 'শাহনামা', 'লায়লা মজনু,' 'শিরীফরহাদ,' 'ইউসুফ জোলেখা,' 'হাতেমতাই,' 'ছয়ফুল মুলক,' 'চাহার দরবেশ,' ইত্যাদির যারা রচনা করিয়াছিলেন, তাদের কতই না সৃষ্টিধর্ম প্রতিভা ছিল। নব নব অবদান দিবার কতইনা আগ্রহ ছিল। আগের জামানার সেই সব লেখকদের দানের তুলনায় আমাদের দান কত ক্ষুদ্র।

বিজাতীয় আদর্শের প্রতি আমাদের আজ অনুরাগ ও সম্মোহনকে অতিক্রম করে আজ আমাদের নিজেদের পায়ে দাঁড়াতেই হবে। বাংলা সাহিত্যের কল্যাণের জন্যই এই স্বাতন্ত্রের প্রয়োজন ঘটেছে। পরের অনুকরণ বা অনুসরণ করে ক'দিন মানুষ টিকতে পারে? এ যুগ 'ইন্‌টেলেক্‌চুয়ালিজম,' এর যুগ। অনুকরণ করলে তা ধরা পড়বেই। বিশেষত্ব-বর্জিত সৃষ্টিরও কোন মূল্য কেউ দেবে না। কাজেই সাহিত্যে যদি কেউ স্থায়ী আসন পেতেই চায়, তবে অনাবিস্কৃত যে রত্নখনি আমাদের আপন দেশে রয়েছে, তার সন্ধান করতেই হবে।

আমাদের তরুণ লেখকদের কাছে তাই আজ আমার আহ্বান তারা সুস্থ সাধনা করলে পাকিস্তানের মালমশলা দিয়েই তারা পাকিস্তানী সাহিত্য রচনা করতে পারবেন—যা বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে অনায়াসে পরিবেশন করা যাবে। দ্যান্তে যদি 'মি'রাজ' থেকে প্রেরণা পেয়ে Drieni Comedy লিখতে পারেন আল্লার ৯৯ নাম নিয়ে Dr. Arnold যদি "Pearls of the Faith" নামক সুন্দর কাব্য রচনা করতে পারেন, Allan Poe যদি কুরআন শরীফের "আল আরাফ" সূরা হতে প্রেরণা নিয়ে "Al Araaf" কাব্য লিখতে পারেন, লায়লী মজনু, শিরী ফরহাদ, ইউসুফ জোলেখা, আলেফ-লায়লা নিয়ে যদি ইউরোপীয় লেখকরা কাব্য রচনা করতে পারেন; হাফিজ, রুমি, ওমর খৈয়াম, ইকবাল এঁরা যদি নিজস্ব রূপ, রঙ ও রস বজায় রেখে বিশ্ব সাহিত্য রচনা করতে পারেন, তবে আমরা কেন পারবনা? যে বিশ্বে আমি নেই, সে বিশ্বের মূল্য কী?

এই সমস্ত কথা বলবার অর্থ পশ্চাৎ-মুখিতা নয়, পশ্চিম বঙ্গের সাহিত্যের প্রতি অশ্রদ্ধাও নয়। পাকিস্তান প্রগতির প্রতীক। নানা দেশ থেকে নানা পাথর ও মণি-মানিক্য কুড়িয়ে এনে শাহজাহান যেমন 'তাজমহল' সৃষ্টি করলেন আর সে সৃষ্টি যেমন মুসলিম সৃষ্টি হয়েও জাতিবর্ণ নির্বিশেষে ঢের মানুষের বিস্ময় বস্তু হয়ে রইল, আমাদের পাকিস্তানী সাহিত্যও হবে ঠিক তেমনি। আমাদের মন সংকীর্ণ গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ থাকবে না; উদার দৃষ্টি দিয়ে আমরা অপর দেশের কাব্য সাহিত্য নিশ্চয়ই পড়ব এবং যেখানে যেটুকু ভাল আছে, তা গ্রহণ করব। কিন্তু সৃষ্টি করবার বেলায় অনুকরণ করব না। আপন প্রতিভা দিয়ে নূতন সৃষ্টি করব। এই আদর্শ আমরা অতীত যুগেও নিয়েছি, এখনও নিব। হেলেনিক কালচারকে আমরা অবজ্ঞা করিনি; অগ্নি উপাষক পারশ্যবাসীদের পেহলেবী ভাষাকে আমরা ধ্বংস করিনি; ভারতীয় সঙ্গীতকে আমরা বাঁচিয়ে রেখেছি; সবার ভিতরে অনুপ্রবেশ করে আমরা নব নব সৃষ্টি করেছি। সঙ্গীতের কথাই বলা যাক। প্রাচীন ভারতের সঙ্গীত ছিল ধ্রুপদ। আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধা ছিল তার গতিপথ। সুরের একটা অচলায়তন যেন দাঁড়িয়েছিল সুর শিল্পীদের ধ্যানের আকাশে। সৃষ্টি ধর্মী মুসলিম শিল্পীরা ঢুকলেন সেই অচলায়তনে। ভেঙ্গে ফেললেন তার প্রাচীর। তার পর সেই ধ্রুপদের ভিত্তির উপর রচনা করলেন খেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরী। আজকে ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীত বলতে শুধু ধ্রুপদই

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বুঝায় না, খেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরীও বুঝায়। অন্য কথায় ক্লাসিক্যাল মিউজিকের তিন চতুর্থাংশই হল মুসলিম শিল্পীর দান।

বাংলা সাহিত্যেও আমাদের এই ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করেছি বলেই যদি আমরা এখানেই থেকে যাই তবে বোকার স্বর্গেই আমাদের বাস করা হবে। নব নব সৃষ্টি দিয়ে, বৈচিত্র দিয়ে, আমাদের এ ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতে হবে। দানে যদি কিছু না থাকে, তবে শুধু ভাষা নিয়ে গৌরব করবার কোন অধিকারই আমাদের থাকবে না। আমরা যদি বলি, বাংলা ভাষায় বঙ্কিম চন্দ্র আছেন, রবীন্দ্র নাথ আছেন, শরৎচন্দ্র আছেন, তবে তাতে আমাদের গৌরব বাড়বে না। আমাদের নিজস্ব কী দান আছে, তাই দিয়েই আমাদের মান নির্ধারিত হবে।

আজ আমাদের সংবাদপত্রের 'সংস্কৃতি সংবাদ' পড়লে আমাদের সৃষ্টির দৈন্য অনায়াসে ধরা পড়বে। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে না হয় সহ্য করা গেল, কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের যে কোন নাটকই যদি আমাদের সংস্কৃতির খোরাক জোগায়, তবে বুঝতে হবে আমাদের মন ও মস্তিষ্ককঠিন রোগে আক্রান্ত হয়েছে। আমাদের যারা ছোট গল্প লেখেন, নাটক লেখেন, উপন্যাস লেখেন—তাঁদের মুখ কি এখানে মলিন হয়ে যায় না? আজ ১০। ১২ বছরের সাধনাতেও কি তারা আমাদের সমাজের এই চাহিদা মিটাতে পারলেন না? অবশ্য সবাই যে ব্যর্থ হয়েছেন, সে কথা বলছি না। অনেক তরুণ লেখকের নাটক রসোত্তীর্ণ হয়েছে। তাঁরা সাধনা করলে আরও কামিয়াব হতে পারেন।

আজ পশ্চিম বঙ্গের বইয়ের চাহিদা পূর্ব-পাকিস্তানে উৎকটরূপে দেখা দিয়েছে। এতে শুধু আমাদের লেখকদের ও প্রকাশকদেরই যে ব্যর্থতা রয়েছে, তা নয়; পাঠকের রুচি-বিকৃতিও এর একটা মস্ত বড় কারণ।

পাকিস্তানের লেখকগোষ্ঠী তাই এক পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। সম্ভাবনার দুয়ারও যেমন খুলে গেছে, তেমনি যোগ্যতায় উত্তীর্ণ হবারও আহ্বান এসেছে। এটাত খুবই ভাল কথা। যোগ্য ব্যক্তিরাই অগ্রপথিকের মর্য্যাদা পাবে এই ত স্বাভাবিক।

www.ahlehadeethbd.org

আজ আমাদের তরুণ লেখকদিগকে তাই আহ্বান জানাই পাকিস্তানের সংগঠন যুগে তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব পালন করে নিজেরাও গৌরব অর্জন করুন, জাতিকেও মহিমান্বিত করুন।

(সঙ্কলনঃ যুববানী ভাদ্র ঃ ১৩৬৭)

সাহাবাহ চরিত

॥ অধ্যাপক হাফিয আনিসুর রাহমান ॥

'উমাইর ইবনু সা'দ রাযিয়াল্লাহু আনহু

হাফিয ইব্‌নু হাজার প্রণীত তাহ্‌যীবুত-তাহ্‌যীব গ্রন্থের অষ্টম খণ্ডের ১৪৪-৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে যে, 'উমাইর ইব্‌নু সা'দ একজন আন্‌সারী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মাদীনা শহর হইতে মাত্র কয়েক মাইল দূরে বাস করিতেন। তাঁহার পিতা বাদ্‌র যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং 'উমাইর স্বয়ং সিরীয়া অভিযান সমূহে যোগদান করিয়াছিলেন।

'উমাইর ইব্‌নু সা'দ দুন্‌য়ার প্রতি আসক্তিহীন একজন প্রথম শ্রেণীর যাহিদ ছিলেন। হযরত 'উমার রাঃ তাঁহাকে হিম্‌স প্রদেশের শাসন কর্তা নিযুক্ত করেন। হযরত 'উমার রাঃ তাঁহার দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি দেখিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং তাঁহাকে 'তুলনাহীন ব্যক্তি' বলিয়া উল্লেখ করিতেন।

হযরত 'উমার রাঃ একদা তাঁহার সঙ্গিদিগকে বলিলেন, "আপনাদের মধ্যে যাহার যাহা আকাংখা আছে তাহা বলুন।" তাহাতে কেহ বলিলেন, আমার আকাংখা এই যে, আল্লাহ যদি আমাকে মাল দিতেন তাহা হইলে আমি ঐ মাল দিয়া গোলাম খরিদ করিয়া আল্লাহের সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে ঐ গোলাম আযাদ করিতাম। কেহ বলিলেন, আমার আকাংখা এই যে, আল্লাহ যদি আমাকে মাল দিতেন তাহা হইলে আমি উহা আল্লাহের পথে জিহাদের জন্য খরচ করিতাম। কেহ বলিলেন, আমার আকাংখা এই যে, আল্লাহ যদি আমাকে শক্তি দিতেন তাহা হইলে আমি যাম্‌যাম কূপ হইতে বালতি বালতি পানি উঠাইয়া হাজীদিগকে পান করাইতাম। তখন হযরত 'উমার রাঃ বলিলেন, আমার আকাংখা এই যে, "আল্লাহ যদি আমাকে 'উমাইরের মত কয়েক জন লোক দিতেন তাহা হইলে আমি মুসলিমদের ব্যাপারে তাহাদের সাহায্য গ্রহণ করিতাম।

মাজমা'উয্‌ যাওয়ায়িদ, ৯ঃ ৩৮২-৪ পৃষ্ঠায় তাব্‌রানী গ্রন্থের বরাতে 'উমাইর ইবনু সা'দের পার্থিব সম্পদের প্রতি অনাসক্তি ও যুহদ সম্পর্কে যে ঘটনা বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা এই—

হযরত 'উমার রাঃ সা'দ এর পুত্র 'উমাইরকে হিম্‌স প্রদেশের সরকারী কর্মচারী নিযুক্ত করিয়া পাঠান। এক বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও ঐ কর্মচারী তাঁহার নিকট না আসায় তিনি তাঁহার কেরানীকে বলিলেনঃ উমাইর ইবনু সা'দকে চিঠি লেখ। আল্লাহের কসম আমি মনে করি সে খিয়ানাত করিয়াছে। তাহাকে এই কথা লিখ, "আমার এই পত্র তোমার নিকট পৌঁছা মাত্র তুমি আমার নিকট এস এবং মুসলিমদের নিকট হইতে যে কর সংগ্রহ করিয়াছ তাহা সঙ্গে লইয়া এস।" 'উমাইর হযরত 'উমারের চিঠি পাইয়া তাঁহার থলির মধ্যে পথের খাবার ও একটি বাটি রাখিয়া থলিটি উঠাইয়া লইলেন, একটি পানির থলি ঘাড়ে লটকাইলেন এবং তাঁহার লাঠিটি লইয়া হিম্‌স হইতে পায়ে হাঁটিয়া চলিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি যখন মাদীনায় প্রবেশ করিলেন তখন তিনি ক্ষুধায় ও ক্লান্তিতে বিবর্ণ ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহার চুল বেশ লম্বা হইয়াছিল। অনন্তর 'উমারের নিকট গিয়া বলিলেনঃ আস সালামু আলাইক হে আমীরুল মুমিনীন ওয়া রাহমাতুল্লাহ। তখন 'উমার বলিলেনঃ তোমার অবস্থা কি? 'উমাইর বলিলেন,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

"আপনি যেমন দেখিতেছেন তেমনই আমার অবস্থা। আপনি কি আমাকে দেখিতেছেন না, যে আমি সুস্থ দেহ রহিয়াছি। আমার শরীরে রক্ত বেশ আছে এবং আমি আমার দুন্‌য়াকে টানিয়া লইয়া আসিতেছি।" 'উমার মনে করিলেন, সে ধন সম্পদ লইয়া আসিয়াছে। তাই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি তোমার সঙ্গে কোন্ কোন্ বস্তু আনিয়াছ?" 'উমাইর বলিলেন, "আমার সঙ্গে আমার এই থলি। ইহার মধ্যে আমি রাখি আমার কাপড়-চোপড়, আমার খাবার এবং আমার একটি বাটি, যে বাটিতে আমি খাই এবং উহাতে পানি লইয়া আমার মাথা ধুই। আর আমার সঙ্গে আছে আমার এই চামড়ার থলি, যাহার মধ্যে আমি বহন করি আমার পান করার ও ওযূ করার পানি। আর আছে আমার এই লাঠিটি যাহার উপর আমি ভর দিয়া থাকি এবং আমার কোন শত্রু আমার সম্মুখীন হইলে আমি ইহা দ্বারা তাহার সহিত যুঝি। আল্লাহের কসম, আমার দুন্‌য়া বলিতে আমার এই আসবাবগুলি ছাড়া আর কিছুই নাই।" 'উমর বলিলেন, "তুমি কি পায়ে হাঁটিয়া আসিয়াছ?" তিনি বলিলেন, "হাঁ"। 'উমার বলিলেন, তোমার আরোহনের জন্য কেহই কি তোমাকে একটি বাহনও দেয় নাই?" তিনি বলিলেন, "লোকে ইহা করেও নাই এবং আমি তাহাদের নিকট উহা চাহিও নাই।" 'উমার বলিলেন, "তুমি যাহাদের নিকট হইতে চলিয়া আসিয়াছ তাহারা কত খারাপ মুস-লিম!" তখন 'উমাইর বলিলেন, "হে উমার আল্লাহকে ভয় কর। কেননা, আল্লাহ তোমাকে গীবাত করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আর আমি তাহাদিগকে সকালের নামায পড়িতে দেখিয়াছি।" 'উমার বলিলেন, "তোমাকে যাহার জন্য পাঠাইয়া-ছিলাম তাহা কোথায় এবং তুমি উহার কি করিয়াছ?" তিনি বলিলেন, "হে আমীরুল মুমিনীন্, ইহা আবার কেমন প্রশ্ন?" 'উমার আশ্চার্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "সুব্‌হানাল্লাহ!" তখন 'উমাইর বলিলেন, "আপনি আমার এই সংবাদে দুঃখিত হইবেন বলিয়া যদি কোন আশংকা করিতাম তাহা হইলে আমি আপনাকে ইহা জানা-ইতাম না। আপনি আমাকে পাঠাইলে আমি ঐ দেশে গিয়া সেখানকার সৎ, ধার্মিক লোক দিগকে সমবেত করিয়া তাহাদিগকে সেখানকার কর সংগ্রহের ভার দিলাম। অতঃপর তাহারা উহা সংগ্রহ করিয়া আনিলে আমি উহা উপযুক্ত স্থান সমূহে খরচ করিলাম। উহা হইতে আপনার জন্য যদি কিছু বাঁচিত তাহা হইলে আমি নিশ্চয় উহা আপনার নিকট লইয়া আসিতাম।" 'উমার বলিলেন, "তবে তুমি আমাদের জন্য কিছুই আন নাই?" তিনি বলিলেন, "না।" 'উমার তাঁহার কর্মচারীদিগকে বলিলেন, "উমাইরকে আবার নিয়োগ পত্র দাও।" তিনি বলিলেন, "ইহা আমার প্রতি আপনার মন্দ আচরণ হইবে। আমি আপনার চাকুরীও করিব না এবং আপনার পরে অপর কাহারও চাকুরীও করিব না। আল্লাহের কসম, আমি নিরাপদ থাকিতে পারি নাই। কেননা, আমি একদা সেখানকার একজন খৃষ্টানকে বলিয়া ফেলিয়াছিলাম: আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছিত করুন,। হে 'উমার যেদিন আমি তোমার সঙ্গে খিলাফাতের কাজে অংশ গ্রহণ করি সেই দিনটি আমার সর্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্যের দিন ছিল।"

অতঃপর 'উমাইর চলিয়া যাইবার জন্য অনুমতি চাহিলে হযরত 'উমার তাঁহাকে চলিয়া যাইবার অনুমতি দেন, তখন তিনি নিজ বাড়ী ফিরিয়া যান। তাঁহার বাড়ী ও মাদীনার মধ্যে মাত্র কয়েক মাইল ব্যবধান ছিল। 'উমাইর চলিয়া যাইবার পর হযরত 'উমার মনে করিলেন যে, 'উমাইর নিশ্চয় খিয়ানাত করিয়াছে। কাজেই তিনি আল্-হারিস নামে একজন লোককে এই বলিয়া পাঠাইলেন, "তুমি যাও এবং 'উমাইরের বাড়ী গিয়া পৌঁছ। তাহাকে যদি কঠিন অবস্থায় দেখ তাহা হইলে তাহাকে এই একশত স্বর্ণ মুদ্রা দিও।"

অতঃপর আল্-হারিস চলিতে চলিতে 'উমাইরের বাড়ীর নিকট পৌঁছিল। সে দেখিল 'উমাইর একটি দেওয়ালের পাশে বসিয়া তাঁহার জামা হইতে উকুন বাছিতেছেন। অতঃপর আল্-হারিস তাঁহাকে সালাম করিলে 'উমাইর তাহাকে বলিলেন "এখানে থাক—আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া করুন।" তারপর 'উমাইর তাহাকে বলিলেন, "কোথা হইতে আসিলে?" সে বলিল, "মাদীনা হইতে।" তখন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

'উমাইর বলিলেন, "আমীরুল মুমিনীনকে কি অবস্থায় ছাড়িয়া আসিয়াছ?" সে বলিল, "ধার্মিক অবস্থায়।" তিনি বলিলেন, "মুসলিমদিগকে কি অবস্থায় ছাড়িয়া আসিয়াছ?" সে বলিল, "ধার্মিক অবস্থায়।" 'উমাইর বলিলেন, "তাহারা কি ধর্মীয় দণ্ড, শাস্তি চালাইতেছেন?" সে বলিল, "হাঁ। সম্প্রতি 'উমারের এক ছেলে বেহায়াপনার কোন কাজ করিলে 'উমার তাহাকে বেত্রাঘাত করেন। অনন্তর ঐ বেত্রাঘাতের ফলে ঐ ছেলে মারা যায়।" তখন 'উমাইর বলিলেন, "হে আল্লাহ তুমি 'উমারকে সম্মানিত কর। কেননা, আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে, তোমার প্রতি তাঁহার গভীর ভালবাসা রহিয়াছে।"

তারপর আল্-হারিস সেখানে তিন দিন মেহমান থাকে। ঐ সময়ে 'উমাইরের লোকেরা 'উমাইরকে একটি করিয়া যবের রুটি খাইতে দিত। 'উমাইর তিন দিন নিজে উহা না খাইয়া নিজের বরাদ্দ খাবার আল্-হারিসকে খাওয়ান। মেহমানের মেহমানদারীর মীয়াদ তিন দিন। তাই তিন দিন পরে 'উমাইর আল্-হারিসকে বলিলেন, "ওহে লোকটি, তুমি আমাদিগকে ক্ষুধার্ত রাখিয়াছ। অতএব, তুমি যদি আমাদের এখান হইতে চলিয়া যাইতে পার তবে তাহাই কর।"

তখন আল্-হারিস স্বর্ণমুদ্রাগুলি বাহির করিয়া 'উমাইরের সামনে রাখিয়া বলিল, "ইহা আমীরুল মুমিনীন আপনার নিকট পাঠাইয়াছেন। অতএব আপনি ইহা নিজ কাজে লাগান।" তাহাতে 'উমাইর চিৎকার করিয়া বলিলেন, "আমার ইহাতে কোন প্রয়োজন নাই। তুমি ইহা ফিরাইয়া লইয়া যাও।" তখন 'উমাইরের স্ত্রী 'উমাইরকে বলিল, "আপনার প্রয়োজন থাকিলে তো কোন কথাই নাই। আর আপনার যদি উহা লইবার প্রয়োজন না থাকে তাহা হইলে আপনি উহা লইয়া যথাযোগ্য স্থানে উহা খরচ করিবেন।" তাহাতে 'উমাইর বলিলেন, "আল্লাহের কসম, আমার কাছে এমন কোন কিছু নাই যাহাতে আমি উহা রাখিব।" তখন তাঁহার স্ত্রী নিজ জামার নিম্ন দিক ছিঁড়িয়া লইয়া ঐ বস্ত্রখণ্ডটি 'উমাইরকে দিলেন। অনন্তর 'উমাইর বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন এবং স্বর্ণ মুদ্রাগুলি শাহীদদের পুত্রদের মধ্যে এবং গরীবদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন। তারপর তিনি বাড়ী ফিরিলেন।

'উমারের দূতটি আশা করিয়াছিল যে, 'উমাইর তাহাকে উহা হইতে কিছু দিবেন। কিন্তু তাহার আশা পূর্ণ হইল না, অনন্তর 'উমাইর তাহাকে বলিলেন, "আমীরুল মুমিনীনকে আমার সালাম জানাইও"

তারপর দূত হারিস 'উমারের নিকট ফিরিয়া আসিলে 'উমার বলিলেন, "তুমি কি দেখিলে?" সে বলিল, "হে আমীরুল মুমিনীন, আমি তাঁহাকে কঠিন অবস্থায় দেখিলাম।" 'উমার বলিলেন, "স্বর্ণ মুদ্রাগুলি দিয়া সে কি করিল?" সে বলিল, "আমি জানি না।"

তখন 'উমার রাঃ 'উমাইরের নিকট এই মর্মে চিঠি লিখিলেন, "আমার এই চিঠি তোমার নিকট পৌঁছিলে উহা তোমার হাত হইতে না রাখিয়া সঙ্গে সঙ্গে আমার দিকে অগ্রসর হইবে।" অনন্তর 'উমাইর 'উমারের নিকট আসিলেন। 'উমার তখন 'উমাইরকে বলিলেন, "স্বর্ণমুদ্রাগুলি তুমি কি করিয়াছ?" তিনি বিরক্তভাবে বলিলেন, "আমার যাহা করার ছিল তাহাই করিয়াছি। ইহা আবার আপনার কেমন প্রশ্ন?" 'উমার বলিলেন, "শান্ত হও এবং স্বর্ণমুদ্রাগুলি তুমি কিভাবে খরচ করিয়াছ তাহা আমাকে বল।" তিনি বলিলেন, "উহা আমার নিজের জন্য অগ্রিম প্রেরণ করিয়াছি।" (অর্থাৎ তিনি উহা দান খয়রাতে ব্যয় করিয়াছেন।) তখন 'উমার বলিলেন, "আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া করুন।" তারপর হযরত 'উমার তাঁহাকে প্রায় ৫—৬ মন শস্য ও দুইটি কাপড় দিতে চাহিলেন। তাহাতে 'উমাইর বলিলেন, "শস্যের ব্যাপার এই যে, আমার ইহাতে কোন প্রয়োজন নাই। কারণ আমি বাড়ীতে প্রায় ৬ সের যব রাখিয়া আসিয়াছি। উহা আমি খাইয়া শেষ করিতে না করিতে আল্লাহ আমার কাছে খাদ্য পৌঁছাইবেন। আর কাপড় দুইটির কথা এই যে, অমুক স্ত্রীলোকটি উলঙ্গ রহিয়াছে।" এই বলিয়া তিনি কাপড় দুইটি লইলেন এবং শস্য না লইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। ইহার অল্পদিন পরেই তিনি ইন্তিকাল করেন। আল্লাহ তাহার প্রতি দয়া করুন!

'উমাইরের মৃত্যু সংবাদ হযরত 'উমারের নিকট পৌঁছিলে তিনি অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করেন এবং 'উমাইর সম্পর্কে যে সব মন্তব্য করেন তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। রাখিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম।

www.ahlehadeethbd.org

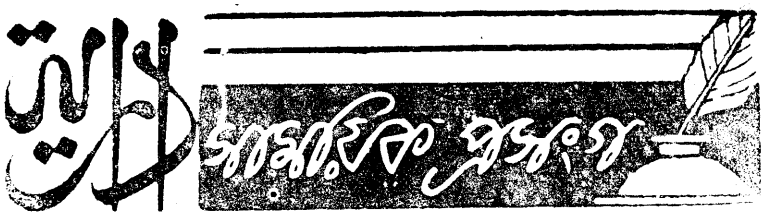

بسم الله الرحمن الرحيم

অক্ষরান্তরিত করণ

আরবী শব্দ বাংলা অক্ষরে লেখার রীতি

এক ভাষার শব্দ অপর ভাষার অক্ষরে লিখিতে গেলে মূল ভাষার কোন কোন অক্ষরের প্রকৃত উচ্চারণ অপর ভাষার অক্ষরযোগে প্রকাশ করা সম্ভব হইলেও কোন কোন অক্ষরের প্রকৃত উচ্চারণ অপর ভাষার অক্ষরযোগে হুবহু প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। এই কারণে আরবী শব্দ বাংলা অক্ষরে লিখিবার সময় আরবী ভাষার কয়েকটি অক্ষরকে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন বাংলা অক্ষরযোগে লিখিয়া থাকেন। এই ব্যাপারে সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশ্যে বাংলা একাডেমী, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড প্রভৃতি সংস্থাগুলি সুধী লেখকদের সমবায়ে কমিটি গঠন করিয়া তাঁহাদের অভিমত অনুযায়ী নীতি নির্ধারণ করিয়া উহা অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। কতকগুলি ব্যাপারে সুধীগণ একমত হইলেও সকল ব্যাপারে ঐক্যমত সম্ভব হয় নাই। দুঃখের বিষয় ঐ সংস্থাগুলি যথাসম্ভব চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া সুধীজনের সর্বসম্মত যে সব অভিমত গ্রহণ করিয়াছেন সেই মতগুলিও আমাদের লেখকগণ জানিবার চেষ্টা করেন না এবং যাঁহারা জানেন তাঁহারাও উহা অনুসরণ করিতেছেন না। আমাদের 'তারজুমানুল-হাদীস' পত্রিকাতে আমরা এই ব্যাপারে একটি যুক্তিসঙ্গত নীতি চালু করিবার চেষ্টা করিতেছি। সুধীজনের নিকট আমাদের নিবেদন, তাঁহারা এই ব্যাপারে পক্ষপাতশূন্য মন ও মুক্ত চিন্তা সহকারে আমাদের সুপারিশগুলি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

অক্ষরান্তরিত করণ ব্যাপারে আমাদের সর্বপ্রধান অন্তরায় হইতেছে 'অতীতের তাক্‌লীদ'। এই তাক্‌লীদের মনোভাব থাকার কারণেই লেখকদের অনেকেই সঙ্গত সংস্কারও মানিয়া লইতে পারিতেছেন না। বিভিন্ন অক্ষরান্তরিতকরণ কমিটির সভ্য হিসাবে সুধীজনের আলোচনা সভায় যোগ দিবার ও অংশ লইবার সৌভাগ্য ও সুযোগ আমার হইয়াছে। ঐ সব আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমি কিছু পেশ করিবার প্রয়াস পাইতেছি।

www.ahlehadeethbd.org

স্বরচিহ্ন

সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় যে, (ক) আরবী ভাষায় 'এ' কার এবং 'ও' কার উচ্চারণ নাই। কাজেই 'যের' স্থলে হ্রস্ব 'ই' কার এবং 'পেশ' স্থলে হ্রস্ব 'উ'কার ব্যবহৃত হইবে।

'যের' এর পরে সাকিন ي (য়া) থাকিলে দীর্ঘ 'ঈ'কার এবং 'পেশ' এর পরে সাকিন و (ওাও) থাকিলে দীর্ঘ 'ঊ' কার ব্যবহৃত হইবে।

কিন্তু 'যাবার' এর সঠিক উচ্চারণ 'অ' কার ও 'আ' কার কোনটির দ্বারাই সম্ভব হয় না বলিয়া এই সম্পর্কে মতভেদ হয়। এক দল 'অ' কার লেখার পক্ষ সমর্থন করিয়া বলেন যে, 'আ' কার সাধারণতঃ 'যাবার' এর উচ্চারণের তুলনায় দীর্ঘতর ভাবে উচ্চারিত হয় বলিয়া 'যাবার' স্থলে 'আ' কার না লিখিয়া 'অ' কার লেখাই অধিকতর সঙ্গত হইবে। পক্ষান্তরে 'আ' কার লেখার পক্ষ সমর্থনকারী দল কতিপয় বাস্তব অসঙ্গতি দেখাইয়া 'যাবার' স্থলে 'আ'কার লেখাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলিয়া দাবী করেন। 'আ'কার

Contents

সমর্থনকারী দল বলেন যে, 'যাবার' স্থলে 'অ'কার লেখার নীতি অনুযায়ী نبي ও رسول শব্দ দুইটিকে যদি 'নবী' ও 'রসুল' লেখা হয় তাহা হইলে উহার প্রকৃত উচ্চারণ বিকৃত হইয়া 'নোবী' ও 'রোসুল' উচ্চারিত হইবে। বলা বাহুল্য الله শব্দটিকে 'আল্লাহ' না লিখিয়া 'অল্লাহ' লিখিতে হইবে। سلام, ابو حنيفه ও حديث হইবে সলাম, আবূ হনীফহ ও হদীস।

'যাবার' স্থলে 'আ' কার লেখার পক্ষে আর একটি যুক্তি এই যে, বাংলায় শেষ অক্ষরটি অকারান্ত হইলে উহা সচরাচর সাকিন বা হসন্ত উচ্চারিত হয়। ফলে যে আরবী শব্দের শেষ অক্ষরে যাবার থাকে সেই শেষ অক্ষরটি যদি 'অ'কার যুক্ত ভাবে লেখা হয় তাহা হইলে উহা শুদ্ধভাবে পঠিত হইতে পারে না। যথা نصر (সে সাহায্য করিল) শব্দটিকে যদি 'নসর' লেখা হয় তাহা হইলে 'র' অক্ষরটি 'যাবারযুক্ত' ভাবে উচ্চারিত না হইয়া সাকিনই উচ্চারিত হইবে। কাজেই উহা লিখিতে হইবে 'নাসারা'। বলা বাহুল্য এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা 'যাবার' স্থলে 'অ'কার লিখার পক্ষপাতী ছিলেন এবং আমরাও 'আ' কার লেখা অধিকতর যুক্তি সঙ্গত বিবেচনা করি।

তারপর 'যাবার' স্থলে 'আ'কার লেখা হইলে আবার প্রশ্ন উঠে, 'যাবার' এর পরে 'আলিফ' থাকিলে কিভাবে লিখিতে হইবে। 'যের' স্থলে হ্রস্ব 'ই' কার এবং 'যের' এর পরে ى (য়া) সাকিন থাকিলে দীর্ঘ 'ঈ' কার; পেশ থাকিলে হ্রস্ব 'উ'কার এবং 'পেশ' এর পরে و (ওাও) সাকিন থাকিলে দীর্ঘ 'ঊ'কার লেখা যাইবে। কিন্তু দীর্ঘ 'আ'কার বলিয়া বাংলা ভাষায় কোন সংকেত নাই। কাজেই 'যাবার' এর পরে 'আলিফ' থাকিলে তাহার সঠিক উচ্চারণের জন্য কোন সঙ্কেত অবশ্যই উদ্ভাবন করিতে হইবে। বলা বাহুল্য ইংরেজী অক্ষরে লেখার সময় 'যাবার' স্থলে 'a' 'যের' স্থলে 'i' ও পেশ স্থলে 'u' লেখা হয় এবং যাবার, যের ও পেশ এর পরে যথাক্রমে আলিফ, সাকিন য়া এবং সাকিন ওাও থাকিলে a, i ও u এর উপরে একটি ড্যাশ চিহ্ন (—) টানা হয়। নূতন সঙ্কেত উদ্ভাবনের ঝামেলা। তাই আমরা আপাততঃ 'যাবার' এর পরে 'আলিফ' স্থলে দুইটি 'আ' কার ব্যবহার করা সমর্থন করি। যথা, نصر (সে সাহায্য করিল।) نصرا (তাযারা দুই জন সাহায্য করিল) এবং نصارى (খৃষ্টানগণ)—এই তিনটি শব্দের উচ্চারণের পার্থক্য দেখাইবার জন্য যথাক্রমে 'নাসারা', 'নাসারা' ও নাসারা' লেখা যুক্তিসঙ্গত মনে করি। ইহা অপেক্ষা উত্তম কোন প্রস্তাব এখন পর্যন্ত আমরা পাই নাই।

স্বরবর্ণ

আরবীতে স্বরবর্ণ তিনটি—'আলিফ', 'ওাও' এবং 'য়া'। স্বরচিহ্নের আলোচনা প্রসংগে 'আলিফ' সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে তাহা ছাড়া 'আলিফ সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু বলিবার নাই। কারণ আলিফ আকারে লিখিত অক্ষরটি যখন সাকিন হয় কেবলমাত্র তখনই উহা স্বরবর্ণ থাকে। আলিফ আকারে লিখিত অক্ষরটিতে যাবার, যের বা পেশ থাকিলে উহার পরিভাষাগত নাম হইতেছে 'হাম্‌যাহ'। এ সম্পর্কে আলোচনা ব্যঞ্জনবর্ণ অংশে করা হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

و অক্ষরটির বাংলা প্রতিলিপি সম্পর্কে ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে, উহা যদি সাকিন হয় এবং উহার পূর্বে যদি পেশ থাকে তবে ঐ و এবং পেশ মিলিয়া দীর্ঘ 'ঊ' কার লেখা হইবে। و এর বাকী অবস্থাগুলির কথা এই,

و বাংলায় 'ও' লেখা হইবে। যথা لو লেখা হইবে 'লাও'।

و অক্ষরে যাবার, যের বা পেশ থাকিলে কিভাবে লিখিতে হইবে তাহা একটি বিশেষ অসংগত নীতির তাকলীদের কারণে একটি সমস্যারূপে দেখা দিয়াছে। নীতিটি এই যে, বিদ্যাসাগরপ্রমুখ সংস্কৃত

Contents

পণ্ডিতদের পূর্বে বাংলা লিখনপদ্ধতির কোন নির্দিষ্ট মানদণ্ড ছিল না। প্রাচীন পুঁথি ও গ্রন্থাদি দেখিলে ইহার সত্যতা দিবালোকের মত সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। অনন্তর বিদ্যাসাগর প্রমুখ পণ্ডিতগণ বাংলা লিখন পদ্ধতি উদ্ভাবনকালে স্বাভাবিকভাবেই সংস্কৃত লিখন পদ্ধতির কতিপয় নীতি গ্রহণ করেন। তাঁহারা ছিলেন সংস্কৃত বিশারদ মহাপণ্ডিত। সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রভাব তাঁহাদের রক্তে মাংসে মিশিয়া রহিয়াছিল। কাজেই তাঁহারা ঐরূপ না করিয়া পারেন নাই। সেই নীতিগুলির মধ্যে একটি নীতি এই ছিল যে, রেফের পরে কোন কোন ব্যঞ্জনবর্ণকে দ্বিত্ব করিয়া লিখিতে হইবে। সেই কারণে কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত লেখা হইত, 'নির্দ্দিষ্ট' 'গর্ব্ব', 'সর্ব্ব', 'কর্ম্ম', 'সূর্য্য', 'কার্য্য', ইত্যাদি। সুখের বিষয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিনায়কতায় আধুনিক পণ্ডিতগণ 'বাংলা ভাষার স্বাতন্ত্র রক্ষার' উদ্দেশ্যে ঐ সংস্কৃত নীতি বর্জন করিয়া ঘোষণা করেন যে, "রেফের পরে ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হইবে না। তাই এখন 'সর্ব ধর্ম কর্ম কার্য' করিয়া 'গর্ব অনুভব করা যায় এবং 'সূর্য' লিখিয়াও উহার রশ্মি ও আলো 'পূর্বের' মতই 'নির্দিষ্ট' ভাবে ভোগ করা যায়।

সংস্কৃত পণ্ডিতগণ বাংলা লিখন পদ্ধতিতে আর একটি সংস্কৃত লিখন পদ্ধতি গ্রহণ করেন। সেই সংস্কৃত পদ্ধতিটি এই যে, 'কোন স্বরবর্ণের সহিত অপর কোন স্বরবর্ণ যোগ করা চলিবে না'। এই নীতিটি অনুকরণ করিতে গিয়া তাঁহারা অযথা অতিরিক্ত একটি 'য়' কে অবলম্বন করিয়া তাহাতে স্বরবর্ণ যোগ করার ব্যবস্থা দেন। ফলে 'খাওা' 'যাওা' ইত্যাদি উচ্চারণ করা সত্বেও 'খাওয়া', 'যাওয়া' লেখা হয়। এই সংস্কৃত নীতির অনুসরণ করিতে গিয়া আরবী و অক্ষরের সহিত 'যাবার', 'যের' বা 'পেশ থাকিলে ঐ অতিরিক্ত 'য়' অক্ষরটি যোগ করা হয়। ইহা দ্বারা বাংলা ভাষার স্বাতন্ত্র নিশ্চিতভাবে ক্ষুন্ন হয়। কাজেই আধুনিক বাংলা লেখা হইতে পূর্বোক্ত 'দ্বিত্ব' অক্ষর যেমন বর্জন করা হইয়াছে সেইরূপ এই অতিরিক্ত 'য়' কে তিরোহিত করাও যুক্তিসঙ্গত হইবে। ঐ সংস্কৃত লিখন পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া আমাদের আলিমগণ 'وعظ' 'وحشي' 'واجب' 'ثواب' 'جواب' 'هوا' কে যথাক্রমে ওয়াজ, ওয়াহশী, ওয়াজিব. সওয়াব, জওয়াব, হাওয়া লিখিয়া থাকেন। আদত উচ্চারণের প্রতি লক্ষ্য করিলে স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে, এই 'য়' যোগ করিবার কোন প্রয়োজন হয় না। বরং উহা উচ্চারণকে বিকৃতই করে। কাজেই এই শব্দগুলি হইতে 'য়' বাদ দিতে হইবে। বাংলা ভাষায় স্বরবর্ণের সহিত স্বরবর্ণের যোগ হারাম নয়। কাজেই উহা গ্রহণ করিতে হইবে। তদনুযায়ী و এ যাবার থাকিলে 'ওা' এবং উহার পরে আলিফ থাকিলে 'ওা'; যের থাকিলে 'ওি' এবং উহার পরে সাকিন ی থাকিলে 'ওী', পেশ থাকিলে 'ওু' এবং উহার পরে সাকিন و থাকিলে 'ওূ' লেখা সংগত হইবে। যথা,

www.ahlehadeethbd.org

داؤد، وجوب، راوی، وتر، واجب، وحشی،

যথাক্রমে 'ওাহশী' 'ওাজিব', 'ওিতর,' 'রাওী' ওুজুব, দাওূদ লিখিত হইবে।

ی সাকিন এর পূর্বে যের থাকিলে উভয়ে মিলিয়া দীর্ঘ 'ঈ'কার লেখা হইবে ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। বাকী অবস্থায় ی কিভাবে লেখা হইবে তাহা এখন আলোচনা করা হইতেছে।

সাকিন ی এর পূর্বে যাবার থাকিলে ی কে 'ই' লেখা সঙ্গত হইবে। যথা 'زيد' 'شيخ' বাংলায় যথাক্রমে 'যাইদ' 'শাইখ' লেখা হইবে।

ی অক্ষরে যখন যাবার, যের বা পেশ থাকিবে তখন ی স্থলে 'য়' লেখা সঙ্গত হইবে। এই স্থলে অনেকে একটি অতিরিক্ত 'ই' লিখিয়া থাকেন। বাংলা একাডেমীর 'আরবী অক্ষর বাংলায় লিখন' কমিটির সভ্যাগণ সর্বসম্মতিক্রমে এই নীতি গ্রহণ করেন যে, এই 'ই' লেখার কোন প্রয়োজন নাই বিধায় ইহা বাদ দিতে হইবে। কাজেই

Contents

ايوب، يوسف، سيد، مريم، سفيان، يرمرق، يمن، يحيى ।

যথাক্রমে লেখা হইবে আইয়ূব, য়ুসুফ, সাইয়িদ, মারয়াস, সুফয়ান, য়ারমূক, য়ামান, য়াহয়া।

স্বরবর্ণের কথা এখানে শেষ করিলাম।

এখন ব্যঞ্জণ বর্ণের কথা বলি।

(ক) ।ঃ আলিফ আকারে লিখিত অক্ষরটিতে যাবার, যের ও পেশ থাকিলে যথাক্রমে 'আ' 'ই' ও 'উ' হইবে। এবং উহার পরে যথাক্রমে আলিফ, ى সাকিন ও و সাকিন থাকিলে 'আা', 'ঈ' ও 'ঊ' হইবে।

(খ) ء, ع ঃ হাম্‌যাহ ও আইন অক্ষর দুইটির উচ্চারণ বিশিষ্ট কোন অক্ষর বাংলা বর্ণমালায় নাই। ইংরেজী বর্ণমালাতেও এইরূপ কোন অক্ষর নাই। ফলে ইংরেজীতে 'আইন' স্থলে প্রারম্ভিক উল্টা কমা (') এবং হাম্‌যাহ স্থলে আন্তিক উল্টা কমা (') ব্যবহৃত হইয়াছে। বাংলাতেও উহার প্রচলন অসঙ্গত হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ কুর্‌আান মাজীদে 'যাবার' এর পরে আলিফ আকারে লিখিত অক্ষরটিতে যদি কোন স্বরচিহ্ন বা হসন্তচিহ্ন (জাযম) না থাকে, তবে উহা আদত আলিফ, কিন্তু উহাতে যদি জায্‌ম থাকে তবে উহা 'হাম্‌যাহ'। অর্থাৎ আলিফ ও হাম্‌যাহ সাকিন এর মধ্যে পার্থক্য এই ভাবে দেখানো হইয়াছে যে, প্রথমটিকে জাযমশূন্য অবস্থায় এবং দ্বিতীয়টিকে জাযমযুক্ত অবস্থায় লেখা হইয়াছে যথা, تاتى ও مالك শব্দ দুইটির প্রথমটিতে আলিফ ও দ্বিতীয়টিতে হাম্‌যাহ রহিয়াছে।

হাম্‌যাহ ও আইন লিখন পদ্ধতির কয়েকটি উদাহরণ এই—

ء		ع	
تأتي	তা'তিয়া	تعبد	না'বুদু
مؤصدة	মু'সাদাতুন	عليهم	'আলাইহিম
لتسئلن	লাতুস্'আলুন্না	عالمين	'আ।লামীনা
افئدة	আফ্'ইদাতি	علم	'ইল্‌মা
اسراءيل	ইস্‌রা'ঈল	اسماعيل	ইস্‌মা'ঈল
شيء	শাই'উন্	عقد	'উকাদ
رءوف	রা'উফুন	ماعون	মা'উন

(গ) ت, ط ঃ ت স্থলে ত লেখা হইবে। ط এর উচ্চারণের অনুরূপ কোন অক্ষর বাংলা বর্ণমালাতে নাই। কাজেই উহার জন্য বিশেষ কোন সঙ্কেত উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। ইংরেজীতে ت স্থলে t এবং ط স্থলে t এর নীচে একটি বিন্দু দেওয়া হয়। সুধীজন ط এর জন্য বিশেষ কোন সংকেত প্রবর্তন না করা পর্যন্ত আমরা আপাততঃ উহার জন্য ত ব্যবহার করিতে থাকিব।

(ঘ) ص ش س ث এই চারিটি অক্ষরের উচ্চারণ কাছাকাছি হইলেও প্রত্যেকটির উচ্চারণ স্বতন্ত্র। এই ধরনের উচ্চারণের জন্য বাংলাতে শ, য, স তিনটি পৃথক পৃথক উচ্চারণ বিশিষ্ট অক্ষর থাকিলেও শ এবং য এর উচ্চারণে বিশেষ পার্থক্য করা হয় না। কাজেই আমাদের নিকট কেবলমাত্র শ এবং স রহিয়া যায়। س স্থলে স এবং ش স্থলে শ প্রায় সকল সুধীরই অনুমোদিত। (যদিও কেহ কেহ এখনও জিদ করিয়া س স্থলে ছ ব্যবহার করিতেছেন।) ث ও ص এর প্রতি-অক্ষর বাংলায় নাই এবং উহার জন্য কোন সংকেতও এখন পর্যন্ত গৃহীত হয় নাই। কাজেই **আপাততঃ** আমরা ث ও ص স্থলেও স ব্যবহার করিব। বলা বাহুল্য

www.ahlehadeethbd.org

আরবীর কোন অক্ষরেরই স্থলে ছ ব্যবহার করা চলে না।

(ঙ) ج، ذ، ز، ض، ظ এই পাঁচটি অক্ষর কাছাকাছিভাবে উচ্চারিত হয়। এই জাতীয় আরবী পাঁচটি উচ্চারণের জন্য বাংলা বর্ণমালায় জ এবং য—এই দুইটি মাত্র অক্ষর রহিয়াছে। আরবী পাঁচটি অক্ষরের অন্ততঃ দুইটির জন্য বাংলা অক্ষর দুইটি চালা না যাইতে পারে। অধিকাংশের মতে ج স্থলে জ এবং ز স্থলে য ব্যবহার করা সঙ্গত হইবে। আরবী বাকী তিনটি অক্ষরের জন্য কোন সংকেত এখন পর্যন্ত গৃহীত হয় নাই। আমাদের মতে ঐ তিনটির জন্য য ব্যবহার করাই নিকটতর হইবে।

(চ) ও ح ঃ ه স্থলে হ লেখা হইবে। ح এর উচ্চারণের অনুরূপ কোন অক্ষর বাংলা বর্ণমালায় নাই। কাজেই উহার জন্য বিশেষ কোন সংকেত উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। ইংরেজীতে ه স্থলে h এবং ح স্থলে h এর নীচে একটি বিন্দু দেওয়া হয়। সুধীজন এ সম্পর্কে কোন সংকেত প্রবর্তন না করা পর্যন্ত আমরা আপাততঃ উহার জন্যও 'হ' ব্যবহার করিতে থাকিব।

(ছ) ق, ك ঃ ک স্থলে ক লেখা হইবে। ق এর প্রতি অক্ষর বাংলায় নাই। ইংরেজীতে ق দুই ভাবে লেখা হয়। (এক) Q অক্ষর যোগে এবং (দুই) K অক্ষরের নীচে একটি বিন্দুযোগে। **আপাততঃ** আমরা ق স্থলেও ক লিখিব।

সমস্যা—আরবী অক্ষরগুলির স্বতন্ত্র উচ্চারণ প্রকাশের ব্যাপারে আমাদিগকে প্রেসের টাইপগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হয়। ইহাই হইতেছে আমাদের মূল সমস্যা। ইংরেজী বর্ণমালায় কেবলমাত্র উল্টা কমা, উপরে ড্যাশ, নীচে বিন্দু বা ড্যাশ ব্যবহার করিয়া আরবীর সকল উচ্চারণ অভ্রান্তভাবে প্রকাশ করা হয় এবং ইহা ৫০।৬০ বৎসরেরও বেশী কাল হইতে গৃহীত হইয়া চলিয়া আসিতেছে। দুঃখের বিষয়, আমাদের বাংলায়-লেখক আলিমগণ এই দিকে মোটেই লক্ষ্য করেন না বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। তাঁহাদের অধিকাংশই গতানুগতিকতা ও গড্ডালিকার প্রবাহে ভাসিয়া চলিয়াছেন। তাঁহারা ভুল বানান লিখিয়া নিজেরাও ভুল উচ্চারণ করেন এবং অপরকেও ভুল উচ্চারণ করিতে শিক্ষা দেন। অসংখ্য ঘটনা হইতে মাত্র দুইটি ব্যাপার উল্লেখ করিতেছি।

زيد শব্দটি অনেকেই লেখেন জায়েদ এবং উচ্চারণও করেন زائد Zayed (জ এর পরে 'আ' দীর্ঘ উচ্চারণ করেন।)

www.ahlehadeethbd.org

س স্থলে 'ছ' লেখার কুফল—ঢাকা রেডিওতে য়ুনিভার্সিটির বাংলা বিভাগের তিন জন ছাত্র-ছাত্রীকে দিয়া কবি গালিব সম্পর্কে একটি আলোচনা পরিচালনার ভার গত বৎসর আমাকে দেওয়া হয়। একজন ছাত্র اسد শব্দটি কিছুতেই ঠিকভাবে উচ্চারণ করিতে পারে নাই। সে উচ্চারণ করিতে থাকে 'اچھد' 'اچھد' অবশেষে তাহাদের মধ্যে যিনি আরবী-উর্দূ কিছু জানিতেন তাহাকে ঐ অংশটি দিয়া কাজ চালাইতে হয়।

(জ) সমস্যাশূন্য অক্ষরগুলি হইতেছে—

ب ঃ ইহার স্থলে 'ব' লেখা হইবে।

خ ঃ আরবীতে এই উচ্চারণের একটি মাত্র অক্ষরই রহিয়াছে এবং বাংলাতেও একটি মাত্র অক্ষর রহিয়াছে। কাজেই ইহার স্থলে নির্বিবাদে 'খ' লেখা হইবে।

د : ইহার স্থলে 'দ' সুনির্ধারিত।

ر : ইহার স্থলে 'র' অবধারিত।

غ : আরবীতে এই উচ্চারণের একটি মাত্র অক্ষর রহিয়াছে ; এবং বাংলাতেও একটি মাত্র অক্ষর রহিয়াছে। কাজেই ইহার স্থলে 'গ' লেখা সুনিশ্চিত।

ইংরেজীতে আরবীর সঙ্গে ফারসী শব্দেরও লিখন পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। তাই উহাতে ফারসী অক্ষর گ স্থলে G ব্যবহার করার ফলে غ এর জন্য নূতন সংকেত উদ্ভাবনের প্রয়োজন হয় এবং ঐ প্রয়োজন মিটাইতে গিয়া তাহাতে Gh কে غ এর জন্য ব্যবহার করা হয়। আরবী ভাষা না-জানা ইংরেজী শিক্ষিত লোকেরা উহাকে 'ঘ' মনে করিয়া দুনয়াকে ভুল তথ্য সরবরাহ করে। তাই غنی (গানী) এখন 'ঘানী'তে পরিণত হইয়াছে। غوری (গূরী) ঘোরী হইয়া গিয়াছে। تغلق (তুগ্‌লাক) 'তুঘলক' হইয়া বসিয়াছে।

ف : ইহার স্থলে 'ফ' অবধারিত।

ل م ن স্থলে যথাক্রমে ল, ম, ন নির্ধারিত। ن স্থলে কোথাও ণ ব্যবহার করা চলিবে না।

একটি প্রস্তাব—কয়েকটি নূতন টাইপ তৈয়ার করার জন্য প্রস্তাব করিতেছি—

ط এর জন্য 'ত' এর নীচে বিন্দু

ث এর জন্য 'স' এর নীচে বিন্দু

ص এর জন্য 'স' এর নীচে ড্যাশ

ذ এর জন্য 'জ' এর নীচে বিন্দু

ض এর নীচে 'জ' এর নীচে ড্যাশ

ظ এর জন্য 'য' এর নীচে ড্যাশ

ح এর জন্য 'হ' এর নীচে বিন্দু

ق এর জন্য 'ক' এর নীচে বিন্দু

কেবলমাত্র অতিরিক্ত এই কয়েকটি টাইপের সাহায্যে বাংলা অক্ষরে আরবী ভাষার উচ্চারণ শুদ্ধ হইবার আশা করা যায়।

www.ahlehadeethbd.org

এই সংখ্যা প্রকাশিত হইতে অস্বাভাবিক বিলম্বের জন্য আমরা বিশেষ দুঃখিত। আগামী সংখ্যা ইন্‌শা-আল্লাহ বৈশাখ মাসের মধ্যেই প্রকাশ করা হইবে।

বিনীত—সম্পাদক

بسم الله الرحمن الرحيم

জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার, ১৯৬৯

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

জুন মাস

যিলা ঢাকা

মাদ্রাসাতুল হাদীস

১। হাজী মোহাঃ মাতব্বর ওয়াকফ ষ্টেট হইতে মারফত হাজী আঃ গফুর ২৪।৪ বংশাল রোড এককালীন ২৫৲ ২। আলহাজ মোহাঃ হেলাল উদ্দিন নাজিরা বাজার লেন যাকাত ৩০০৲।

যিলা ময়মনসিংহ

১। মওলানা আব্দুল হান্নান সাং কাজীবাড়াইল পোঃ হাকিম নগর এককালীন ৬৲।

জুলাই মাস

যিলা বগুড়া

১। মোহাঃ মুবারক আলী সরকার কাশিয়ার পূর্ব মুরাদপুর শাখা জমঈয়ত আহলে হাদীস কুরবানী ৫৫৲।

যিলা যশোর

১। মওলানা মোহাঃ আব্দুর রহমান সাং কিসমত ঘোড়াগাছা পোঃ সাগান্না এককালীন ২৲।

আগষ্ট মাস

যিলা ঢাকা

১। মোহাঃ মিঞা চানের মাতা মারফত আলহাজ মোহাঃ আওলাদ হোসেন সাহেব নাজিরা বাজার এককালীন ১০০৲।

যিলা ময়মনসিংহ

১। মোহাঃ যসিম আলী সাং হরীপুর বিবিধ ২৲ ২। মৌলবী মোহাঃ রুহুল আমীন সাং কাঞ্চনপুর এককালীন ১৲।

সেপ্টেম্বর মাস

যিলা ঢাকা

১। আলহাজ আওলাদ হোসেন নাজিরা বাজার লেন এককালীন ২০০৲ ২। মোহাঃ হোসেন (চানমিঞা) সিক্কাটুলী এককালীন ৬৲।

অক্টোবর মাস

যিলা ঢাকা

১। মৌলবী মোহাঃ জামিল কেয়ার শেখ মোহাঃ আবদুল জলিল ২৬ নং সেন্ট্রাল রোড ধানমণ্ডি হোলডিং নং ৫ এককালীন ১০৲।

যিলা যশোর

২। মওলানা মোহাঃ আবদুর রহমান কিসমত ঘোড়াগাছা পোঃ সাগান্না এককালীন ১৲

নভেম্বর মাস

যিলা ঢাকা

১। মৌঃ মোহাঃ লুৎফল হক, মোহাম্মদপুর যাকাত ৫৲ ২। মোহাঃ আরসাদ আলী শেঠী ১০০ নং ইসলামপুর যাকাত ২৫৲ ৩। মনির উদ্দিন আহম্মদ ঢাকা বিমানবন্দর ফিৎরা ৫৲ ৪। মোহাঃ সলিম উল্লাহ ৭৯নং কাজী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২ যাকাত ৫০৲ ৫। হাজী মোহাঃ রহমতুল্লাহ ৭৯নং কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা—২ যাকাত ৪৲।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যিলা পাবনা

১। মোহাঃ নাছিরুল হক ক্লার্ক ডি, পি ও অফিস পাকশী এককালীন ২৲ ২। টাউন রুখ ষ্টোর মার্ফত মৌঃ মোহাঃ কেরামতুল্লা ৪৫০৲।

ডিসেম্বর মাস

যিলা ঢাকা

১ বুদ্ধু মিঞা ৩১।২ আবদুল হাদী লেন যাকাত ১০৲ ২। মোহাঃ মফিজ উদ্দিন মালিবাগ যাকাত ৫৲ ৩। হাফিয মোহাঃ ওমর ৩৯নং আবদুল্লাহ সরকার লেন, যাকাত ১০৲ ৪। আঞ্জুমান আরা বেগম মার্ফত ডাঃ মোহাঃ আবুল হোসেন বি, নং ১২০ খিলগাঁও চৌধুরী পারা ঢাকা—১৪ যাকাত ৪০৲ ৫। জহুরা খাতুন মার্ফত মোহাঃ আবুল হোসেন ঠিকানা ঐ যাকাত ৫০৲ ৬। মৌঃ মোহাঃ আহসান উল্লাহ ৫০নং ললিত মোহন দাস লেন নওয়াবপুর যাকাত ৫৲ ৭। মোঃ আবদুস আজিজ যাকাত ৩০৲ ৮। মোহাঃ আলাউদ্দিন ৮১ নং নাজিরা বাজার লেন যাকাত ৫০৲ ৯। মোহাঃ দেলওয়ার হোসেন ৯৮ নং নাজিরা বাজার যাকাত ১০০৲ ১০। মোহাঃ রফি উদ্দিন ২০০নং বংশাল রোড যাকাত ১৫ ১১। মোহাঃ বদর উদ্দিন ওরফে ভুট্টু মিঞা ১০ নং নাজিরা বাজার লেন যাকাত ১৫৲ ১২। আবদুর রহিম ৮১নং কাযী আলাউদ্দিন রোড যাকাত ২৫৲ ১৩। মোহাঃ ইলিয়াস এণ্ড সন্স ২১৪ নং বংশাল রোড যাকাত ১০৲ ১৪। আবদুল কাদের ১২২ নং লুৎফর রহমান লেন যাকাত ১০৲ ১৫। মওঃ মোহাঃ শামছুল হক ক্যাশিয়ার, জমঈয়তে আহলেহাদীস ২০নং বংশাল রোড যাকাত ৫০৲ ১৬। আবদুর রউফ ব্রাদার্স ৬৫ নং নর্থ ব্রুক হল রোড যাকাত ৩০০৲ ১৭। মৌঃ তমিজ উদ্দিন আহমদ ১২।১৪ এ, ব্রুক ইকবাল রোড যাকাত ৫৲ ১৮। মোহাঃ মুহসিন সিককাটুলী যাকাত ৫৲ ১৯। মোহাঃ শামছুল হক ২১৭ বংশাল রোড ফিংরা ২৲ ২০। মৌঃ আবদুস ছাত্তার ১৬।১ ছিদ্দিক বাজার যাকাত ৭'৫০ ২১। আশ-রাফ ব্রাদার্স ৯২ নং কাযী আলাউদ্দিন রোড যাকাত ৫০৲ ২২। বংশাল ঈদগাহ হইতে আদায় মারফত আবদুল্লাহ মতাওয়াল্লী ১০০৲ ২৩। মোহাঃ ওমর খান শরিফপুর যাকাত ৫৲।

যিলা রাজশাহী

১। শেখ মোহাঃ মফিজউদ্দিন সাং সেরকোল পোঃ নাছিরগঞ্জ যাকাত ২'৫০

যিলা বগুড়া

১। ডাঃ মোহাঃ কাছেম আলী সাং শিচারপাড়া পোঃ ভেলুর পাড়া ফিৎরা ১০৲ ২। আবদুর রশিদ গোহাইল ফিৎরা ১৮৲

যিলা কুষ্টিয়া

১। মোহাঃ সাদেক আলী সাং খারাগোদা পোঃ কালুপোল যাকাত ১০৲

যিলা পাবনা

১। মোহাঃ আব্বাছ আলী জোয়াদ্দার সাং পুরানা কুঠিবাড়ী পোঃ হেমায়েতপুর ফিৎরা ৩৲

www.ahlehadeethbd.org

যিলা রংপুর

১। আছির উদ্দিন আহমদ সাং গোপালমুণ্ড ফিৎরা ৩৲

যিলা দিনাজপুর

১। আবু আবদুল মতীন মোঃ ফায়েলউদ্দিন সাং ও পোঃ সবগাঁও ফিৎরা ৫৲

যিলা রাজশাহী

জমঈয়তের আদায়

মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ আবদুস আজিজ মিঞা সাং হলুদ ঘর পোঃ নলডাঙ্গা ফিৎরা—৫৲ ২। রিয়াজউদ্দিন আহমদ ঘোড়ামারা মার্ফত জমঈয়ত প্রেসিডেন্ট মওঃ আবদুল বারী সাহেব কুরবানী —৯৲

যিলা দিনাজপুর

১। মৌলবী আবদুল হাদী সাং ও পোঃ নূরুল-হুদা মার্ফত জমঈয়ত প্রেসিডেন্ট মওঃ আবদুল বারী সাহেব আকীকা ১০৲

যিলা বগুড়া

দফতরে প্রাপ্ত

১। মৌঃ মোহাঃ তফাজ্জল হোসেন জয়পুর হাট কুরবানী—১০৲

যিলা কুমিল্লা

আদায় মারফত ডাক্তার মোহাঃ জয়নুল আবেদীন সাহেব সাং ও পোঃ ধামতী

১। মৌঃ আবদুস সালাম সাং তুলাগাঁও ফিৎরা ৫৲ ২। মৌঃ আবদুল হাকীম সাং খিরাইকান্দি ফিৎরা ২৫৲ ৩। মৌঃ আবদুল জলিল, সাং ধামতী ফিৎরা ১৭,৫০

আদায় মারফত মৌলবী মোহাঃ রকিব উদ্দিন ভূইয়া

৪। মোহাঃ মিন্নত আলী মাষ্টার সাং ভোষেরকোট যাকাত ১৲ ফিৎরা ২৲ ৫। মোহাঃ শাহজাহান ভূঁইয়া সাং ফুলতলী ফিৎরা ৩৲ ৬। মোহাঃ আমীন উদ্দিন মুন্সী সাং ভোষেরকোট যাকাত ১৲ ফিৎরা ১৲ ৭। মোহাঃ শাকামত আলী ভূইয়া সাং ফুলতলী ফিৎরা ১৲ ৮। আবদুল মান্নান ভূঁইঞা সাং ফুলতলী ফিৎরা ১৲ ৯। হাজী রৌশন আলী ভূঁইঞা ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১৲ যাকাত ঐ ফিৎরা ১৲ ১০। আবদুল খালেক ভূঁইঞা ফিৎরা ১৲ ১১। মোহাঃ আমীন উদ্দিন ভূইঞা ফিৎরা ১৲ ১২। মোহাঃ সৈয়দ আলী ভূইঞা ফিৎরা ২৲ ১৩। আবদুল মান্নান ভূইঞা ফুলতলী ফিৎরা ১৲ ১৪। মোহাঃ জোনাব আলী ভূইঞা ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১৲ ১৫। আবু তাহের ভূইঞা ফিৎরা ১৲ ঠিকানা ঐ ১৬। মোহাঃ সামেদ আলী ভূইঞা ঠিকানা ঐ ০৫০ ১৭। আবদুল গফুর ভূইঞা ফিৎরা ১৲ ১৮। আবদুল বারেক ভূইঞা ফুলতলী ফিৎরা ১৲ ১৯। মোহাঃ মাজু মিঞা ফিৎরা ১৲ ঠিকানা ঐ ২০। মোহাঃ আলী আকবর ভূইঞা ফিৎরা ১৲ ঠিকানা ঐ ২১। ডাঃ মোহাঃ আলতাফ উদ্দিন ভূইঞা ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২৲ ২২। আবদুল হাকীম ভূইঞা ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৪৲ ২৩। মোহাঃ তফিজ উদ্দিন ভূইঞা ও ওয়াহেদ বখশ ভূইঞা ফিৎরা ১'৫০ ২৪। মোহাঃ জলিলুর ভূইঞা ফুলতলী ফিৎরা ১৲ ২৫। মুন্সী আবদুল হাকীম সরকার সাং মিরাই কান্দি ফিৎরা ২৫৲ ২৬। মোহাঃ রকিব উদ্দিন ভূইঞা সাং ফুলতলী ফিৎরা ৫'২৫ ২৭। মোফফর আহম্মদ সাং রাধানগর, পোঃ মহন পুর ফিৎরা ১০৲।

অক্টোবর মাস ১৯৬৯

যিলা ঢাকা

দফতরে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ মাশহুদ c/o মোঃ মোহাঃ রহম উদ্দিন ৭নং কে, বি, শাহারোড় নারায়নগঞ্জ অন্যান্য—৫৲ ২। মৌঃ হবিবর রহমান এম, এ ৩৯, নওয়াব সলিমুল্লাহ রোড, নারায়ণগঞ্জ অন্যান্য ৩৲ ৩। মোছাম্মাৎ জাহান আরা খাতুন ও মোছাম্মাৎ সখিনা খাতুন ঠিকানা ঐ যাকাত ৫০৲।

যিলা ময়মনসিংহ

মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

ডাঃ আবদুর রশিদ ছিদ্দিকী সাং সবিলাপুর পোঃ মেলানদহ বাজার অন্যান্য ১৲

www.ahlehadeethbd.org

যিলা পাবনা

মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

মওঃ মোহাঃ নূরুলহুদা সুপাঃ কামার খন্দ মাদ্রাসা পোঃ বি, জামতৈল জমঈয়তের আদায়ী চাঁদা ১৫৪৲

যিলা রংপুর

আদায় মারফত আলহাজ মওলানা মোহাম্মদ এসহাক সাহেব জুমার বাড়ী

১। হাজী ময়েজউদ্দিন আহমদ জুমার ব বন্দর কুরবানী ৫৲ ২। মুনশী মোহাঃ আব্বাছ ৫ সরকার গোপাল পুর কুরবানী ৩৲ ৩। মুনশী ে রানাতুল্লাহ আখন্দ সাং কাচুরী জামাত কুরবানী ২৲ মোহাঃ করম আলী সরকার সাং বেঙ্গার পাড়া কুরবা ১৲ ৫। মুঃ আবদুর রহিম বেপারী, ছাটিয়ার পা কুরবানী ২৲ ৬। মোহাঃ জোনাব আলী মিঞা, মামুদ পুর মসজিদ কুরবনী ৪৲ ৭। মৌঃ এব্রাহিম মণ্ডল ২নং গোবিন্দ পুর মসজিদ কুরবানী ৪৲ ৮। মুঃ আব্বাছ আলী আখন্দ, কুন্দপাড়া মসজিদ কুরবানী ২৲ ৯।

Contents

মৌঃ মোহাঃ বজলুর রহমান বেপারী, বলিয়া ডাঙ্গা মসজিদ কুরবানী ১০৲ ১০। মুঃ আবদুল গণী আখন্দ, পুনচাইর মসজিদ কুরবানী ২৲ ১১। মুঃ মোহাঃ নূরহোসেন বেপারী বাশিত নগর মসজিদ কুরবানী ৩৲ ১২। মুঃ মোহাঃ ছলিমউদ্দিন মণ্ডল বানিয়ার বড় মসজিদ কুরবানী ৪৲ ১৩। মোহাঃ মকবুল হোসেন গ্রাং নলটিয়া কুরবানী ১৲ ১৪। মুঃ আবদুল খালেক আখন্দ বিষহুর পার মসজিদ কুরবানী ৫৲ ১৫। হাজী মোহাঃ রিয়াজউদ্দিন বেপারী আমদির পাড়া মসজিদ কুরবানী ৭৲ ১৬। মোহাঃ মুজীবর রহমান আখন্দ কুরবানী ১৲ ১৭। মোহাঃ মনছুর রহমান আখন্দ কুরবানী ৫০৲ ১৮। কালাই আবদুল সাত্তার প্রধান বাদিনারপাড়া মসজিদ ১০৲

নভেম্বর মাস

যিলা ঢাকা

দফতরে ও মনি অর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। মৌঃ মোহাঃ লুৎফর রহমান মুগাম্বরপুর যাকাত ১০৲ ২। মোহাঃ আরশাদ আলী সেঠী ১০০ নং ইসলামপুর যাকাত ২৫৲ ৩। মোহাঃ কামরুজ্জামান ২৩৩/১ ফ্রি স্কুল ষ্ট্রিট কাঠাল বাগ যাকাত ২০৲ ৪। মৌঃ আবদুল কাদের, এল, এল, বি নারায়ণগঞ্জ ফিৎরা ৫৲

আদায় মার্ফত আলহাজ্জ মৌঃ মোহাঃ সোলায়মান সাহেব কাঞ্চন

৫। আলহাজ্জ মোহাঃ সোলায়মান কাঞ্চন যাকাত ১০৲ ফিৎরা ১০৲ কুরবানী ৫৲ ৬। কাঞ্চন জমাত হইতে মার্ফত আলহাজ্জ মৌঃ সোলায়মান ফিৎরা ১০৲ ৭। মৌঃ মোহাঃ আবদুল করিম কেরাবো জামে মসজিদ ফিৎরা ৫৲ ৮। আবদুল হামীদ কেন্দুয়া জামে মসজিদ ফিৎরা ৫৲ ৯। মৌঃ মোহাঃ গিয়াস উদ্দিন চৌধুরীপাড়া এককালীন ৫৲ ১০। মৌঃ মোহাঃ জওহর উদ্দিন চর পাড়া জামে মসজিদ ফিৎরা ১০৲ ১১। মৌঃ মোহাঃ ফয়েজ উদ্দিন চৌধুরীপাড়া জামাত হইতে ফিৎরা ৫৲ ১২। আলহাজ্জ মোহাঃ রহম আলী কেন্দুয়া জামে মসজিদ ফিৎরা ১০৲।

যিলা কুষ্টিয়া

১। মোহাঃ ছাদেক আলী খারাগোদা পোঃ কালুপোল এককালীন ৫৲

যিলা রাজশাহী

১। মোহাঃ আবদুল হান্নান বাসুদেপুরী চাপাই নওয়াবগঞ্জ উশর ৫৲ ২। মুন্শী মোহাঃ নজর আলী প্রামাণিক সাং মন্দিয়াল পোঃ বড় বিহালী কুরবানী ৩৲ উশর ৩৲

ডিসেম্বর মাস

যিলা ঢাকা

দফতরে ও মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। মৌঃ আবদুল কাইউম তজহরী সাহা ষ্ট্রীট ফিৎরা ১৲ ২। মোহাঃ শফিকুর রহমান সাং রসুলপুর পোঃ মাধবদী ফিৎরা ২৲ ৩। আলহাজ্জ মৌঃ মোহাঃ সাদেত আলী সাং ফেরাজীকান্দা পোঃ মদনগঞ্জ যাকাত ৫০৲ ৪। আলহাজ্জ হাকিম মোহাঃ ইউসোফ ঠিকানা ঐ এককালীন ১১২৲ ৫। মওঃ শায়েখ আবদুর রহিম ২০নং ফোলার রোড যাকাত ১০৲ ৬। হাফিজ মোহাঃ ওমর ৩৯নং হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন যাকাত ২৲ ৭। ডাঃ মোহাঃ আবুল হোসেন বি, ১২০ বিলগাঁও চৌধুরী পাড়া ঢাকা ১৪ যাকাত ১০০৲ ৮। মৌঃ মোহাঃ আহসান উল্লাহ ৫০ নং ললিত মোহন দাস লেন যাকাত ৫৲ ৯। মৌঃ আবুল হোসেন ১৪৪নং আজিমপুর রোড কুরবানী ৫৲ ১০। মোহাঃ জামাল উদ্দিন ৯১, নাজিরা বাজার মিঠাইয়ের দোকান যাকাত ২৲ ফিৎরা ১৲ ১১। মোহাঃ আলী আকবর ১৩নং কদমতলা ঢাকা ১৪ যাকাত ১০০৲ ১২। মওঃ শাইখ আবদুর রহিম ২০নং ফুলার রোড ঢাকা ২ ফিতরা ২৲ ১৩। আবদুল হামীদ মডেল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস ১২নং মদনপাল লেন ফিতরা ১০'৪০ ১৪। শেখ আবদুল জলিল ২৬নং সেণ্ট্রাল রোড ধানমণ্ডি ফিতরা ১৬'৬৪ ১৫। মোহাঃ ইয়াকুব মডেল ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস ১২নং মদনপাল লেন ফিতরা ২'০৮ ১৬। মোহাঃ ইলিয়াস ঠিকানা ঐ ফিতরা ২'০৮ ১৭। মোহাঃ ইসমাঈল প্রোপ্রাইটার মডেল

www.ahlehadeethbd.org

ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস ফিতরা ৫৮'২৪ ১৮। নাম অজ্ঞাত ফিতরা ২'০৮ ১৯। মৌঃ মোহাঃ আবদুল মালেক নাগী ১৯ নং ওয়াইজ ঘাট ঢাকা ১ ফিতরা ১০৲ ২১। মোহাঃ ইয়াকুব ও মোহাঃ আইয়ুব ৬৫ নং নর্থব্রুক হল রোড ঢাকা ১ ফিৎরা ১৮'২০ ২২। রউফ ব্রাদার্স ৬৫ নং নর্থ ব্রুক হল রোড ঢাকা—১ ফিৎরা ৬৫'০০ ২৩। মোহাঃ আবদুর রশিদ ১২। ১৪ বি, ব্লক মোহাম্মদপুর ইকবাল রোড ঢাকা—৭ যাকাত ২৫৲ ২৪। অধ্যাপক মৌঃ মোহাঃ সামছুল হক ১৪২ নং ফোলার রোড ঢাকা—২ ফিৎরা ৪'১৬ ২৫। মৌঃ মোহাঃ আবদুর রহমান জেঃ সেঃ পূর্বপাক জমঈয়তে আহলে হাদীস ফিৎরা ৫৲ ২৬। মওলানা আদমুদ্দিন এম. এ, ১০ নং নজরুল ইসলাম রোড মোহাম্মদপুর ঢাকা—৭ ফিৎরা ৪৲ ২৭। মৌঃ মোহাঃ শামছুজ্জুহা খান ২ নং কাজি আলাউদ্দিন রোড ঢাকা—২ ফিৎরা ৫৲ ২৮। এ, কে, এম শফিকুজ্জামান ৫০ নং ললিৎ মোহন দাস লেন ঢাকা—৯ ফিৎরা ৫৲ ২৯। মোহাঃ রিয়াজুল হক ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২৲ ৩০। মওলানা মোহাঃ ওবায়দুল্লাহ ডি, আই, জী প্রিন্স ঢাকা—২ ফিৎরা ১৫৲ ৩১। মোহাঃ আমীনুল্লাহ ৯ নং ওয়াইজ ঘাট ঢাকা—১ ফিৎরা ১৫৲ ৩২। মোহাঃ মুবারক আলী সরকার ৬৬। ১ ছিদ্দিক বাজার ফিৎরা ৩৲ ৩৩। ডক্টর এ টি, এইচ, খান ফিৎরা ৬৲ ৩৪। ডাঃ শাহ আবদুল মজিদ ধানমণ্ডি ফিৎরা ২৲ ৩৫। মোহাঃ আলী আকবর ১৩ নং কদমতলা বাসাবো ফিৎরা ২৲ ৩৬। শেখ মোহাঃ হোসেন ৭৪ নং সানলাইট ষ্টোর নিউমার্কেট ফিৎরা ১২৲ ৩৭। মোহাঃ আবদুস সালাম ৮৬ নং কাজী আলাউদ্দিন রোড ফিৎরা ১৲ ৩৮। মোহাঃ ইদ্রিস মিরপুর জাকসন ১২ ব্লক সি ১৭।২৯ ফিৎরা ১২'৫০ ৩৯। মৌঃ আবদুল হান্নান ১৬।১ ছিদ্দিক বাজার যাকাত ৭'৫০ ৪০। মোহাঃ সিরাজ উদ্দিন ১২।১৮ ব্লক ডি আজাদ রোড ঢাকা ৭ মোহাম্মদপুর ফিৎরা ১০৲ ৪১। মোহাঃ আছর আলী সাং চৌয়া পোঃ পাঁচদোনা ফিৎরা ৫৲ ৪২। হাজী মোহাঃ কাসেম সাং পাঁচরুখী যাকাত ৩৲ ৪৩। হাজী সমির উদ্দিন আহমদ ইস্কাটন গার্ডেন ফিৎরা ৫৲ ৪৪। মোহাঃ সিরাজ উদ্দিন মোল্লা সাং শরিফপুর ফিৎরা ৩৲ ৪৫। হেমাজ উদ্দিন আহমদ সাং নয়াগাঁও পোঃ বিরাবো ফিৎরা ৭৲ ৪৬। কারী আবদুস সালাম সাং চান্দপাড়া পোঃ আজমপুর ফিৎরা ১৲ ৪৭। আবদুল আলী বেপারী সাং উত্তমপুর পোঃ আজমপুর ফিৎরা ৫৲ ৪৮। মোহাঃ হেলাল উদ্দিন ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১৲ ৪৯। মোহাঃ আজম আলী ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১৲ ৫০। মোহাঃ আবদুল হামীদ সাং ও পোঃ কাঞ্চন ফিৎরা ৪৲ ৫১। মোহাঃ হাফিজ উদ্দিন সাং কাজিরবাগ পোঃ বিরাবো ফিৎরা ৫৫৲ ৫২। মৌঃ মোহাঃ আসাদুল্লাহ সাং চামুর খান জামাত হইতে ফিৎরা ১৫৲ ৫৩ মোহাঃ কফিল উদ্দিন বেপারী করাই হাটী জামাত হইতে ফিৎরা ৩০৲ ৫৪। মোহাঃ আবদুর রকিব খন্দকার সাং ভোলাবো পোঃ আতলাপুর ফিৎরা ৫৲ ৫৫। আলহাজ মুন্সী আবদুর রাজ্জাক সাং চারিতালুক পোঃ আতলাপুর ফিৎরা ৫৲ ৫৬। আলহাজ মোহাঃ কলিম উদ্দিন মোল্লা কালিতলা বাগান যাকাত ৫০৲ ৫৭। মোহাঃ আব্দুল কুদ্দুস সাং কেন্দুয়াবো পোঃ ডাঙ্গাপাড়া এককালীন ১৫৲ ৫৮। মোহাঃ মাহফুযুর রহমান সাং ইকুরিয়া পোঃ ধামরাই যাকাত ৩০৲।

www.ahlehadeethbd.org

আদায় মার্ফত মওঃ মোহাম্মদ রমযান আলী প্রিন্সিপ্যাল শরিষা বাড়ী আলিয়া মাদ্রাসা

৫৯। দেওনাই জামাত হইতে মোহাঃ বেলায়েত হোসেন পোঃ সানড়া ফিৎরা ২০৲ ৬০। ঝাউবাধা জামাত হইতে মুন্সী আবদুল গফুর পোঃ কামালপুর ফিৎরা ২২৲ ৬১। মুন্সী লাল মোহাম্মদ ফিৎরা ৩'২৫ ৬২। মোহাঃ ইসহাক মিঞা সাং কাকরান পোঃ ধামরাই যাকাত ৫'৫০।

আদায় মার্ফত মৌঃ মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন সাহেব সাং বেরাইদ পোঃ বড় বেরাইদ

৬৩। মড়ল পাড়া জামাত হইতে সাং বেরাইদ ফিৎরা ১০০৲ ৬৪। পশ্চিম পাড়া জামাত হইতে মার্ফত মোহাঃ আবদুস সাত্তার সাং বেরাইদ ফিৎরা ১৫৲ ৬৫। আমছার টেক জামাত হইতে মার্ফত আবদুল গণী সাং

Contents

বেরাইদ ফিৎরা ১০৲ ৬৬। নূতন পাড়া জামাত হইতে মার্ফত আবদুল বারেক মিঞা ফিৎরা ২৫৲ ৬৭। তফাজ্জল হোসেন সাং বেরাইদ যাকাত ১৲ ৬৮। নূর মোহাম্মদ সরকার ঠিকানা ঐ যাকাত ২৲ ৬৯। তালুকদার পাড়া ও আগার পাড়া জামাত হইতে মার্ফত আযিযুর রহমান ফিৎরা ১০০৲ ৭০। চিনাদী জামাত হইতে মার্ফত মোহাঃ রহমতুল্লাহ সওদাগর বেরাইদ ফিৎরা ২৫৲ ৭১। মোহাঃ ফযলুর রহমান বেরাইদ যাকাত ৩৲। ৭২। মোহাঃ ইজ্জতুল্লাহ সরকার জোলারপাড় শাখা জমঈয়তে আহলে হাদীস পোঃ সালনা ফিৎরা ৫৲ ৭৩। হাজী ও হাফিয মোঃ ইউসোফ সাং ফেরাজী কান্দা পোঃ মদনগঞ্জ ফিৎরা ২৫৲

আদায় মার্ফত মৌলভী মোহাঃ এব্রাহীম সাহেব নারায়ণগঞ্জ

৭৪। বেগম হাবিবা খাতুন ৫৮ নং নর্থ চাষারা নারায়ণগঞ্জ যাকাত ১০০৲ ৭৫। মোঃ সাইফুদ্দিন আহামদ এল, এল, বি, ৫নং নর্থ চাষারা নারায়নগঞ্জ যাকাত ২০০৲ ৭৬। মোঃ রুকুনউদ্দিন আহমদ নারায়ণগঞ্জ ফিৎরা ২০৲ ৭৭। আলহাজ মোহাঃ ইউসোফ আলী ফকির টানবাজার নারায়ণগঞ্জ যাকাত ২০০৲ ৭৮। মোঃ মোহাঃ ওয়াবিল উদ্দিন টান বাজার নারায়ণগঞ্জ যাকাত ৫০৲ ৭৯। আলহাম মোহাঃ ইদ্রিস আতলাপুর বাজার যাকাত ৫০৲ ৮০। ফকির আবদুর রউফ টান বাজার নারায়ণগঞ্জ যাকাত ২০০৲ ৮১। মোঃ আবদুল হক ইসলাম ট্রে র্গস টান বাজার নারায়ণগঞ্জ যাকাত ১০০৲ ৮২। শেখ মোহাঃ চান্দ মিঞা নারায়ণগঞ্জ যাকাত ১০৲ ৮৩। আলহাজ মৌঃ মোহাঃ ওমর ও. কে, ব্রাদার্স টানবাজার নারায়ণগঞ্জ যাকাত ১৫০৲ ৮৪। মোহাঃ ইসমাঈল মিঞা হাসান বস্ত্রালয় নারায়ণগঞ্জ যাকাত ৫৲ ৮৫। মোহাঃ আরব আলী মিঞা ঠিকানা ঐ যাকাত ২৲ ৮৬। মোহাঃ মহিউদ্দিন ভূঞা ঠিকানা ঐ যাকাত ২৲ ৮৭। আলহাজ আলী মিঞা ঠিকানা ঐ যাকাত ১৲ ৮৮। আলহাজ নান্নু মিঞা কালির বাজার নারায়ণগঞ্জ যাকাত ১০৲ ৮৯ ডাঃ মোহাঃ রেজাউর হাসান সাহীন হোমীও হল কে, বি, শাহা রোড নারায়ণগঞ্জ যাকাত ২৫৲ ৯০। মোঃ মোহাঃ নিয়ামতুল্লাহ কায়েদে আযম রোড নারায়ণগঞ্জ যাকাত ২০০৲ ৯১। মোঃ মুসলিম উদ্দিন আহমাদ বি, এ, ৬০নং নিউচাষারা যাকাত ২৫৲ ৯২। মৌঃ মোহাঃ জহির হোসেন লেবার হোসিয়ারী যাকাত ১০০৲ ৯৩। মোঃ নবাব আহমাদ পাচ গাঁও ফিৎরা ৫৲ ৯৪। মৌঃ মোহাঃ এসহাক ঠিকানা ঐ যাকাত ১২৫৲ ৯৫। আলহাজ মোহাঃ রফিক উদ্দিন ভূইঞা কালির বাজার যাকাত ১০০৲ ৯৬। আলহাজ মোহাঃ রমিজউদ্দিন মোল্লা যাকাত ২৫৲ ৯৭। পাঁচ গাঁও জামাত হইতে মার্ফত মৌঃ মোহাঃ রইসউদ্দিন ফিৎরা ৬০৲

আদায় মার্ফত মৌঃ মোহাঃ তাজউদ্দিন সাহেব ইকুরিয়া

৯৯। হাজী আবদুর রাজ্জাক ইকুরিয়া পুর্বপাড়া জামাত হইতে কুরবানী ৫৲ দফে ঐ কুরবানী ৫৲ ১০০। আবদুর রহিম ঠিকানা ঐ কুরবানী ২৲ ১০১। হাজী মোহাঃ চাবেদ আলী ঠিকানা ঐ কুরবানী ২'৫০ ১০২। আবদুর রহমান বেপারী ঠিকানা ঐ কুরবানী ১৲ ১০৩। মোহাঃ মিরাজ উদ্দিন, ইকুরিয়া নদিপার, কুরবানী ১৲ ১০৪। হাজী মোহাঃ সেফাতুল্লাহ ঠিকানা ঐ কুরবানী ৫৲ ১০৫। হাজী মোহাঃ আবদুল মান্নান ঠিকানা ঐ কুরবানী '৫০ ১০৬। আবদুল হক বেপারী আগুলিয়া জামাত হইতে কুরবানী ২৲ ১০৭। মোহাঃ হাফিয উদ্দিন তিন আনি পাড়া জামাত হইতে কুরবানী ৪'১৯ ১০৮। মোহাঃ মিলন উদ্দিন শরিফ বাগ জামাত হইতে কুরবানী ১০৲ ১০৯। মোহাঃ আবদুল হাকীম শরিফ বাগ জামাত হইতে কুরবানী ৩'৭৫ ১১০। মোহাঃ জয়নাল উদ্দিন, ইকুরিয়া নদিপার কুরবানী ১৲ ১১১। হাজী মোহাঃ ওয়াজ উদ্দিন ঠিকানা ঐ কুরবানী ২৲ ১১২। মোহাঃ কছিম উদ্দিন, শরিফবাগ জামাত হইতে কুরবানী ৮৲ ১১৩। মোহাঃ আমেন উদ্দিন মোল্লা কুরবানী ১৭৲ ১১৪। মোহাঃ কাজিম উদ্দিন আগুলিয়া জামাত হইতে কুরবানী ৩৲ ১১৫। মোহাঃ আবদুস সালাম, ঠিকানা ঐ কুরবানী ২৲ ১১৬। মোহাঃ জুর বখশ সরকার ডেমরান জামাত হইতে কুরবানী ২৲ ১১৭। মোহাঃ মনছুর রহমান খান ইকুরিয়া নদিপার জামাত

www.ahlehadeethbd.org

হইতে কুরবানী ৫০ ১১৮। হাজী মোহাঃ আবদুর রাজ্জাক আন্দুলিয়া জামাত হইতে কুরবানী ৭৲ ১১৯ মোহাঃ আমির উদ্দিন শরিফবাগ জামাত হইতে কুরবানী ২০৲।

আদায় মারফত মওলানা মোহাঃ হাবীবুল্লাহ খান রহমানী ভাইস প্রিন্সিপ্যাল আরাম নগর আলিয়া মাদ্রাসা

১২০। মোহাঃ ওমর আলী খান শরিফপুর পোঃ কে বি, বাজার ফিৎরা ৫৲ ১২১। মোহাঃ মুফিজ উদ্দিন খান ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৫৲ ১২২। মোহাঃ হোসাইন খান ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১৲ ১২৩। আবদুল মান্নান ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১৲ ১২৪। খোস মোহাম্মদ সাং ভাড়ার পাড়া ফিৎরা ২৲ ১২৫। মুন্সী মোহাম্মদ ইয়াছিন সাং দিঘুলিয়া ফিৎরা ৫৲।

আদায় মারফত মাষ্টার মৌঃ মোহাঃ সায়াদত উল্লাহ সাং ইকুরিয়া

www.ahlehadeethbd.org

১২৬। আবদুস সালাম বেপারী সাং ইকুরিয়া পোঃ ধামরাই যাকাত ১৫৲ ১২৭। আবদুল করিম বেপারী ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ১২৮। মোহাঃ সায়াদত উল্লাহ ঠিকানা ঐ যাকাত ৬৲ ১২৯। মোহাঃ হযরত আলী বেপারী ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ১৩০। আবদুল আযিয বেপারী তেঁতুলিয়া যাকাত ২৫৲। ১৩১। মোহাঃ নবী হোসেন মিঞা ঠিকানা ঐ যাকাত ১৲ ১৩২। হাজী মোহাঃ আমজ আলী ঠিকানা ঐ যাকাত ৩৲ ১৩৩। তেতুলিয়া মধ্যপাড়া জামাত হইতে ফিৎরা ১০৲ ১৩৪। তেতুলিয়া দক্ষিণ পাড়া জামাত হইতে মারফত হাজী মোহাঃ জয়েন উদ্দিন যাকাত ১৲ ফিৎরা ১০৲ ১৩৫। মোহাঃ ছমির উদ্দিন বেপারী যাকাত ৩৲ ১৩৬। তেতুলিয়া প্রামাণিক জামাত হইতে ফিৎরা ২০৲ ১৩৭। মোহাঃ লালু বেপারী তেতুলিয়া যাকাত ৫৲ ১৩৮। মোহাঃ দেয়ানতুল্লাহ মুন্সী যাকাত ৫৲ ১৩৯। মালে মোহাঃ বেপারী তেতুলিয়া যাকাত ৫৲ ১৪০। মোহাঃ নওয়াব আলী তেতুলিয়া যাকাত ৪৲ ১৪১। ইকুরিয়া জামাত হইতে মারফত মাষ্টার মৌলবী মোহাম্মদ সায়াদত উল্লাহ ফিৎরা ১০৲ ১৪২। মুচাম্মাৎ শাহ বর্ণনেছা ইকুরিয়া ধামরাই যাকাত ২৲ ১৪৩। মোহাঃ আবদুল আজিজ মিঞা ইকুরিয়া যাকাত ৫৲ ১৪৪। হাজী মোহাঃ ময়েজ উদ্দিন সাং শরিফ বাগ ফিৎরা ৬২৫ ১৪৫। হাজী মোহাঃ ছাবদার আলী সাং তেতুলিয়া যাকাত ১৫৲ ১৪৬। মোহাঃ মুখুর রহমান যাকাত ৩৲ ১৪৭। আবদুর রহমান ঠিকানা ঐ যাকাত ৩৲ ১৪৮। মোহাঃ ছিদ্দিক হোসেন বেপারী সাং ইকুরিয়া যাকাত ৫৲ ১৪৯। মোহাঃ আবদুল হাকীম হাজীপুর জামাত হইতে ফিৎরা ২৫৲ ১৫০। মোহাম্মদ আযিযুল হক বেপারী ইকুরিয়া যাকাত ২০৲ ১৫১। মোহাঃ মহীউদ্দিন বেপারী ঠিকানা ঐ যাকাত ৭৲ ১৫২। মোহাঃ হাকীম আলী বেপারী যাকাত ২৲ ১৫৩। হাজী আবদুল কুদ্দুস ইকুরিয়া যাকাত ২৲ ১৫৪। মুন্সী মোহাঃ হুকুম আলী ঠিকানা ঐ যাকাত ৩৲ ১৫৫। আবদুল আলী বেপারী ইকুরিয়া যাকাত ১০৲ ১৫৬। হাজী মোহাঃ ওয়াজ আলী ঠিকানা ঐ যাকাত ৭৲ ১৫৭। ইকুরিয়া দক্ষিণপাড়া জামাত হইতে ফিৎরা ১০৲ ১৫৮। মোহাঃ জিন্নাউদ্দিন বেপারী ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ১৫৯। বছির উদ্দিন আহমদ ঠিকানা ঐ যাকাত ২৲ ১৬০। মোহাঃ ওরাজ উদ্দিন মাঝি ঠিকানা ঐ যাকাত ২৲ ১৬১। মোহাঃ নাদের হোসেন উনাইল আহলে হাদীস জামাত হইতে ফিৎরা ৫৲ ১৬২। মোহাঃ বছির উদ্দিন ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২৲ ১৬৩। ইকুরিয়া নদীপার জমাত হইতে মারফত আমান উল্লাহ ফিৎরা ৭৲ ১৬৪ ইকুরিয়া নদীপার জামাত হইতে মারফত হাজী আবদুল মান্নান ও মিয়াজ উদ্দিন বেপারী ফিৎরা ৫৲ ১৬৫। মোহাঃ মিয়াজ উদ্দিন বেপারী ইকুরিয়া নদীপার যাকাত ২৲ ১৬৬। উনাইল জামাত হইতে মারফত মোহাঃ মইজুদ্দিন ফিৎরা ৩৲ ১৬৭ মোহাঃ শামছুল হক বেপারী ইকুরীয়া দক্ষিণ পাড়া যাকাত ২৲ ১৬৮। মোহাঃ ইসমাঈল হোসেন ইকুরিয়া যাকাত ৩৲ ১৬৯। হাজী মোহাঃ ছাবেদ আলী ইকুরিয়া যাকাত ২৫৲ ১৭০। হাজী মোহাঃ রৌনক আলী ঠিকানা ঐ যাকাত ২৲ ১৭১। হাজী মোহাঃ তাজউদ্দিন ঠিকানা ঐ যাকাত ৫০৲ ১৭২। হাজী মোহাঃ ওয়ায়েজদ্দিন ঠিকানা ঐ যাকাত ১০

Contents

যিলা ময়মনসিংহ

আদায় মাফত মওঃ আবদুল হক হক্কানী সাহেব

জমঈয়ত সদর দফতর

১। আলহাজ মোহাঃ তমিজউদ্দিন বল্লা যাকাত ৪৲ ২। আলহাজ ভোলা মোহাম্মদ ঠিকানা ঐ যাকাত ১০৲ ৩। মোহাঃ সোলাইমান সরকার যাকাত ১০৲ ৪। আবদুল্লাহেল কাফী ও আফাজ উদ্দিন যাকাত ২০৲ ৫। মোহাঃ নাজমুদসাবেত ঠিকানা ঐ যাকাত ৩৲ ৬। আলহাজ মোহাঃ আবদুল করিম ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ৭। মুন্সী আইনউদ্দিন আহমদ যাকাত ৫৲ ৮। মোঃ এসহাক আলী সরকার ঠিকানা ঐ এককালীন ৫৲ ৯। মোহাঃ আফিল উদ্দিন ও মোহাঃ নূরুজ্জামান ঠিকানা ঐ যাকাত ১০৲ ১০। মোহাঃ সোলাইমান যাকাত ৫৲ ১১। মোহাঃ কাছেম উদ্দিন সরকার যাকাত ৫৲ ১২। মোহাঃ মাণিক রাজ ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ১৩। মোহাঃ মুমিন উদ্দিন সরকার ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ১৪। মোহাঃ আবু শামা ঠিকানা ঐ যাকাত ৬'২৫ ১৫। মোহাঃ জসিম উদ্দিন ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲ ১৬। মোঃ নজমে আলম ঠিকানা ঐ যাকাত ১০৲ ১৭। মোহাঃ হোসেন আলী সরকার ঠিকানা ঐ যাকাত ৫৲

আদায় মার্ফত মৌ আবদুল আলী সাহেব সাং বল্লা পোঃ বল্লা বাজার

১৮। আবদুল আলীম ময়মনসিং রোড টাঙ্গাইল যাকাত ২৲ ১৯। মোহাঃ লুৎফররহমান, লাইট হাউজ যাকাত ৫৲ ২০। আবদুল আলীম সরকার ৬ আনী বাজার রোডট াঙ্গাইল যাকাত ২৲ ২১। মোহাঃ ওয়াজেদ আলী মিঞা সিঙ্গাইর পোঃ বল্লা বাজার যাকাত ৬'২৫ ২২। মৌঃ মোহাঃ আলী সাং ও পোঃ বল্লা বাজার যাকাত ২৫৲ ২৩। আবদুস সাত্তার মিঞা সিঙ্গাইর এককালীন ১৲ ২৪। আবদুল বাসেত মিঞা সিঙ্গাইর এককালীন ১৲ ২৫। এম, এস লাইট হাউজ টাঙ্গাইল ফিৎরা ৬৲ ২৬। মোহাঃ আসলাম আলী ময়মনসিংহ রোড ফিৎরা ৩৲ ২৭। মোহাঃ নিজাম উদ্দিন মিঞা টাঙ্গাইল এককালীন ১৲ ২৮। আবদুল হালীম মিঞা টাঙ্গাইল এককালীন ১৲ ২৯। এম, এস, পী নিউ মারকেট টাঙ্গাই এককালীন ১৲ ৩০। মোহাঃ মজহারুল ইসলাম প্যারাডাইস ভিউ টাঙ্গাইল এককালীন ১৲

আদায় মার্ফত মৌঃ মোহাঃ মজকুর আলী সাহেব

ময়মনসিং

৩১। আলহাজ মালিক মোহাঃ সাঈদ ক্যালকাটা মুসলিম জুয়েলার্স রাম বাবু রোড যাকাত ৫০৲ ঐ ফিৎরা ৬৲ ৩২। আবদুর রহমান সানকীপাড়া ফিৎরা ৫৲ ৩৩। মৌঃ মোহাঃ মজকুর আলী মিল্লাত ষ্টোর ফিৎরা ৭'৫০ ৩৪ কাযি মোঃ জাবের উদ্দিন সাং কাযির শিমলা ফিৎরা ২০৲ ৩৫ মোহাঃ নূরুল ইসলাম ষ্টেশান রোড যাকাত ৫৲ ২৬। মোমেনশাহী শহর ঈদউল ফেতরের জামাত হইতে প্রাপ্ত ফিৎরা ২৪৲ ২৭। মোহাঃ নিজাম উদ্দিন মিঞা টাঙ্গাইল এককালীন ১৲ ২৮। আবদুল হালীম মিঞা টাঙ্গাইল এককালীন ১৲ ২৯। এম. এস, পী, এম, পী, নিউ মারকেট টাঙ্গাল এককালীন ১৲ ৩০ মোহাঃ মজহারুল ইসলাম প্যারাডাইস ভিউ টাঙ্গাইল এককালীন ১৲

অ দায় মার্ফত মৌঃ মোঃ মজকুর আলী সাহেব

ময়মনসিংহ

৩১। আলহাজ মালিক মোহাঃ সাঈদ ক্যালকাটা মুসলিম জুয়েলার্স রামবাবু রোড যাকাত ৫০৲ ঐ ফিৎরা ৬৲ ৩২। আবদুর রহমান সানকী পাড়া ফিৎরা ৫৲ ৩৩। মৌঃ মোহাঃ মজকুর আলী মিল্লাত ষ্টোর ফিৎরা ৭'৫০ ৩৪। কাযি মোহাঃ জাবের উদ্দিন সাং কাযির শিমলা ফিৎরা ২০৲ ৩৫। মোহাঃ নূরুল ইসলাম ষ্টেশন রোড যাকাত ৫৲ ৩৬। মোমেনশাহী শহর ঈদুল ফেতরের জামাত হইতে প্রাপ্ত ফিৎরা ২৪৲ ৩৭। মোহাঃ তমের উদ্দিন সাং ধানীখোলা ফিৎরা ২৲ ৩৮। মোহাঃ জায়েদার হোসেন সাং চক শ্যামরায়পুর ফিৎরা ১১৲ ৩৯। মওঃ আবদুল জব্বার সাং চর শ্রীকান্দি ফিৎরা ৩৲।

— ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আরাফাত সম্পর্কে একটি আবেদন

বিদায় হজ্জ অন্তে জবাল আরাফাতের উপত্যকায় রসূলুল্লাহ (দঃ) ইসলামের যে সাম্য মৈত্রী ও ঐক্যের বাণী বুলন্দ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে আদর্শের মূলে সকল বিভেদ ও বৈষম্যকে জলাঞ্জলী দিয়া আজও মুসলিম জাতি মহীয়াণ গরীয়ান ও শক্তিদৃপ্ত হইয়া উঠিতে পারে। মুসলিম সংহতির সেই বাণী বাঙলা ভাষাভাষী প্রতিটি ঘরে পোঁছাইবার ব্রত পালন করিয়া চলিয়াছে—

মরহুম আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

সাপ্তাহিক আরাফাত

এই আদর্শনিষ্ঠ পত্রিকাটি পাকিস্তানের জনগণকে পাকিস্তানের বিঘোষিত আদর্শে অনুপ্রাণিত ও মহিমান্বিত করিতে চায়। প্রাদেশিক, শ্রেণীভিত্তিক, গোত্রীয় ও ভাষাগত সকল বৈষম্যকে চূর্ণ করিয়া ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ফির্কাবন্দীর সকল অহমিকা দূর করিয়া সকল তওহিদপন্থী জনতা ও নেতাকে এক অটুট ঐক্যসূত্রে ঐক্য জোটে বাঁধিতে চায়।

যারা এই আদর্শকে মনে প্রাণে ভালবাসেন উহার বাস্তব রূপায়ণ কামনা করেন তারা এই পত্রিকার গ্রাহক হউন, পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা করুন এবং গ্রাহক বাড়াইবার ব্যবস্থা করুন, ইহা আপনাদের নৈতিক দায়িত্ব।

এজেণ্টগণের জ্ঞাতব্য

আরাফাতের এজেণ্টগণের অনেকের নিকটেই বহু টাকা বাকী পড়িয়া রহিয়াছে। অনেক তাকীদ করিয়াও বেশ কিছু সংখ্যক এজেণ্ট এখনও সম্পূর্ণ টাকা শোধ করিতেছেন না। ইহার অন্যতম কারণ যারা তাদের নিকট হইতে পত্রিকা নেন তারা তাদের পাওনা নিয়মিত শোধ করেন না। সুতরাং তাদের নিকটেই আমাদের প্রথম আরয, মেহেরবানী পূর্বক আপনাদের নিকট এজেণ্টের মাসিক সামান্য আমরা ইচ্ছা করিয়াই প্রাপ্য যথাসময়ে পরিশোধ করিবেন। অন্যান্য পত্রপত্রিকার ন্যায় কড়াকড়ি নিয়ম প্রবর্তন ও পালন করি নাই। কিন্তু এখন আমরা ঘোষণা করিতে বাধ্য যে, আমাদের উপায় নাই। আমরা এজেণ্টগণের নিকট হইতে এক মাসের প্রাপ্য পরবর্তী মাসের শেষ তারীখের মধ্যে না পাইলে পত্রিকা বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইব। এখন হইতে প্রতি মাসের বিল পরবর্তী মাসের ১ম সপ্তাহেই পাঠান হইবে। ১৫ তারীখের মধ্যে টাকা আমাদের হস্তগত হইলে আমরা অতিরিক্ত শতকরা ৫ টাকা কমিশন দিব।

পত্রিকার প্রচার বৃদ্ধি উৎসাহিত করার জন্য আমরা কমিশনের হার সংখ্যানুপাতে বৃদ্ধি করিলাম।

কমিশনের নয়া হার

৫ হইতে ২৫ কপি পর্যন্ত পূর্বের ন্যায় শতকরা ২৫ টাকা, ২৬ হইতে ৫০ কপি পর্যন্ত শতকরা ৩০ টাকা, ৫১ হইতে ১০০ কপি পর্যন্ত শতকরা ৩৫ টাকা, ১০০ ও তদূর্ধে শতকরা ৪০ টাকা,

ইহার উপর প্রত্যেক মাসের বিল পরবর্তী মাসের ১৫ তারীখের মধ্যে পরিশোধ করিলে শতকরা আরোও ৫ টাকা কমিশন দেওয়া হইবে।

বিভিন্ন শহর বন্দরে এজেণ্ট চাই

বর্তমানে আমাদের নিম্নলিখিত শহর বন্দর ও জনপদে আরাফাতের এজেণ্ট রহিয়াছে ঃ

জিঃ রংপুর ঃ রংপুর, গাইবান্ধা, চাপাদহ, হারাগাছ, সেরুডাঙ্গা, বোনারপাড়া, জুমারবাড়ী, শটিবাড়ী, হাতিবান্ধা, পরশুরাম ও নজরমামুদ। **জিঃ রাজশাহী ঃ** রাজশাহী, চাপাই নওয়াবগঞ্জ ও পাঁশুরিয়া। **জিঃ দিনাজপুর ঃ** দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, বিরল। **জিঃ বগুড়া ঃ** বগুড়া, ফুলকোট, জামালগঞ্জ ও বানিয়াপাড়া। **জিঃ ময়মনসিংহ ঃ** ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, জামালপুর, শরিষাবাড়ী, ভৈরব ও বল্লা। **জিঃ খুলনা ঃ** খালেশপুর, ঝাউডাঙ্গা, পাইকগাছা। **অন্যান্য জিলা ঃ** পাবনা, সিলেট, চট্টগ্রাম, কুমারখালী (কুষ্টিয়া), মুড়াপাড়া (ঢাকা)।

অন্যান্য সহর বন্দর ও জনপদে এজেণ্ট প্রয়োজন। প্রত্যেক এজেণ্টকে প্রতিটি কপির জন্য ১'০০ করিয়া অগ্রিম জমা দিতে হইবে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য ম্যানেজার আরাফাত এর সহিত যোগাযোগ করুন।

www.ahlehadeethbd.org

Tarjumanul Hadeeth February 1970 Regd No. DA- 59
Phone : 245490

মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকুরায়শীর
অমর অবদান

দীর্ঘদিনের অক্লান্ত সাধনা ও ব্যাপক গবেষণার অমৃত ফল

আহলে-হাদীস পরিচিতি

আহলে হাদীস আন্দোলন, উহার আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য এবং প্রকৃত পরিচয় জানিতে হইলে এই বই আপনাকে অবশ্যই পড়িতে হইবে।

মূল্য : বোর্ডবাঁধাই : তিন টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান : আল-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দী রোড, ঢাকা—২

লেখকদের প্রতি নিবেদন

www.ahlehadeethbd.org

- তর্জুমানুল হাদীসে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন যে কোন উপযুক্ত লেখা—সমাজ, দর্শন, ইতিহাস ও মণীষিদের জীবন চরিত্র-সম্পর্কিত আলোচনামূলক প্রবন্ধ, তরজমা ও কবিতা ছাপান হয়। নূতন লেখক-লেখিকাদের উৎসাহ দেওয়া হয়
- উৎকৃষ্ট মৌলিক রচনার জন্য লেখকদিগকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।
- রচনাসমূহ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কাররূপে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। লেখার দুই ছত্রের মাঝে একছত্র পরিমাণ ফাঁক রাখিতে হইবে।
- অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠান হয় না। অতএব রচনার নকল রাখা বাঞ্ছনীয়।
- বেয়ারিং খামে প্রেরিত কোন রচনা গ্রহণ করা হয় না।
- রচনা সম্পর্কে সম্পাদকের মতামতই চূড়ান্ত। অমনোনীত রচনা সম্পর্কে কোনরূপ কৈফিয়ত দিতে সম্পাদক বাধ্য নন।
- তর্জুমানুল হাদীসে প্রকাশিত রচনার যুক্তিযুক্ত সমালোচনা সাদরে গ্রহণ করা হয়।

—সম্পাদক

Printed and Published by Md. Abdul Bari At Al-Hadeeth Printing and Publishing House, 86, Qazi Alauddin Road, Dacca—2 East Pakistan.